আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে
ইসলাম শিক্ষা সিরিজ - ৭

আহকামুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ ওয়ায যিয়ারাহ

বা

হাজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারাতের নিয়ম-বিধান
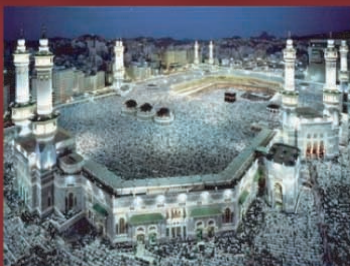
আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
প্রিন্সিপ্যাল
মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা

আহকামুল
হাজ্জ ওয়াল উমরাহ ওয়ায যিয়ারাহ
বা
হাজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারাতের
নিয়ম-বিধান

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

প্রিন্সিপ্যাল

মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা

হাজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারাতের নিয়ম-বিধান

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

প্রকাশক :

আব্দুল্লাহ, আম্মার, নাসরুল্লাহ,
আহমাদুল্লাহ, সা'দ ও সাঈদ

প্রকাশকাল :

০১ রমাযান ১৪৩১ হিঃ
১২ আগস্ট ২০১০ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ :

আবদুর রহমান শেখ
মোবাইল : ০১১৯১-৩১১৯৪৭

বিনিময় : ৮০ (আশি) টাকা মাত্র

HAJJ, UMRAH & ZIARATER NIYOM-BIDHAN

by Abu Abdullah Muhammad Shahidullah Khan Madani, Mobaile : 01715-372161, Price : 80/- (Eighty) Taka only.

লেখকের কথা/كلمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين . أما بعد :

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ বায়তুল্লাহ-য় হাজ্জ সম্পাদন করা। হাজ্জ সামর্থ্যবানদের জন্য যেমন একটি ফরয ইবাদাত তেমনি নিজের অপরাধ মোচন করে নিয়ে নিস্পাপ হওয়া ও

জান্নাত পাওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হল হাজ্জ হতে হবে আল্লাহর কাছে মাকবূল। মূলতঃ এ কামনা-বাসনাই সকল হাজী সাহেবানদের। আরমরাও সেরূপ কামনা করি। কিন্তু শুধু কামনাই কি যথেষ্ট? না, বরং কামনার সাথে বাস্তবতার মিল থাকা চাই। বাস্তব দৃশ্যে দেখা যায় হাজী সাহেবদের অনেকেই অজানার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন, আবার অনেকেই জানার চেষ্টা করলেও সঠিক মাধ্যম পাচ্ছেন না। হাজ্জ-উমরার বিষয়ে বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বই পস্তুক লেখা হলেও বেশীভাগই খেয়ালী বা মনগড়া চিন্তা-চেতনায় লেখা হয়েছে। বিশুদ্ধ সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রকৃত সুন্নাহর আলোকে লেখা হয়েছে এর সংখ্যা খুবই নগন্য।

অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ অর্থাৎ

"তোমাদের হাজ্জ ও উমরাহ পালনের নিয়ম-বিধান আমার কাছ থেকে শিখে নাও। (সহীহ মুসলিম হা/১২১৮)

তিনি আরো বলেন : مَنْ عَمِلَ عَملاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ অর্থাৎ " যে ব্যক্তি এমন কোন ইবাদাত করবে যে ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (সহীহ মুসলিম হা/ ৪৫৯০)

অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঠিক সুন্নাতের আলোকে হাজ্জ-উমরাহ না হলে যতই অর্থ ও সাধনা হোক না কেন তা মাকবূল হাজ্জ হওয়া অসম্ভব।

এ বিষয়ে পড়া-লেখা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে হাজীদের দুরাবস্তা দেখে মাদীনায় থাকাকালে ২০০১ সালে পবিত্র রামাযান মাসে পবিত্র নগরী মদীনায় বসে "আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে হাজ্জ-উমরাহ" শির্ষক

একটি পুস্তিকা রচনা করি, যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু পুস্তিকা আকারে ছাপানোর সুযোগ হয়নি। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে দুই মাসব্যাপী হাজ্জ বিষয়ক মিডিয়া (রেডিও-টেলিভিশন) প্রোগ্রামে আমন্ত্রিত হলে পবিত্র মাক্কা নগরীতে পূর্বের পুস্তিকাটি আরো সহজ-সরল ও সুন্দরভাবে তথ্য সহকারে পুনঃসঙ্কলন করার সুযোগ হয়।

বইটি কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীস এর আলোকে ইসলাম শিক্ষা সিরিজ- ৭ "আহকামুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ ওয়ায যিয়ারাহ বা হাজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারাতের নিময়-বিধান" হিসাবে প্রকাশিত হল। আমার সাধ্য অনুযায়ী সঠিক দলীল প্রমাণের আলোকে সহজ-সরলভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এরপরও মানুষ হিসাবে কোন ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। যান্ত্রিক বা অন্যকোন ত্রুটি

পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী মুদ্রণে তা সঠিক প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আমি দৃঢ় আশা রাখি এ বই এর আলোকে হাজ্জ ও উমরাহ পালন করলে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশুদ্ধ সুন্নাতের আলোকে পালন সম্ভব হবে- ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে জীবনের সকল ইবাদাত কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সম্পাদন করার তাওফীক দান করুন। বইটি প্রস্তুত ও প্রকাশে বিভিন্নভাবে যারা সহযোগিতা দিয়েছেন আল্লাহ তাদের জাযায়ে খাইর দান করুন এবং আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করে ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে উপকৃত করুন আমীন!

বিনীত

ঢাকা- ১লা রমাযান ১৪৩১ হিঃ

১২ আগস্ট ২০১০ ইং আবূ আব্দুল্লাহ মুহাঃ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

প্রিন্সিপ্যাল
মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার,
ঢাকা

প্রেসিডেন্ট
ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ
ফাউন্ডেশন, ঢাকা

সূচীপত্র/فهارس

একনজরে উমরাহ ও হাজ্জ এর কার্যাবলী		صفة العمرة والحج إجملا
একনজরে উমরাহ এর কার্যাবলী		أعمال العمرة إجملا
একনজরে হাজ্জ এর কার্যাবলী		أعمال الحج إجملا
উমরাহ ও হাজ্জ এর বিস্তারিত বিবরণ		صفة العمرة والحج تفصيلا
ইহরামের প্রস্তুতিগ্রহণ		الاستعداد للإحرام
ইহরাম বাঁধা		الإحرام
তালবিয়া পাঠ		التلبية
মাক্কাহ মুকাররামায় প্রবেশ		دخول مكة المكرمة
মাসজিদে হারামে প্রবেশ		دخول المسجد الحرام
তাওয়াফে কুদুম		طواف القدوم
যমযমের পানি পান করা		الشرب من ماء زمزم
সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা		السعي بين الصفا و المروة
চুল কেটে হালাল হওয়া		التحلل بالحلق أوالتقصير

৮ তারিখে (ইয়াউমুত তারবিয়ায়) হাজ্জের ইহরাম বাঁধা এবং মিনায় গমন।		الإحرام بالحج فى اليوم الثامن والذهاب إلى منى
আরাফায় অবস্থান		الوقوف بعرفة
মুযদালিফায় রাত্রিযাপন		المبيت بمزدلفة
১০ তারিখের (ইয়াউমুন্ নাহর-এর) কার্যাবলী		أعمال يوم النحر
১১, ১২ ও ১৩ রাত্রি মিনায় যাপন করা		المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
১১, ১২, ১৩ তারিখে পাথর নিক্ষেপ করা		رمي الجمرات في أيام التشريق
বিদায় তাওয়াফ		طواف الوداع
পঞ্চম অধ্যায়		**الباب الخامس**
মহিলাদের বিশেষ বিষয় সমূহ		الموضوعات للمؤمنات
মাদীনায় মাসজিদে নাববী যিয়ারত		زيارة المسجد النبوى بالمدينة
দু'আ ও যিকর		الأدعية والأذكار

النصائح قبل الحج

হাজ্জ যাত্রার পূর্বে ওয়াসীয়াত ও নাসীহাত

হে সম্মানিত হাজ্জী ভাই ও বোন! সত্যিই আপনি আজ সৌভাগ্যবান কেননা লক্ষ-কোটি জনতার মধ্য হতে আল্লাহ আপনাকে তাঁর পবিত্র ঘর কাবা শরীফে হাজ্জব্রত পালন করার জন্য নির্বাচন করেছেন ও তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}

অর্থ : (ক্ষতিগ্রস্ত হতে মুক্ত তারা) যারা ঈমান আনে সৎকর্ম করে এবং পরস্পরে

সত্যনিষ্ঠা ও ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিয়ে থাকে।[১]

এ মর্মে সম্মানিত হাজী ভাই ও বোনদের প্রতি আমার উপদেশ :

≅ **প্রথম উপদেশ হল তাকওয়াল্লাহ বা আল্লাহ ভীতির,** এ তাকওয়া একজন মুসলিমের মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদাই থাকা উচিত আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}

অর্থ : ওহে যারা ঈমান এনেছে! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাকে ভয় করা

---

[১] সুরা আল-আসর : ৩।

উচিত, আর মুসলিম (আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না।[২]

তাকওয়াল্লাহ এর মূল হল দু'টি বিষয়; ১. আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করা এবং ২. তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ হতে বিরত থাকা, নচেত শুধু মৌখিক তাকওয়ার দ্বারা আল্লাহর আযাব হতে নিস্কৃতি পাওয়া অসম্ভব।

≅ **তাওবাহ করা :** আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে।[৩]

---

[২] সূরা আলু-ইমরান : ১০২।

তাওবাহ শুধু সকালে ১০০ বার আর সন্ধ্যায় ১০০ বার পাঠ করলে হবে না বরং তাওবাতুন্নাসূহা (সত্য তাওবাহ) হতে হবে। তাওবাতুন্নাসূহা বা তাওবাহ কবূলের জন্য পাঁচটি শর্ত থাকা আবশ্যক তাহলো :

ক) একমাত্র আল্লাহর জন্য তাওবাহ করা, কারো দেখান বা শুনানোর উদ্দেশ্যে নয়।

খ) কৃত অপরাদের জন্য আল্লাহর কাছে অনুতপত হওয়া।

গ) কৃত অপরাধ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে তা থেকে মুক্ত হওয়া, কেননা তাওবাহ করা, আবার অপরাধে লেগে থাকা মুনাফেকী ও আল্লাহর সাথে ঠাট্টার শামিল।

---

[৩] সূরা নূর : ৩১।

ঘ) কৃত অপরাধ ভবিষ্যতে না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা।

ঙ) সময়ের মধ্যে তাওবাহ করা, তা ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বে। আর সকলের জন্য সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার পূর্বে হওয়া।

≅ ইবাদাত কবূলের শর্ত অনুযায়ী হওয়া :

একজন মুসলিমের ইবাদাত আল্লাহর কাছে কবূল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত থাকা অপরিহার্য :

ক) ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদাত করা, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{وَمَــا أُمِــرُوا إِلَّــا لِيَعْبُــدُوا اللَّــهَ مُخْلِــصِينَ لَــهُ الــدِّينَ حُنَفَــاءَ وَيُقِيمُــوا الصَّلاةَ}

অর্থ : আর তারাতো একমাত্র আল্লাহর জন্যে দ্বীনকে খালেস করে একনিষ্ঠতার সাথে ইবাদাত করারই আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে।[৪]

সুতরাং যেকোন ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যেই হতে হবে, এর সাথে লোক দেখান বা অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকলে তা শির্কে পরিণত হবে, ফলে আল্লাহ কখনও কবূল করবেন না, আল্লাহ বলেন :

{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

অর্থ : যদি তুমি শির্ক কর তাহলে অবশ্যই তোমরা আমল (ইবাদাত) সমূহ বরবাদ হয়ে

---

[৪] সূরা আল-বাইয়্যেনাহ : ৫।

যাবে, আর তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরবে।[৫]

এব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

খ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ণ অনুসরণ করে ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

অর্থ : আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর।[৬]

---

[৫] সূরা যুমার : ৬৫।

সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করে প্রতিটি ইবাদাত করা ফরয, নচেত তা বিদ‘আতে পরিণত হয়ে যাবে, আর বিদ‘আতী আমল আল্লাহর কাছে কবূল হবে না, আল্লাহ বলেন :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

অর্থ : ওহে যারা ঈমান এনেছে! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসূলের অনুসরণ কর, আর (এ দু’টি সূত্র বর্জন করে) তোমাদের আমল সমূহ নষ্ট কর না।[৭]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

---

[৬] সূরা আল-হাশর : ৭।

[৭] সুরা মুহাম্মাদ : ৩৩।

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ (ইবাদাত) করল অথচ সে বিষয়ে আমাদের কোন আদেশ উপদেশ নেই তা বর্জনীয়, অগ্রহণযোগ্য।[৮] অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কবূল হবে না।

তাই সম্মানিত হাজী ভাই ও বোনদের বলতে চাই আপনার এ হাজ্জ এবং যাবতীয় ইবাদাত শির্ক ও বিদ'আত মুক্ত করুন আল্লাহ আমাদের সকলকে এ তাওফীক দান করুন! এবং আমাদের ইবাদাত সমূহ কবূল করে নিন। আমীন!!

≅ **অন্যায় ও অশ্লীলতা বর্জন করা :** এ অপরাধগুলো সর্বক্ষেত্রে বর্জন করা উচিত, বিশেষ করে হাজ্জ এর ইহরাম হতে শেষ পর্যন্ত বর্জন করা অপহির্য, নচেত হাজ্জ সফল হবে না।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

[৮] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

হাজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত। অতএব যে এর মধ্যে হাজ্জকে ফরয করে নিবে, সে হাজ্জে অশ্লীল, অন্যায় ও কলহ বিবাদ করবে না।[৯]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَنْ حَجَّ لله÷ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি অশ্লীলতা ও অবাধ্যতা হতে মুক্ত থেকে আল্লাহর জন্যে সুন্দরভাবে হাজ্জব্রত

---

[৯] সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৭।

পালন করল, সে নিস্পাপ হয়ে ফিরল সেদিনের মত, যেদিন তার মাতা তাকে জন্ম দিয়েছিল।[১০]

≌ হে সম্মানিত হাজী ভাই ও বোন! ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাজারের রং-বেরঙের বহু ধরণের প্রমাণবিহীন হাজ্জ ও উমরাহ শিক্ষার ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ পুস্তক অনুসরণে আপনার হাজ্জ ও উমরাহ বিনাশ হয়ে যাওয়া কোন অসম্ভব নয়। তাই কেবল মাত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস হতে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ্য বই অনুসরণ করে হাজ্জ ও উমরাহ পালন করার চেষ্টা করুন এবং মনগড়া-বানোয়াটি বই পুস্তক অনুসরণ হতে বিরত থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে সঠিক পথে হিদায়াত দান করুন এবং আমাদের সঠিকভাবে

---

[১০] সহীহুল বুখারী হা/১৫২১।

ইবাদাত করার তাওফীক দিয়ে তা কবূল করে নিন! বদলা হিসাবে আপনার সুন্তষ্টি ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন!

সফরের দু‘আ/دعاء السفر

বাড়ি হতে বের হওয়ার দু‘আ :

প্রসিদ্ধ সাহাবী আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : যে ব্যক্তি বাড়ি হতে বের হওয়ার সময় নিম্নের দু‘আ পাঠ করে শয়তান তখন নিরাশ হয়ে বলে- “আপনি বেঁচে গেছেন এবং এটাই আপনার জন্য যথেষ্ট” এ বলে সে দূরে সরে যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুউয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ : "আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোন শক্তি-সামর্থ নেই।"[১১]

সফরের বাহনে যাত্রা শুরুর দু'আ :

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফরের উদ্দেশ্যে বাহনে আরোহন করতেন তখন এ দু'আ পাঠ করতেন :

اَللهُ اَكْبَرَ اَللهُ اَكْبَرَ اَللهُ اَكْبَرَ، سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا

---

[১১] সুনান আত-তিরমিযী হা/২৭২৪ সহীহ।

وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ .

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার (তিনবার), সুবহানাল্লাযি সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা- কুন্না লাহু মুকরিনীন, ওয়া ইন্না- ইলা রব্বিনা লামুন্কালিবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না- নাস্আলুকা ফী সাফারিনা হাযা আল বিররা ওয়াত্তাকওয়া, ওয়া মিনাল আমালি মা তারযা, আল্লাহুম্মা হাওয়িন 'আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াতবি আন্না বু'দাহ, আল্লাহুম্মা আন্তাস সাহিবু ফিস সাফারি, ওয়াল খালীফাতু ফিল আহ্লি, আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা মিন ওয়া'সাইস

সাফারি ওয়া কাআবাতিল মানযারি, ওয়া সুয়িল মুনকলাবি ফিল মালি ওয়াল আহ্লি।

অর্থ : "আল্লাহু আকবার" (তিনবার), পবিত্র সেই মহান যিনি আমাদের জন্য তাকে বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা তাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রতিপালকের নিকট।" হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই পূণ্য আর তাকওয়ার এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ্য তোমার কাছে চাই, যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ সফরকে সহজসাধ্য করে দাও এবং তার দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই এ সফরে আমাদের সাথী, আর (আমাদের বাড়িতে রেখে আসা) পরিবার পরিজনের তুমি রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ!

আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্ছিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দেখা হতে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়-ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দেখা হতে।”

আর যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটির সাথে নিম্নের শব্দগুলোও পাঠ করতেন :

« آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ».

উচ্চারণ : আ-ইবূনা তা-ইবূনা ‘আ-বিদূনা লিরব্বিনা হা-মিদূনা।

অর্থ : “আমরা (এখন সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি তাওবাহ করতে করতে

ইবাদাতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করতে করতে।"[১২]

[12] সহীহ মুসলিম হা/১৩৪২।

প্রথম অধ্যায়/الباب الأول

تعريف الحج والعمرة وفضلهما و وجوبيتهما

হাজ্জ ও উমরাহ-এর পরিচয়, ফযীলত ও অপরিহার্যতা

تعريف الحج و العمرة

হাজ্জ ও উমরার পরিচয়

হাজ্জ এর শাব্দিক ও شرعا الحج لغة و পারিভাষিক অর্থ/

হাজ্জ আরবী শব্দ (ح) এর উপর জবর দিয়ে (اَلحَجُّ) এবং জের দিয়ে (اَلحِجُّ) দু'নিয়মেই পড়া যায় তবে জরব দিয়ে পড়াই অধিক সঠিক ও প্রসিদ্ধ। اَلحَجُّ এর শাব্দিক অর্থ اَلْقَصْدُ বা ইচ্ছা ও সংকল্প করা।

শরীয়তের পরিভাষায় : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (কা'বা) ও ততসংশ্লিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট ইবাদাত সম্পাদন করাকে হাজ্জ বলা হয়।[১৩]

হাজ্জ এর প্রকারভেদ :

---

[১৩] মুখতাসার আল-ফিকহ আল-ইসলামী পৃঃ ৬৪৭।

সম্পাদন পদ্ধতি হিসাবে হাজ্জ তিন প্রকার। যথা :

১) তামাত্তু ২) কিরান ৩) ইফরাদ।

১) তামাত্তু হাজ্জ : হাজ্জের মাসে (শাওয়াল, যুল কাআদাহ ও যুল হিজ্জার প্রথম দশ দিনে) শুধু উমরার ইহরাম বেঁধে উমরার কাজ সম্পন্ন করে হালাল হয়ে পুণরায় যুল হিজ্জা মাসের ৮ তারিখে মাক্কাহ হতে ইহরাম বেঁধে হাজ্জের কাজ সম্পাদন করাকে তামাত্তু হাজ্জ বলা হয়।

২) কিরান হাজ্জ : এটা দু'ভাবে হাতে পারে :

ক) একই সাথে উমরাহ ও হাজ্জ এর ইহরাম বাঁধা এবং উমরার কাজ শেষ করে হাজ্জের কাজ শুরু করে যুল

হিজ্জার ১০ তারিখে ইহরাম হতে হালাল হওয়া।

খ) প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধবে অতঃপর উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে উমরার ইহরামের সাথে হাজ্জকে শামিল করে নিবে। কিরান হাজ্জকারীকে অবশ্যই কুরবানীর প্রস্তুতি সাথে রাখতে হবে।

৩) **ইফরাদ হাজ্জ :** শুধুমাত্র হাজ্জ এর ইহরাম বেঁধে হাজ্জ এর কার্যাবলী সম্পাদন করে ১০ তারিখে হালাল হওয়াকে ইফরাদ বলা হয়।

হাজ্জের উত্তম নিয়ম : উক্ত তিন প্রকারের যেকোন নিয়মে হাজ্জ সম্পাদন করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে, তবে উত্তম হল তামাত্তু হাজ্জ। বরং তামাত্তু হাজ্জই করা উচিত। কারণ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জে তামাত্তু হাজ্জ করারই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ فَحِلُّوا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

"আমার এখনকার অবস্থা যদি আগেই অবগত হতাম তাহলে কুরবানীর পশু প্রেরণ করতাম না অতএব তোমরা হালাল হয়ে যাও। [সাহাবীরা (রা.) বললেন] অতঃপর আমরা (তামাত্তু হজ্জের জন্য উমরার কাজ সম্পাদন করে) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশে হালাল হয়ে গেলাম এবং তাঁর

আদেশ শ্রবণ করলাম ও মেনে নিলাম।[১৪] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন :

يا ال محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حج

"হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসারীরা তোমাদের মধ্যে কেউ হাজ্জের নিয়্যাত করলে সে যেন তার হাজ্জে (প্রথমে) উমরার ইহরাম বাঁধে।[১৫]

সাহাবীগণ যখন কিরান হাজ্জ ভঙ্গ করে তামাত্ত হাজ্জ করতে ইতস্তবোধ করছিল তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো কঠিনভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

---

[১৪] সহীহ মুসলিম হা/২৯৩৫, ২৯৩৬, ২৯৩৭, সমর্থবোধক হাদীস সহীহুল বুখারীতেও রয়েছে দ্রঃ হা/১৫৬৪-১৫৬৮ ও ৭২২৯, ৭২৩০।

[১৫] সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৪৬৯।

....فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلا× أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لا× يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا

"....তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : তোমাদের যা নির্দেশ দিয়েছি তাই কর, আমি যদি কুরবানীর পশু প্রেরণ না করতাম তাহলে তোমাদেরকে যা নির্দেশ দিয়েছি আমিও তাই করতাম, কিন্তু আমি কুরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হতে পারছি না তাই বাধ্য হয়ে আমাকে কিরান করতে হচ্ছে। অতঃপর সাহাবীগণ (যারা সাথে কুরবানীর পশু আনেননি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর

নির্দেশে তারা) কিরান ভঙ্গ করে তামাত্ত হাজ্জ করলেন।[১৬]

অতএব তামাত্তু হাজ্জ শুধু উত্তমই নয় বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কঠিন নির্দেশের আলোকে তামাত্তুই করা উচিত।[১৭] এছাড়াও তামাত্তু হজ্জে উমরাহ হতে হালাল হয়ে ৮ তারিখ এর পূর্ব পর্যন্ত ইহরাম মুক্ত জীবন-যাপন করা যায় এটা হাজীদের জন্য সহজতর বিষয়।

উমরাহ এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ/ العمرة لغة و شرعًا:

العمرة/ উমরাহ আরবী শব্দ, আভিধানিক অর্থ হল : الزيارة বা পরিদর্শন করা, অর্থাৎ

---

[১৬] সহীহুল বুখারী হা/১৫৬৮।

[১৭] দ্রঃ হাজ্জাতুন্নাবী ﷺ লিল আলবানী, পৃঃ ১০-২০।

ইবাদাত পালনের নিমিত্যে বাইতুল্লাহ (কাবা) পরিদর্শন করা।[১৮]

শরীয়তের পরিভাষায় : আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণে বিশেষ পদ্ধতিতে কাবায় তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ায় সাঈ এবং মাথা নেড়া বা চুল ছোট করার মাধ্যমে ইবাদাত সম্পাদন করাকে উমরাহ বলা হয়।[১৯]

فضل الحج و العمرة
হাজ্জ ও উমরার ফযীলত

[১৮] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ২/২৭৪ পৃঃ।
[১৯] মুখতাসার আল-ফিকহ আল-ইসলামী, পৃঃ ৬৬৭।

الحج/হাজ্জ একটি অতি ফযীলতপূর্ণ ইবাদাত। যেমন :

≅ হাজ্জ পালনে অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যায় :

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ مَنْ حَجَّ للهِ÷ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

সাহাবী আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি শুনেছি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাজ্জ সম্পাদন করবে এবং কোনরূপ অশ্লীলতা ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে না, সে ঐ দিনের ন্যায় নিস্পাপ হয়ে ফিরে

আসে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দান করেছে।[২০]

≌ **হাজ্জ সর্বত্তোম ইবাদাত :**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

সাহাবী আবূ হুরায়রাহ (রা.) বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বত্তোম আমল/ইবাদাত কোনটি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, জিজ্ঞাসা করা হল : অতঃপর

---

[২০] সহীহুল বুখারী হা/১৫২১, সহীহ মুসলিম হা/৮৩।

কোনটি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবার জিজ্ঞাসা করা হল অতঃপর কোনটি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : হাজ্জ মাবরুর অর্থাৎ আল্লাহর কাছে গৃহীত হাজ্জ।[২১]

≅ হাজ্জ এর প্রতিদান জান্নাত :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

---

[২১] সহীহুল বুখারী হা/১৫১৯, সহীহ মুসলিম হা/১৩৫০।

সাহাবী আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : এক উমরাহ অপর উমরাহ পর্যন্ত উভয়ের মাঝে কৃত অপরাধের কাফফারা স্বরূপ এবং মাবরুর (গৃহীত) হাজ্জ এর সরাসরি প্রতিদান হল জান্নাত।[২২]

≅ হাজ্জ নারীদের জন্য উত্তম জিহাদ :

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا× لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

উম্মুল মু'মিনিন আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : হে আল্লাহর রাসূল আমরা জানি

[২২] সহীহুল বুখারী হা/১৭৭৩, সহীহ মুসলিম হা/১৩৪৯।

জিহাদ উত্তম আমল, অতএব আমরা কি জিহাদ করব না? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, না, বরং উত্তম জিহাদ হল হাজ্জ মাবরুর অর্থাৎ আল্লাহর নিকট গৃহীত হাজ্জ।[২৩]

≅ হাজ্জ জাহান্নাম হতে মুক্তির মাধ্যম :

عَائِشَةُ قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ ....

আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আরাফা দিবসের চেয়ে আর কোন দিন এত

---

[২৩] সহীহুল বুখারী হা/১৫২০।

বেশী সংখ্যক মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম হতে মুক্তি দেন না। এবং তিনি নিকটতম আসমানে এসে ফেরেস্তাদের সাথে এব বিষয়ে গর্ববোধ করেন.... ।[২৪]

উমরাহ এর ফযীলত : হাজ্জ এর ন্যায় উমরার একটি অতি ফযীলতপূর্ণ ইবাদাত যেমন হাদীসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

সাহাবী আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

[২৪] সহীহ মুসলিম হা/১৩৪৮।

বলেন : এক উমরাহ অপর উমরাহ পর্যন্ত উভয়ের মাঝে কৃত অপরাধের কাফফারা স্বরূপ।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন :

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

তোমরা হাজ্জ ও উমরাহ পালন করতে থাক, কেননা হাজ্জ ও উমরাহ দারিদ্রতা ও অপরাধকে দূর করে দেয় যেমন কামারের হাপার লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের আবজর্ন দূর করে দেয়।[২৫]

وجوب الحج والعمرة

[২৫] তিরমীযী হা/৮০৭, সহীহ।

হাজ্জ ও উমরার অপরিহার্যতা

হাজ্জ ও উমরাহ সামর্থ্যবানের জন্য জীবনে একবার পালন করা অপরিহার্য। একবারের অধিক হলে তা নফল বলে গণ্য হবে। তবে নফল হাজ্জ বা উমরাহ শুরু করলে তা পূর্ণ করা অপরিহার্য হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ সূচকভাবে বলেন : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه

"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হাজ্জ ও উমরাহ সম্পূর্ণ কর।"[২৬]

অনুরূপ হাজ্জ ও উমরাহ মানত করলে তা পালন করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

---

[২৬] সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৬।

কুরআন, সুন্নাহ এবং সর্বসম্মতিক্রমে হাজ্জ পালন করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

"আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের পালনীয় কর্তব্য হল : যে ব্যক্তি (কাবা) গৃহ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে সে যেন বায়তুল্লায় হাজ্জ সম্পাদন করে। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর প্রতি সামান্যতমও মুখাপেক্ষী নন।"[২৭]

অসংখ্য হাদীসে হাজ্জের অপরিহার্যতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

---

[২৭] সূরা আলু-ইমরান : ৯৭।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ε بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত : (১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, আরো সাক্ষ্য প্রদান করা যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। (২) সালাত কায়িম করা, (৩) যাকাত প্রাদান করা (৪)

বায়তুল্লাহে হাজ্জ সম্পাদন করা এবং (৫) রামাযানের সিয়াম পালন করা।[২৮]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ « أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ». فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهصلى الله عليه و سلم « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ .

সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে ভাষণ প্রদান কালে বললেন : হে মানব সকল তোমাদের উপর হাজ্জ ফরয করা হয়েছে অতএব হাজ্জ পালন কর। জনৈক

[২৮] সহীহুল বুখারী হা/৮, সহীহ মুসলিম হা/১১৩।

ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন : প্রতি বছরই হাজ্জ পালন করতে হবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন উত্তর না দিয়ে চুপ তাকলেন। প্রশ্ন কারী তিন বার প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তাহলে (প্রতিবছরই) ওয়াজিব হয়ে যেত, কিন্তু তোমরা পালন করতে পারতা না।[২৯]

কুরআন ও হাদীসের দলীলের আলোকে হাজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম সমাজ সকলেই ঐকমত্য পোষন করেছেন।

সামর্থ্যবানদের জন্য উমরাহ পালনে বিভিন্ন মত থাকলেও সঠিক দলীল প্রমাণের আলোকে সাব্যস্ত হয় যে, জীবনে একবার উমরা হপালন করা ওয়াজিব। দলীল সমুহ নিম্বরূপ :

---

[২৯] সহীহ মুসলিম হা/৩২৫৭।

উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রা) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে রাসূলুল্লাহ! নারীদের উপরও কি জিহাদ অপরিহার্য? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : হ্যাঁ তাদের উপর এমন জিহাদ অপরিহার্য যাতে কোন কিতাল নেই অর্থাৎ হাজ্জ ও উমরাহ।[৩০]

এ হাদীসে প্রমাণিত হয় উমরার হাজ্জের ন্যায় অপরিহার্য ইবাদাত।

সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে জিবরীল ইবনু খুযাইমাহ ও দারাকুত্বনীর সহীহ সনদে বর্ণিত ঃ

قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أن تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تحج البيت و تعتمر و

[৩০] মুসনাদ আহমাদ হা/২৫৩২২, ইবনু মাজাহ হা/২৯০১, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ হা/৩০৭৪, দারাকুত্বনী হা/২১৫।

تغتسل من الجنابة و تتم الوضوء و تصوم رمضان ،

"ইসলাম হল সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হাজ্জ সম্পাদন করা, উমরাহ পালন করা, অপবিত্রতা হতে ফরয গোসল করা, পরিপূর্ণভাবে অযূ করা এবং রামাযানের রোযা রাখা।[৩১]

সাহাবী আবূ রাযী (রা) বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললামঃ আমার পিতা অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে হাজ্জ-উমরাহ পালনে এমনকি বাহনে চড়তেও অক্ষম,

[৩১] সহীহ ইবনে খুযাইমাহ হা/৩০৬৫, সহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭৩, দারাকুত্বনী হা/২০৭, ইরউয়াউল গালীল হা/৩।

এমতাবস্থায় কি করার? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তোমার পিতার পক্ষ হতে হাজ্জ ও উমরাহ সম্পাদন কর।[৩২]

উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহ হতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যাক্তিকে জীবনে একবার উমরাহ সম্পাদন করা ওয়াজিব। অবশ্য হাজ্জ এর সাথে উমরাহ করলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

হাজ্জ ও উমরার মাঝে পার্থক্য :

হাজ্জ ইসলামের একটি অন্যতম রোকন, আর উমরাহ রোকন নয় বরং একটি ওয়াজিব ইবাদাত। হাজ্জ একটি নির্দিষ্ট সময়ে পালন করতে হয়, কিন্তু উমরাহ বছরের সব সময়

[৩২] সুনান তিরমিযী হা/৯৩০, (সহীহ)।

পালন করা যায়। তামাত্তু ও কিরাণ হাজ্জ করলে উমরাহ আদায় হয়ে যায়, পক্ষান্তরে উমরাহ করলে হাজ্জ আদায় হয় না।

অতএব উমরাহ ওয়াজিব হলেও হাজ্জ এর গুরুত্ব উমরাহ এর চেয়ে বহুগুনে বেশী। এজন্য সামর্থ্যবান ব্যক্তি হাজ্জ পালনে অবহেলা করলে তার ঈমান টিকে থাকাও কঠিন হয়ে যায়।

আমীরুল মু'মিনীন ওমার (রাঃ) বলেনঃ

لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين.

"আমর ইচ্ছা হয় যে, কিছু সংখ্যক লোককে রাজ্যের শহর গুলোতে প্রেরণ করি। তারা (খুঁজে খুঁজে) দেখুক ঐ সমস্ত লোককে যারা হাজ্জ পালনে সামর্থ্যবান হওয়া সত্যেও

হাজ্জ পালন করেনি তাদের উপর তারা জিযিয়া বা কর অপরিহার্য করে দিবে। কেননা তারা মুসলমান নয়। তারা মুসলমান নয়।"[৩৩]

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে :

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ليمت يهوديا أو نصرانيا يقولها ثلاث مرات رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله .

"সে ইয়াহুদী হয়ে মরুক অথবা খৃষ্টান হয়ে মরুক, এভাবে তিন বার বললেন, অতঃপর বললেনঃ যে হাজ্জ পালন না করেই মারা গেল, অথচ সে সামর্থ্যবান ছিল এবং তার পথও সুগম ছিল।"[৩৪]

---

[৩৩] সুনান ইবনে মানসুর (সহীহ), তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৬৩১ পৃঃ।

[৩৪] সুনান বায়হাকী হা/৮৯২৩, সহীহ-তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৬৩১ পৃঃ,

সুতরাং যার উপর হাজ্জ ফরয হয়েছে তার অলসতা ও অবহেলা বর্জন করে সময়মত ফরয আদায় করা উচিত। কারণ কখন কার মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠবে তা আমরা কেউ জানি না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ.

"তোমরা ফরয হাজ্জ পালনের জন্য তাড়াতাড়ি কর, কেননা তোমাদের কেউ একথা জানে না যে, তার ভাগ্যে কি ঘটে যেতে পারে।"[৩৫]

وحسنه الالباني في الضعيفة رقم : ٤٦٤١

[৩৫] মুসনাদ আহমাদ, হাসান- হা/২৮৬৯, সহীহ আল-জামি হা/২৯৫৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়/الباب الثاني

شروط الحج والعمرة وأركانهما وواجباتهما ومستحباتهما

হাজ্জ ও উমরার শর্ত, রোকন, ওয়াজিব ও সুন্নাত-মুস্তাহাব

شروط الحج والعمرة

হাজ্জ ও উমরার শর্তসমূহ

হাজ্জ ইসলামের পঞ্চম রোকন যা ফরয ইবাদাত, কিন্তু উমরাহ ইসলামের রোকন না হলেও তা পালন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ সামর্থ্যবান ব্যক্তি পালন না করলে অবশ্যই গুনাহগার হবে। এখন প্রশ্ন, হাজ্জ ও উমরাহ পালনের অপরিহার্যতা কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

আমরা উত্তরে বলব : হাজ্জ ও উমরাহ অপরিহার্য হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে এ শর্তগুলো যার মধ্যে বিদ্যমান তার জন্য হাজ্জ ও উমরাহ পালন করা অপরিহার্য। শর্তসমূহ সর্বমোট ছয়টি যা নিম্নরূপ :

≌ **প্রথম শর্ত : মুসলিম হওয়া।** হাজ্জ ও উমরাহ পালনের প্রথম শর্ত হল মুসলিম হওয়া, অতএব কোন কাফির অমুসলিম ব্যক্তি হাজ্জ ও উমরাহ পালন করার পর মুসলিম হলে এবং সামর্থ্য থাকলে তাকে পুনরায় ফরয হাজ্জ ও উমরাহ পালন করতে হবে। কারণ মুসলিম না হওয়ার কারণে তার হাজ্জ ও উমরাহ গ্রহণযোগ্য হবে না।[৩৬]

---

[৩৬] তাব্সীরুন্ নাসিক, পৃঃ ২২-২৪।

≌ **দ্বিতীয় শর্ত : জ্ঞানবান ও বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া।** সুতরাং কোন পাগল ও বোধশক্তিহীন ব্যক্তির উপর হাজ্জ-উমরাহ পালন করা অপরিহার্য নয়। পাগল অবস্থায় হাজ্জ-উমরাহ পালন করলে তা যথেষ্ট হবে না। সাহাবী আলী (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"তিন শ্রেণী মানুষের কোন ত্রুটি লিখা হয় না : ঘুমন্ত ব্যক্তির যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, অপ্রাপ্ত বাচ্চা যতক্ষণ না প্রাপ্ত বয়স্ক হয় এবং পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ না পাগলামী ভাল হয়।"[৩৭]

[৩৭] সুনান আবূ দাউদ হা/৪৪০৩ (সহীহ)।

অতএব পাগলামী ভাল হওয়ার পর পূর্ণ সামর্থ্যবান হলে তাকে অবশ্যই হাজ্জ ও উমরাহ পালন করতে হবে।

≅ **তৃতীয় শর্ত : প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।** কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছোট বাচ্চার উপর হাজ্জ-উমরাহ ফরয নয়। তবে এ অবস্থায় হাজ্জ ও উমরাহ পালন করলে নফল হিসাবে গণ্য হবে এবং যে করাবে সেও সাওয়াব পাবে। প্রসিদ্ধ সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন :

رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ

"জনৈক মহিলা সাহাবী তার ছোট বাচ্চাকে তুলে ধরে বলছেন : হে রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাচ্চার কি হাজ্জ হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) বললেন হাঁ হবে এবং তুমিও সাওয়াব পাবে।"[৩৮]

অবশ্য প্রাপ্ত বয়স্ক হলে এবং পূর্ণ সামর্থ্যবান হলে এ হাজ্জ-উমরাহ যথেষ্ট হবে না, তাকে পুনরায় ফরয হাজ্জ-উমরাহ পালন করতে হবে। প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন :

اِحْفَظُوْا عَنِّيْ وَلاَ تَقُوْلُوْا قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِه„ أَهْلُه" ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِه„ أَهْلُه" صَبِيًّا ثُمَّ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ حِجَّةُ الرَّجُلِ

---

[৩৮] সহীহ মুসলিম হা/৩২৫৪।

"আমার কাছ থেকে শিখে নাও কিন্তু মনে কর না যে ইবনে আব্বাস বলেছে (বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :) কোন কৃতদাসকে যদি তার মালিক হাজ্জ করায় অতঃপর তাকে আযাদ করে দেয়া হয়, তাহলে (সামর্থ্যবান হলে) তাকে পুনরায় ফরয হাজ্জ পালন করতে হবে। কোন ছোট বাচ্চাকে যদি তার অভিভাবক ছোট অবস্থায় হাজ্জ করায় অতঃপর সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাহলে (সামর্থ্যবান হলে) তাকে পুনরায় ফরয হাজ্জ পালন করতে হবে।"[৩৯]

≌ **চতুর্থ শর্ত : স্বাধীন হওয়া।** কোন কৃতদাস যদি হাজ্জ-উমরাহ পালন করে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। অবশ্য স্বাধীন হলে এবং পূর্ণ সামর্থ্য থাকলে পুনরায় ফরয হাজ্জ-

---

[৩৯] মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বাহ, হা/১৪৮৭৫ (সহীহ), বায়হাকী (৪/৩২৫)।

উমরাহ পালন করতে হবে। দলীল প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এর "কৃতদাস ও ছোট বাচ্চা" সম্পর্কিত পূর্বে বর্ণিত হাদীস।

≅ পঞ্চম শর্ত : শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

"যারা বায়তুল্লাহ (কাবায়) পথ অবলম্বনে সক্ষম আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য বায়তুল্লাহর হাজ্জ সম্পদান করা ফরয।"[৪০]

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি শারীরিকভাবে সুস্থ এবং বায়তুল্লাহয় হাজ্জ সম্পাদনে যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের যাবতীয় ব্যায়ভার বহনে

[৪০] সূরা আল- ঈমরান : ৯৭।

আর্থিকভাবে সক্ষম হয় এবং পূর্বের শর্তগুলো তার মাঝে পাওয়া যায়, তাহলে তার উপর হাজ্জ-উমরা পালন করা ফরয।[৪১]

অতএব যদি কেউ শারীরিক সামর্থ্য রাখে কিন্তু অর্থনৈকিত সামর্থ্য নেই এমন ব্যক্তির উপর হাজ্জ-উমরাহ ফরয নয়। আবার যদি কেউ আর্থিকভাবে সামর্থ্য রাখে কিন্তু অতিবৃদ্ধ হওয়ায় অথবা এমন অসুস্থ যার সুস্থতা আশা করা যায় না ফলে শারীরিকভাবে হাজ্জ-উমরাহ পালনে অক্ষম তাহলে অবশ্যই তার পক্ষ হতে হাজ্জ-উমরাহ করাতে হবে। সাহাবী আবূ রাযীন আল ওকাইলী (রা.) হতে বর্ণিত :

[৪১] আল-আহকাম লি হাজ্জি বাইতিল্লাহিল হারাম, পৃঃ ২৩; ফাতাওয়া আল-হাজ্জ ওয়াল উমরাহ ওয়া যিয়ারাহ পৃঃ ১৭ ।

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

"একদা তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলেন এবং বললেন : হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "আমার পিতা অতিবৃদ্ধ ফলে তিনি হাজ্জ ও উমরাহ পালনে এবং সফরে বের হতে (শারীরিকভাবে) অক্ষম। (অতএব কী করণীয়?) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হাজ্জ ও উমরাহ পালন কর।"[৪২]

[৪২] সুনান তিরমিযী হা/৯৩০ (সহীহ)।

সাহাবী ফযল বিন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন :

جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يُقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ.

"বিদায় হাজ্জের বছরে খাসআম গোত্রের এক মহিলা সাহাবী নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন : হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর পক্ষ হতে যখন হাজ্জ ফরয হল তখন আমার পিতা এত অতিবৃদ্ধ যে তিনি বাহনে বসে থাকতে পারেন না, এমতাবস্থায় তার পক্ষ হতে আমি হাজ্জ পালন করলে কি তার হাজ্জ আদায়

হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : হাঁ হয়ে যাবে।"[৪৩]

অনুরূপ কোন সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি হাজ্জ না করেই মারা যায় তাহলে তার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ দিয়ে তার পক্ষ হতে হাজ্জ পালন করতে হবে। সাহাবী বুরাইদাহ বিন হুসাইব (রা.) হতে বর্ণিত :

أَنَّ اِمْرَأَةً مَاتَتْ أُمُّها سَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّى عَنْهَا.

"জনৈক মহিলা সাহাবীর মা মারা গেলে তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-

---

[৪৩] সহীহুল বুখারী হা/১৮৫৪; সহীহ মুসলিম হা/৩২৫২।

কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার মা মারা গেছেন কিন্তু তিনি কখনও হাজ্জ করেননি, অতএব আমি কি তার পক্ষ হতে হাজ্জ করতে পারব? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : হাঁ, তোমার মায়ের পক্ষ হতে তুমি হাজ্জ কর।[৪৪]

≅ **ষষ্ঠ শর্ত : মেয়ে মানুষের জন্য মাহরাম ব্যক্তি পাওয়া।** পূর্বোক্ত পাঁচটি শর্ত কোন পুরুষ ব্যক্তির মাঝে পাওয়া গেলে তার উপর হাজ্জ ও উমরাহ পালন করা ফরয, কিন্তু মেয়ে মানুষের জন্য ফরয নয় যতক্ষণ না ছয় (৬) নং শর্ত পূরণ হয়। অর্থাৎ একজন উপযুক্ত মাহরাম ব্যক্তি পাওয়া যায়। কারণ মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া মেয়েদের জন্য সফর করা নিষিদ্ধ। সাহাবী

---

[৪৪] সহীহ মুসলিম হা/২৬৯৭।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ ؟ فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا .

"কোন মহিলা মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করতে পারবে না, এবং কোন মহিলার কাছে মাহরাম ব্যক্তি না থাকা অবস্থায় কোন পুরুষও যেতে পারবে না। এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করে বসলেন : হে রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি অমুক যুদ্ধে যেতে চাই,

আবার আমার স্ত্রী হাজ্জে যেতে চায়? তিনি বললেন : তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে (মাহরাম হিসেবে) হাজ্জে যাও।"[৪৫]

সুতরাং মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া যুবতী ও বৃদ্ধা সকল মহিলার সফর করা নিষিদ্ধ বা হারাম। মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া কেউ হাজ্জ করলে হাজ্জ হয়েগেলেও সে অপরদিকে হারাম বা নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে বড় গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে মাহরাম ব্যক্তি না পাওয়াতে তার আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য থাকলেও হাজ্জ ফরয হবে না।[৪৬]

মাহরাম হল স্বামী এবং ঐসকল পুরুষ যারা সর্বাবস্থায় তার জন্য (বিবাহ বন্ধনে)

---

[৪৫] সহীহুল বুখারী হা/১৮৬২; সহীহ মুসলিম হা/৩২৭২।

[৪৬] তাব্‌সীরুন্‌ নাসিক- পৃঃ ২৭; ফাতাওয়া আল-হাজ্জ ওয়াল উমরাহ পৃঃ ১৩।

হারাম। তারা হতে পারে রক্তসূত্রে যেমন পিতা, পুত্র, নিজের ভাই, আপন চাচা ও মামা। দুগ্ধ পানের সূত্রে যেমন দুগ্ধ পিতা, দুগ্ধ পুত্র, দুগ্ধ ভাই, দুগ্ধ চাচা ও দুগ্ধ মামা। বৈবাহিক সূত্রে যেমন- শশুর, স্বামীর অন্য ছেলে, মায়ের দ্বিতীয় স্বামী এবং মেয়ের স্বামী।[৪৭] এছাড়া অন্য সকল পুরুষ মাহরাম নয়, ফলে তাদের সাথে সফর ও হাজ্জ-উমরা পালন বৈধ হবে না। এরপরও কেউ অপকৌশলের আশ্রয় নিলে সে হাজ্জ এজেন্ট এবং মহিলা উভয়ই স্বীয় ভুমিকা অনুপাতে গুনাহগার হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

[৪৭] তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ২৮।

أركان الحج والعمرة

হাজ্জ ও উমরার রোকনসমূহ

হাজ্জ-উমরার ঐসকল কাজকে রোকন বলে যা ছাড়া হাজ্জ-উমরাহ সম্পন্ন হবে না এবং ঐসকল কাজের কোন বিকল্প পথও নেই। রোকন ছুটে গেলে হাজ্জ বা উমরাহ বাতিল বলে গণ্য হবে ফলে আবার নতুন করে আদায় করতে হবে।

উমরার রোকন তিনটি :

(১) ইহরাম বাঁধা, (২) তাওয়াফ করা, (৩) সাঈ করা।

হাজ্জ এর রোকন চারটি :

(১) ইহরাম বাঁধা, (২) আরাফায় অবস্থান করা, (৩) তাওয়াফে ইফাযাহ বা যিরারা করা, (৪) সাঈ করা।

রোকনসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ, বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

≌ ইহরাম বাঁধা :

উমরাহ বা হাজ্জ এর জন্য অন্তরে নিয়্যাত করা এবং মুখে তালবিয়াহ পাঠ শুরু করাকে ইহরাম বলা হয়। উমরার জন্য নির্ধারিত মীকাত হতে ইহরাম বাঁধতে হবে। আর হাজ্জ এর জন্য- হাজ্জে কিরান ও ইফরাদ হলে মীকাত হতে এবং তামাত্তু হাজ্জ হলে ৮ই যুল হিজ্জায় স্বীয় অবস্থান স্থল হতে ইহরাম বাঁধতে হবে।

≌ তাওয়াফ করা :

কাবা ঘরের চতুর্দিকে সাত চক্কর প্রদক্ষিণ করা এবং শেষে দু'রাকআত সালাত আদায় করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}

"তারা যেন প্রাচীন গৃহ (কাবায়) তাওয়াফ করে।"[৪৮]

অতএব তাওয়াফ হাজ্জ ও উমরার একটি ফরয কাজ। উমরার প্রথম কাজ হল কাবায় তাওয়াফ করা, আর হাজ্জের জন্য ১০ তারিখে যে তাওয়াফ করা হয়, এটাকে তাওয়াফে ইফাযাহ বা তাওয়াফে যিয়ারাহ বলা হয়।

≌ **সাঈ করা :**

সাফা পর্বত হতে মারওয়া পর্বত (এক চক্কর) এবং মারওয়া হতে সাফা (এক চক্কর) এরূপ সাত চক্কর সাঈ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}

---

[৪৮] সূরা আল-হাজ্জ : ২৯।

"নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম।"[৪৯]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِسْعَوْا فَإِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ"

"হে মানব সকল তোমরা (সাফা-মারওয়ায়) সাঈ কর, কেননা সাঈ করা তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছে।"[৫০]

আয়িশা (রা.) বলেন :

مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ مَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

---

[৪৯] সূরা আল-বাকারাহ : ১৫৮।

[৫০] সুনান দারাকুত্বনী- ২/২৫৫, বাইহাকী- ৫/৯৭ সহীহ; দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/১০৭২।

“সাফা ও মারওয়ায় সাঈ না করলে আল্লাহ তা'আলা কারো হাজ্জ ও উমরাহকে পূর্ণ করে দেন না।”[৫১]

অতএব সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করা হাজ্জ ও উমরার একটি ফরয কাজ। উমরার জন্য তাওয়াফের পরই সাঈ করতে হয়। আর তামাত্তু হাজ্জে ১০ তারিখে তাওয়াফে ইফাযার পর সাঈ করা ফরয এবং ঈফরাদ ও কিরান হাজ্জে তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ না করলে ১০ তারিখে তাওয়াফে ইফাযার পরে অবশ্যই সাঈ করতে হবে, আর তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ করা থাকলে সেটাই হাজ্জের সাঈ হিসেবে যথেষ্ট হবে।[৫২]

---

[৫১] সহীহুল বুখারী হা/১৭৯০, সহীহ মুসলিম হা/৩০৮০।

[৫২] তাব্সীরুন নাসিক- পৃঃ ৩১।

উপর্যুক্ত তিনটি রোকন উমরাহ ও হাজ্জ উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। আর হাজ্জের জন্য বিশেষ রোকন হল আরাফায় অবস্থান করা।

≅ আরাফায় অবস্থান করা :

৯ই যুলহিজ্জায় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করার মূল সময়। এটা হাজ্জের অন্যতম ফরয কাজ। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন : (الْحَجُّ عَرَفَةُ) "আরাফায় অবস্থানই হল হাজ্জ।"[৫৩]

যথাসময়ে অবস্থান করতে না পারলে রাতে ফজরের পূর্বে অবস্থান করতে পারলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে।[৫৪]

[৫৩] সুনানে আরবাআহ, ইবনু মাজাহ হা/৩০১৫, সহীহ।
[৫৪] প্রাগুক্ত।

واجبات الحج والعمرة
হাজ্জ ও উমরার ওয়াজিবসমূহ

হাজ্জ ও উমরার ঐসব কাজকে ওয়াজিব বলে যা পালন করা আবশ্যক। যদি ছুটে যায় তাহলে (কাফফারা স্বরূপ) দম (কুরবানী) দেয়া আবশ্যক হয়ে যায়। দম দাতা ঐ দম বা কুরবানীর গোসত খেতে পারবে না বরং হারামের (মাক্কার) ফকীর-দরিদ্রদেরকে খাওয়াবে। সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন :

"مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ, شَيْئاً، أَوْ تَرَكَه" فَلْيَهْرِقْ دَماً

যে ব্যক্তি তার হাজ্জ বা উমরার কোন (ওয়াজিব) কাজ ভুলে গেছে অথবা ছেড়ে

দিয়েছে সে যেন রক্ত প্রবাহিত (কুরবানী) করে।"[৫৫]

≌ **উমরার ওয়াজিব দু'টি :**

(১) নির্দিষ্ট মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা ও

(২) মাথা নেড়া অথবা চুল ছোট করে হালাল হওয়া।

≌ **হাজ্জ-এর ওয়াজিব সাতটি :**

(১) নির্দিষ্ট মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা,
(২) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা,
(৩) মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা,

---

[৫৫] মুয়াত্তা ইমাম মালিক (১/৪১৯) (সহীহ); দ্রঃ তাব্সীরুন নাসিক পৃঃ ৩৪।

(৪) ১০ তারিখে বড় স্থানে (৭টি) এবং ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে তিনটি স্থানে (২১টি করে) পাথর নিক্ষেপ করা,

(৫) ১০ তারিখে মাথা নেড়া অথবা চুল ছোট করে হালাল হওয়া,

(৬) ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের রাত মিনায় যাপন করা ও

(৭) বিদায় তাওয়াফ করা।

ওয়াজিবসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ, বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

≌ নির্দিষ্ট মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা :

হাজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা ফরয, কিন্তু যে মীকাত অতিক্রম করে বাইতুল্লাহ যাবে সেই মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

নিজে মীকাত হতে ইহরাম বেঁধেছেন[৫৬] এবং তিনি বলেন :

هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

"....মীকাতের নির্দিষ্ট স্থানসমূহ সেখানকার মানুষের জন্য এবং যারা সেদিক দিয়ে আসবে তাদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান যারা হাজ্জ ও উমরার ইচ্ছা পোষণ করবে...।[৫৭]" মীকাত হতে ইহরাম না বাঁধলে মীকাতে ফিরে গিয়ে ইহরাম বাঁধবে, নচেত দম ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৫৮]

≌ মাথা নেড়া অথবা চুল ছোট করে হালাল হওয়া :

---

[৫৬] সহীহুল বুখারী হা/১৫৫২, সহীহ মুসলিম হা/২৮২১।

[৫৭] সহীহুল বুখারী হা/১৮৪৫, সহীহ মুসলিম হা/২৮০৪।

[৫৮] খালিসুল জুমান পৃঃ ৬০।

উমরার তাওয়াফ এবং সাঈ শেষ করার পর পুরুষের মাথা নেড়া করে অথবা সমস্ত মাথার চুল ছোট করে এবং নারীদের চুলের অগ্রভাগ আঙ্গুলের মাথার পরিমাণ কেটে হালাল হওয়া ওয়াজিব। পুরুষদের জন্য মাথা নেড়া করা অধিক ফযিলতপূর্ণ। হাজ্জের ক্ষেত্রে ১০ তারিখে বড় স্থানে ৭টি পাথর নিক্ষেপ করে কুরবানী করার পর মাথা নেড়া বা চুল ছোট করা ওয়াজিব।

≌ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা :

হাজ্জে আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরয, কিন্তু সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জে সূর্য পূর্ণভাবে অস্ত

যাওয়া পর্যন্ত অবস্থান করেছেন[৫৯], এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন :

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ .

"আমার মনে হচ্ছে আমি এবার হাজ্জ করার পর আর হাজ্জ করার সুযোগ পাব না অতএব তোমরা আমার কাছে তোমাদের হাজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও।"[৬০] সুতরাং সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। আগেই বের হলে দম ওয়াজিব হয়ে যাবে।

≅ মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

[৫৯] সহীহ মুসলিম হা/২৯৫০।

[৬০] সহীহ মুসলিম হা/৩১৩৭।

{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}

"যখন তোমরা আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরুল হারাম (মুযদালিফায়) আল্লাহর যিকর বা স্মরণ কর।"[৬১]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করেছেন। শুধুমাত্র অসুস্থ নারী এবং ছোট বাচ্চাদের অর্ধরাত্রি যাপনের পর মিনায় যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[৬২]

অতএব সুস্থ-সবল ব্যক্তিদের মুযদালিফায় ফজর পর্যন্ত রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব, আর অসুস্থ মহিলা ও ছোট বাচ্চারা প্রয়োজন মনে

[৬১] সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৮।

[৬২] সহীহুল বুখারী হা/১৬৭৬ ও ১৬৭৭; সহীহ মুসলিম হা/৩১২৬ ও ৩১৩০।

করলে অর্ধরাত্রির পর মুযদালিফা ত্যাগ করতে পারে।

≌ ১০ তারিখে বড় স্থানে এবং ১১, ১২, ও ১৩ তারিখে তিনটি স্থানে পাথর নিক্ষেপ করা :

১০ তারিখে শুধু বড় স্থানে ৭টি পাথর মারা, সকাল হতে সারাদিন মারতে পারে। আর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে সূর্য ঢলার পর হতে সারাদিন তিনটি স্থানে (৩ ^ ৭) ২১টি পাথর নিক্ষেপ করা। সাহাবী জাবের (রা.) বলেন :

رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ .

"নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১০ তারিখ সকালে পাথর নিক্ষেপ করেছেন,

আর পরের দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পাথর নিক্ষেপ করেছেন।[৬৩]"

সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উমার (রা.) বলেন :

كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا

"আমরা (১১, ১২ ও ১৩ তারিখে) সময় অপেক্ষা করতাম; অতঃপর যখন সূর্য ঢলে যেত তখন পাথর নিক্ষেপ করতাম।[৬৪]"

অতএব পরের দিনগুলোতে পাথর নিক্ষেপের সময় হল সূর্য ঢলার পর। সময়ের আগেই মারলে ওয়াজিব পালন হবে না। ফলে পুনরায় সঠিক সময়ে মারতে হবে নতুবা দম ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৬৫]

---

[৬৩] সহীহ মুসলিম হা/৩১৪১।

[৬৪] সহীহুল বুখারী হা/১৭৪৬।

[৬৫] ফাতাওয়া আল-হাজ্জ ওয়াল উমরাহ পৃঃ ১১৩।

যদি কেউ পাথর নিক্ষেপে অক্ষম হয় তাহলে তার পক্ষ হতে অন্যজন পাথর মারলে আদায় হয়ে যাবে। সাহাবী জাবির (রা.) বলেন : "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে হাজ্জ করছিলাম তখন আমাদের সাথে নারী ও শিশুরা ছিল, আমরা শিশুদের পক্ষ হতে তালবিয়া পাঠ করতাম এবং পাথর নিক্ষেপ করতাম।[৬৬]

≌ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের রাত মিনায় যাপন করা :

১১, ১২ ও ১৩ তারিখের রাতগুলো নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনায় যাপন করেছেন, তাই উক্ত রাতগুলো মিনায় যাপন করা ওয়াজিব। কেউ যদি ১২ তারিখ পাথর

---

[৬৬] সুনান ইবনে মাজাহ হা/ ৩০৩৮; তাহকীক ওয়াল ইযাহ পৃঃ ৬৩।

নিক্ষেপ করে চলে আসতে চায়, তাহলে কমপক্ষে ১১ ও ১২ রাত অর্থাৎ ১০ ও ১১ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় যাপন করতে হবে। কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু রাখাল ও পানি পানের দায়িত্বশীলদের মিনায় রাত যাপন বর্জনে অনুমতি দিয়েছেন, এছাড়া অন্য কাউকে অনুমতি দেননি।[৬৭] অতএব প্রমাণিত হয় উক্ত রাতগুলো মিনায় যাপন করা ওয়াজিব।

≌ বিদায় তাওয়াফ করা :

হাজ্জের সর্বশেষ কাজ হল বিদায় তাওয়াফ করা, সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন :

---

[৬৭] সহীহুল বুখারী হা/১৬৩৪; সহীহ মুসলিম হা/৩১৭৭।

كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ .

"হাজ্জ শেষে মানুষ বিভিন্ন পথে ফিরে যেতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : কাবায় সর্বশেষ তাওয়াফ না করে কেউ যেন বিদায় না হয়।[৬৮]

অতএব মাক্কাহ হতে দেশে ফিরার পূর্ব মুর্হূতে বিদায় তাওয়াফ (৭ চক্কর ও ২ রাকআত সালাত) পালন করা ওয়াজিব।

অবশ্য ঐমুর্হূতে কোন মহিলা যদি ঋতুবতী হয় তাহলে তার জন্য বিদায় তাওয়াফ প্রযোজ্য নয়। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন :

---

[৬৮] সহীহ মুসলিম হা/৩২১৯।

إِلاَّ أَنَّه" خُفِّفَ عَنِ الحَائِضْ

"তবে ঋতুবতী মহিলার জন্য বিদায় তাওয়াফ শিথিলযোগ্য।"[৬৯] অবশ্য এতে প্রমাণিত হয় যে, ঋতুবতী ছাড়া অন্যের জন্য শিথিলযোগ্য নয়, বরং পালন করা ওয়াজিব, না করলে দম দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

[৬৯] সহীহুল বুখারী হা/১৭৫৫; সহীহ মুসলিম হা/৩২২০।

السنن و المستحبات في الحج والعمرة
হাজ্জ ও উমরার সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ

হাজ্জ ও উমরার ঐসব কাজ সুন্নাত ও মুস্তাহাব যা পালন করলে সাওয়াব হবে কিন্তু যদি ছুটে যায় তাহলে হাজ্জ-উমরাহ বাতিল হবে না এবং দমও ওয়াজিব হবে না। অবশ্য কেউ যদি অনীহা ও তাচ্ছিল্য করে ছেড়ে দেয় তাহলে অবশ্যই গুনাহগার হবে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে বিমুখ হয় সে আমার মধ্যে নয়।"[৭০]

হাজ্জ ও উমরার ধারাবাহিক বিস্তারিত বিবরণে সুন্নাত ও মুস্তাহাবের আলোচনা আসবে

---

[৭০] সহীহুল বুখারী হা/৫০৬৩; সহীহ মুসলিম হা/১৪০১।

ইনশাআল্লাহ। এখানে নমুনা স্বরূপ কিছু উল্লেখ করা হল :

(১) **ইযতেবা (الاضطباع)** : অর্থাৎ পুরুষদের ইহরামের চাদর ডান বগলের নীচদিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর তুলে দেয়া এবং ডান কাঁধ খালি রাখা, এটা শুধু প্রথম তাওয়াফের সময়।

(২) **রমল (الرمل)** : অর্থাৎ প্রথম তাওয়াফের প্রথম তিন চক্কর পুরুষদের বীরবেশে ঘনপদে চলা।

(৩) তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ চুমু খাওয়া অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাত চুমু খাওয়া অথবা পাথরের দিকে হাত ইশারা করা এবং তাকবীর বলা।

(৪) রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা।

(৫) তাওয়াফ শেষে দুই রাকআত সালাত আদায় করা।

(৬) তাওয়াফের সালাত শেষে যমযম পানি পান করা।

(৭) সাফা-মারওয়ার পাহাড়ে উঠে কিবলামুখী হয়ে যিকর, তাকবীর ও দু'হাত তুলে দু'আ করা।

(৮) সাফা-মারওয়ার মাঝে সবুজ রেখা চিহ্নিত অংশে পুরুষদের দৌঁড়ান।

(৯) পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা।

(১০) ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে পাথর মারার পর কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দু'আ করা ইত্যাদি।[৭১]

---

[৭১] তাব্‌সীরুন্‌ নাসিক পৃঃ ৪০, ৪১।

তৃতীয় অধ্যায়/الباب الثالث

المواقيت و المحظورات في الإحرام
মীকাত ও ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

مواقيت الحج والعمرة
হাজ্জ ও উমরার মীকাতসমূহ

মীকাত (**ميقات**) শব্দটি আরবী, এর শাব্দিক অর্থ হল নির্দিষ্ট সময় বা স্থান[৭২]। পারিভাষিক অর্থে- মীকাত দুই প্রকার :

১. মীকাত যামানী (الميقات الزماني) : অর্থাৎ হাজ্জ ও উমরাহ পালনের নির্দিষ্ট সময়।

---

[৭২] আল-মু'যাম আল-ওয়াসীত- পৃঃ ১০৪৮।

উমরা পালনের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই বরং বৎসরের যেকোন সময়ে উমরাহ করা যায় কিন্তু হাজ্জ পালনের জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} "হাজ্জের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস"।[৭৩] তাহলো : শাওয়াল, যুল কা'দাহ এবং যুল হিজ্জাহ এর প্রথম দশ দিন। অর্থাৎ শাওয়াল মাসের ১লা তারিখ হতে যুল হিজ্জার দশম রাত্রির ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময়ে হাজ্জের ইহরাম বেঁধে হাজ্জ পালন করতে পারবে। এর আগে ও পরে হাজ্জের সময় নয়।[৭৪]

---

[৭৩] সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৭।
[৭৪] তাবাসীরুন্ নাসিক- পৃঃ ৪৫।

২. মীকাত মাকানী (الميقات المكاني) : অর্থাৎ হাজ্জ ও উমরাহ পালনের জন্য ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ع وَقَّتَ لأَ÷هْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَ÷هْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلأَ÷هْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَ÷هْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

وَعَنْ عائشة ψ : اَنَّ رَسُوْلَ الله ع وَقَّتَ لأَ÷هْلَ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ ˜

সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীকাত (ইহরাম বাঁধার স্থান)

নির্ধারণ করে দিয়েছেন- মাদীনাবাসীর জন্য যুল হুলাইফাহ, শামবাসীর জন্য জুহ্ফাহ, নাজদবাসীর জন্য কারনে মানাযিল, ইয়ামানবাসীর জন্য ইয়ালাম্লাম এবং তিনি বলেন, ঐ মীকাতগুলো ঐ এলাকাবাসীর এবং যারা ঐ এলাকা অতিক্রম করে হাজ্জ-উমরার নিয়্যাতে আসবে তাদের ইহরাম বাঁধার স্থান। আর যারা ঐ মীকাতগুলোর ভিতরে রয়েছে তারা স্বীয় স্থান হতে এমনকি মাক্কাবাসী মাক্কা হতে ইহরাম বাঁধবে।[৭৫]

আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরাকবাসীদের জন্য যাতু'ইরক মীকাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৭৬]

[৭৫] সহীহুল বুখারী হা/১৫২৪, সহীহ মুসলিম হা/২৮০৩।
[৭৬] সুনান আবূ দাঊদ হা/১৭৩৯, সহীহ।

অতএব মীকাত (ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান) পাঁচটি :

১. যুল হুলাইফাহ : মাক্কাহ (হারাম) হতে ৪৫০ কিঃ মিঃ দূরে, এটা মাদীনাবাসী এবং যারা ঐ পথে আসবে তাদের জন্য মীকাত। বর্তমান "আব্‌ইয়ারে আলী" নামেও পরিচিত।

২. জুহফাহ : মাক্কাহ হতে ১৮৩ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। এটা শাম, মিসর ও পশ্চিম আরবদেশগুলো এবং যারা ঐ পথে আসবে তাদের জন্য মীকাত, বর্তমান জুহফার পার্শ্ববর্তী স্থান "রাবেগ" হতে ইহরাম বাঁধা হয়।

৩. কারনুল মানাযিল : মাক্কাহ হতে ৭৫ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। নজদবাসী এবং যারা ঐ পথে আসবে তাদের জন্য এটা মীকাত। বর্তমান "সাইল কাবীর" বলে পরিচিত।

৪. ইয়ালাম্‌লাম : মাক্কাহ হতে ৭২ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। ইয়ামানবাসী এবং যারা ঐ পথে আসবে তাদের জন্য এটা মীকাত। বর্তমান "সা'দীয়াহ" নামক স্থানে ইহরাম বাঁধা হয়।

৫. যাতু'ইরক : মাক্কাহ হতে ৯৪ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। এটা ইরাকবাসী এবং যারা ঐ পথে আসবে তাদের জন্য মীকাত।

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত হতে যে কোন (স্থল, জল ও আকাশ) পথে হাজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে মাক্কায় আসলে ঐ মীকাতসমূহের পথে অথবা সমবরাবর মীকাতে ইহরাম বাঁধতে হবে আর যারা মীকাতের ভিতরে তারা আপন স্থান হতে এবং মাক্কাবাসী মাক্কায় স্বীয় গৃহ হতে ইহরাম বাঁধবে। তবে মাক্কাবাসী উমরার জন্য হারাম সীমার বাইরে গিয়ে ইহরাম বাঁধবে। আর যারা হাজ্জ-উমরার উদ্দেশ্যে আসে কিন্তু প্রথমে

মাদীনায় যেতে চায় অতঃপর মাক্কায় আসতে চায় তারা মাদীনাহ ত্যাগ করার সময় যুল হুলাইফাহ মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে মাক্কায় আসবে।[৭৭]

المحظورات فى الإحرام
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

ইহরাম মূলত হাজ্জ ও উমরার কার্যক্রম শুরু করার আন্তরিক নিয়্যাতকে বলা হয়। ইহরাম এর নিয়্যাত করা উচিত নির্দিষ্ট মীকাতে, কিন্তু মীকাতে পৌঁছার আগেই যদি কেউ আন্তরিক

[৭৭] তাবাসীরুন্ নাসিক- পৃঃ ৪৪।

নিয়্যাত করে এবং তালবিয়া পাঠ শুরু করে দেয় তাহলে সে ইহরাম শুরু করেছে বলে গণ্য হবে (যদিও উত্তমের পরিপন্থী)। এমতাবস্থায় তাকে ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়াবলী অবশ্যই মেনে চলতে হবে। কতগুলো হালাল কাজ হাজ্জ-উমরার নিয়্যাত ও কার্যক্রম শুরু করার কারণে হারাম হয়ে যায় এ জন্যই ইহরামকে- ইহরাম বলা হয়। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো সর্বমোট নয়টি। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

১. চুল কাটা বা তুলে ফেলা : মাথার চুল বা বগলের ও নাভির নিচের লোম অথবা দাড়ি ও গোঁফ এমনকি সমস্ত শরীরের পশম তুলা বা কাটা নারী-পুরুষ সকলের জন্য নিষিদ্ধ। পুরুষের দাড়ি কাটা এটা শুধু ইহরামে নিষিদ্ধ নয় বরং সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ হারাম। সাহবী আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত :

রَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللُّحٰى

'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : "তোমরা মুশরকিদের বিরোধিতা কর, গোঁফ কেটে ফেল এবং দাড়ি ছেড়ে দাও লম্বা কর।"[৭৮]

২. নখ কাটা : হাত-পায়ের নখ কাটা বা তুলে ফেলা নারী-পুরুষ সকলের জন্য নিষিদ্ধ। ইমাম ইবুনল মুনযির (রহ.) বলেন : "সকলে ঐক্যমত যে, ইহরাম অবস্থায় নখ কাটা বা তোলা নিষিদ্ধ।"[৭৯]

[৭৮] সহীহুল বুখারী হা/৫৭৯২, সহীহ মুসলিম হা/৬০২।

[৭৯] কিতাবুল ইজমা- পৃঃ ৫৭।

৩. সুগন্ধি ব্যবহার করা : শরীরে বা কাপড়ে সর্বক্ষেত্রে সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ।[৮০] এমনকি ইহরাম অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকেও সুগন্ধি দেয়া নিষিদ্ধ। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

لا تَمُسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلاتُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ

"তোমরা তাকে (ইহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে) সুগন্ধি মেখ না এবং মাথাও ঢেকে দিও না।"[৮১]

তবে ইহরাম শুরু করার পূর্বক্ষণে এবং ইহরাম ভঙ্গের সময় পুরুষদের সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত। আয়িশাহ (রা.) বলেন :

---

[৮০] সহীহুল বুখারী হা/১৫৪২, সহীহ মুসলিম হা/২৭৯১।
[৮১] সহীহুল বুখারী হা/১৮৫১, সহীহ মুসলিম হা/২৭৯২।

كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم لإِ÷حْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ইহরাম শুরু করার মূহুর্তে এবং তাওয়াফে যিয়ারাতের পূর্বে হালাল হওয়ার সময় সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।[৮২] ইহরামের পূর্ব মুহূর্তে সুগন্ধি লাগাবে শুধু শরীরে, কাপড়ে নয়।

৪. মাথা ও চেহারা ঢাকা : পুরুষদের কোন কিছু দিয়ে মাথা ও চেহারা ঢাকা নিষিদ্ধ। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : لاَ يَلْبَسُ الْقُمُسَ وَلاَ الْعَمَائِمَ "জামা ও পাগড়ী পরিধান করতে পারবে না।"[৮৩] অনুরূপ মৃত

[৮২] সহীহুল বুখারী হা/১৫৩৯, সহীহ মুসলিম হা/২৮৪১।

[৮৩] সহীহুল বুখারী হা/১৫৪২, সহীহ মুসলিম হা/২৭৯১।

ব্যক্তির চেহারা ঢাকতে নিষেধ করেছেন।[৮৪] তবে ছাতা, তাবু, কাপড় ও গাড়ীর ছাদ ইত্যাদিতে ছায়া গ্রহণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছায়া গ্রহণ করেছেন।[৮৫]

৫. পুরুষদের সেলাই করা কাপড় পরিধান করা : সেলাই করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐসব কাপড় যা পরিধান করলে শরীরের অঙ্গগুলো স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। সাহাবী ইবনু উমার (রা.) বর্ণনা করেন :

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لا

[৮৪] দ্রঃ ৪৬নং টিকা।

[৮৫] সহীহ মুসলিম হা/ ২৯৫০ ও ৩১৩৮।

تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ .

"একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন : হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহরিম (পুরুষ) ব্যক্তি কি ধরনের কাপড় পড়তে পারবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : জামা, পাগড়ী,পায়জামা, টুপি বিশিষ্ট জামা ও মোজা পরিধান কর না। তবে কারও যদি জুতা না থাকে তাহলে চামড়ার মোজা গিড়ার নীচে কেটে জুতার মত পড়তে পারে। অনুরূপ জাফরান ও অরসের (এক

প্রকার ঘাস) সুগন্ধি মাখা কোন কাপড় পরিধান কর না।[৮৬]

ইহরামের কাপড়ের কিনারা সেলাই করা থাকলে কোন অসুবিধা নেই। কোমরে বাঁধার জন্য বেল্ট, টাকা-পয়সা ও কাগজ-পত্র রাখার ছোট ব্যাগ, সেলাই করা হাত ঘড়ি, সেলাই করা জুতা ইত্যাদি পড়তেও কোন অসুবিধা নেই।[৮৭]

মেয়ে মানুষ সাধারণ ব্যবহারী পোশাকেই ইহরাম বাঁধবে। তবে হাতমোজা এবং নেকাব (যা চেহারার উপর বেঁধে ঢেকে রাখা হয়) পড়বে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

لا تَتَنَقَّبْ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ.

---

[৮৬] সহীহুল বুখারী হা/১৫৪২, সহীহ মুসলিম হা/২৭৯১।

[৮৭] তাহকীক ওয়াল ইযাহ, পৃঃ ৩০-৩১।

"মেয়ে মানুষ ইহরামে নেকাব এবং হাতমোজা পরিধান করবে না।"[৮৮]

অবশ্য বেগানা পুরুষের সম্মুখ হলে মাথার উড়না দিয়ে চেহারা ঢেকে নিবে।[৮৯]

≅ উক্ত পাঁচটি নিষিদ্ধ কর্মে কেউ লিপ্ত হলে তার তিনটি অবস্থা হতে পারে[৯০] :

(ক) অজানা অথবা ভুলবসত লিপ্ত হওয়া, এমন ব্যক্তি জানতে পারলে অথবা স্মরণ হলে সাথে সাথে নিষিদ্ধ কর্ম হতে মুক্ত হয়ে যাবে, তাহলে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না।

---

[৮৮] সহীহুল বুখারী হা/১৮৩৮।

[৮৯] সুনান আবূ দাউদ হা/১৮৩৩, সমর্থক হাদীস মুয়াত্তা মালিক (১/৩২৮), সহীহ।

[৯০] তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ৫৭-৫৮।

(খ) কোন প্রয়োজন ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হলে গুনাহগার হবে এবং তাকে ফিদিয়াও (কাফফারা) দিতে হবে।

(গ) বিশেষ প্রয়োজন বা সমস্যার কারণে করতে হলে গুনাহগার হবে না তবে ফিদিয়া দিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}

"তোমাদের মাঝে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে অথবা মাথায় কোন সমস্যা হয়ে (নিষিদ্ধ কর্মেলিপ্ত হয়ে) থাকে তাহলে তাকে রোযা রাখা

অথবা সাদাকাহ দেয়া অথবা কুরবানী করার ফিদিয়া দিতে হবে।"[৯১]

হাদীসে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

وَذَبْحُ شَاةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ أَوْ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.

"ছাগল যবাহ (কুরবানী) করা অথবা ছয়জন দরিদ্র ব্যক্তির প্রত্যেককে অর্ধ সা' খাদ্য দেয়া অথবা তিনটি রোযা রাখা।"[৯২] অবশ্য ছাগল যবাহ ও মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো মাক্কায় হতে হবে।[৯৩]

---

[৯১] সূরা বাকারাহ : ১৯৬।

[৯২] সহীহুল বুখারী হা/৪৫১৭, সহীহ মুসলিম হা/২৮৮৩।

[৯৩] ফাতাওয়াল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ- পৃঃ ৬০।

৬. স্থলপ্রাণী শিকার করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً}

"ইহরামে থাকা অবস্থায় স্থলপ্রাণী শিকার করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।"[৯৪]

অতএব ইহরাম অবস্থায় স্থলপ্রাণী শিকার করা এবং শিকারে সহযোগিতা করা হারাম।

যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে শিকার করে তাহলে তার কাফফারা হল : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

[৯৪] সূরা আল-মায়িদাহ : ৯৬।

هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}

"আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে (প্রাণী) হত্যা করবে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু। যে ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ দু'জন লোক ফায়সালা করে দেবে, তা কা'বাতে কুরবানীর জন্য পাঠাতে হবে। কিতা তার কাফফারা হল কয়েকজন মিসকিনকে খাদ্য দান অথবা তদনুরূপ সিয়াম পালন, যেন সে স্বীয় কতৃকর্মের পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করে।"[৯৫]

যেরূপ প্রাণী শিকার করবে তার সমতুল্য প্রাণী জবেহ করে মাক্কায় দ্রারিদ্রদের মাঝে

[৯৫] সূরা আল-মায়িদাহ : ৯৫।

সাদাকাহ করে দিবে নিজে খাবে না অথবা প্রাণীর মূল্য দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে অর্ধ সা' পরিমাণ মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করবে অথবা মিসকিনদের সংখ্যা অনুযায়ী রোযা রাখবে।

আলোচ্য আয়াতের ভাষ্য হতে প্রমাণিত হয় যে, ভুলে গিয়ে অথবা ক্রটিজনিত কারণে শিকারী হত্যা করলে কোন কাফফারা দিতে হবে না।[৯৬]

লক্ষণীয় যে, ইহরাম অবস্থায় এবং ইহরাম ছাড়া সর্বদাই মাক্কার হারামের সীমানার মধ্যে কোন প্রাণী শিকার করা, প্রাণী তাড়ানো এবং চাষাবাদ ছাড়া এমনিতে জন্মানো গাছ-বৃক্ষ ও ঘাস কাটা-ছিড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং মানুষের পরে থাকা জিনিসপত্র কুড়ানোও নিষিদ্ধ। তবে

---

[৯৬] মাজমু ফাতাওয়া ইবনে বায- ১৭/২০৯, আযওয়াউল বায়ান- ২/১২৯, খালিসুল জুমান- পৃঃ ১৩১।

প্রাপককে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে নিতে পারে।[৯৭] অনুরূপ মদীনার হারাম সীমানায় শিকার করা ও গাছ-বৃক্ষ কাটা-ছিড়া নিষিদ্ধ।[৯৮]

৭. বিয়ে করা ও বিয়ের প্রস্তাব দেয়া : ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা কাউকে বিয়ে দেয়া এবং বিয়ে সংক্রান্ত প্রস্তাব দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। খলীফা উসমান (রা.) হতে বর্ণিত :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করবে

[৯৭] সহীহুল বুখারী হা/১৮৩৩, সহীহ মুসলিম হা/৩৩০২।
[৯৮] সহীহ মুসলিম হা/৩৩১৭।

করবে সে যেন যৌনকর্ম, অশ্লীলতা, অবাধ্যতা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়।”[১০০]

এ আয়াতে যৌনকর্ম দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মিলন এবং মিলন ছাড়াও যৌন তৃপ্তি মিটানো নিষিদ্ধ। কিন্তু এ অপরাধের কারণে হাজ্জ-উমরার কিরূপ ক্ষতি হবে এবং কি কাফ্ফারা অপরিহার্য হবে? এ সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে সরাসরি কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। তবে প্রসিদ্ধ সাহাবীদের হতে বর্ণনা পাওয়া যায়।

عن عمرو بن شعيب عن أبيه : أن رجلاً أَتَى عَبْدَ اللهِ عمرو يَسْأَلُه عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِإِمْرَأَةٍ، ....

“সাহাবী আমর বিন শু‘আইব স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন : “এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন

[১০০] সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৭।

না এবং কাউকে বিয়ে দিবে না, এমনকি বিয়ের প্রস্তাবও দিবে না।[৯৯]

যদি কেউ বিয়ে করে ফেলে তাহলে সে বিয়ে সঠিক হবে না, বরং আবার নতুন করে বিয়ে করতে হবে।

৮ ও ৯. স্বামী-স্ত্রীর মিলন ও মিলন ছাড়া যৌন তৃপ্তি মিটান :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

"হাজ্জের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট মাসসমূহ, অতএব যে ব্যক্তি ঐ মাসসমূহে হাজ্জ পালন

---

[৯৯] সহীহ মুসলিম হা/৩৪৪৬।

আমর এর কাছে আসলেন এবং ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলন হলে কি করণীয় এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উমার (রা.) এর প্রতি ইশারা করলেন এবং বললেন তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। শু'আইব (রা.) বললেন : প্রশ্নকারী লোকটি আবদুল্লাহ বিন উমার (রা.) কে চিনে না, ফলে আমি সাথে করে নিয়ে গেলাম অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করল। তিনি উত্তরে বললেন : তোমার হাজ্জ বাতিল হয়ে গেছে। লোকটি বলল : এখন আমি কি করব? তিনি বললেন : যাও মানুষেরা যেরূপ হাজ্জের কাজ করছে সেরূপ করতে থাক। অতঃপর আগামী বৎসর আসলে আবার হাজ্জ কর এবং উট কুরবানী দাও। আবার আমি সহ আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) এর কাছে ফিরে গেলাম। লোকটি তাকে বিষয়টি অবহিত করল। অতঃপর (আবদুল্লাহ বিন আমর)

বললেন : ইবনে আব্বাস (রা.) এর কাছে যাও এবং তাকেও জিজ্ঞাসা কর। শু'আইব (রা.) বললেন : আমি তার সাথে ইবনে আব্বাস (রা.) এর কাছে গেলাম, সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি (ইবনে আব্বাস (রা.)) ইবনে উমার (রা.) এর মতই জবাব দিলেন। অতঃপর সে আবদুল্লাহ বিন আমর এর কাছে ফিরে আসল এবং তাকে বিষয়টি অবহিত করল তখন আমিও তার সাথে ছিলাম। তখন তিনি (প্রশ্নকারী) আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) কে বললেন: আপনি কী বলেন : তিনি উত্তরে বললেন : তাঁরা দু'জন যা বলেছেন আমিও তাই বলি।[১০১]

আলোচ্য বর্ণনায় প্রসিদ্ধ তিনজন সাহাবীর বক্তব্য হতে প্রমাণিত হয় যে, হাজ্জের ইহরাম

---

[১০১] মুসতাদরাক হাকিম- ২/৬৫ পৃঃ, বায়হাকী- ৫/১৯৭ পৃঃ (সহীহ, দ্রঃ তাব্সীরুন নাসিক- পৃঃ ৬৩, ৬৪ ।)

অবস্থায় প্রথম হালালের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটলে চারটি কাজ অপরিহার্য হয়ে যায় :

(ক) হাজ্জ বাতিল হয়ে যায়,

(খ) হাজ্জের অবশিষ্ট কাজগুলো পূর্ণ করতে হবে,

(গ) আবার আগামী বছর হাজ্জ কাজা আদায় করতে হবে,

(ঘ) একটি উট কুরবানী করে মাক্কার মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে।

যদি প্রথম হালালের (অর্থাৎ ১০ তারিখে পাথর মারা, কুরবানী করা অথবা চুল কাটার) পরে মিলন ঘটে তাহলে হাজ্জ বাতিল হবে না এবং উটের পরিবর্তে ছাগল ফিদিয়া দিতে হবে।

উমরার ইহরামে সাঈ অথবা তাওয়াফের পূর্বে যদি মিলন ঘটে তাহলেও চারটি কাজ অপরিহার্য হয়ে যায় :

(ক) উমরা বাতিল হয়ে যায়,

(খ) উমরার অবশিষ্ট কাজগুলো পূর্ণ করতে হবে,

(গ) আবার উমরা কাজা আদায় করতে হবে,

(ঘ) একটি ছাগল কুরবানী করে মাক্কার মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে। যদি উমরায় শুধু চুল কাটার পূর্বে মিলন ঘটে তাহলে উমরা বাতিল হবে না তবে ছাগল ফিদিয়া দিতে হবে।

মিলন ছাড়া যৌন তৃপ্তি লাভ করলে বির্যপাতও যদি ঘটে এতে হাজ্জ বাতিল হবে না। তবে প্রথম হালালের পূর্বে হলে কাফফারা

স্বরূপ উট কুরবানী দিবে আর প্রথম হালালের পরে হলে ছাগল কুরবানী দিতে হবে।

মেয়েদের হুকুম একই, তবে যদি তার অনিচ্ছা সত্ত্বে মিলন ঘটে তাহলে তাকে ফিদিয়া বা কাফফারা দিতে হবে না আর বাকী বিধান সবই প্রযোজ্য হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।[১০২]

চতুর্থ অধ্যায়/الباب الرابع

صفة العمرة و الحج إجمالا وتفصيلا

[১০২] বিস্তারিত দ্রঃ তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ৬২-৬৫, ফাতাওয়াল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ- পৃঃ ৬০-৬৩, খালিসুল জুমান- পৃঃ ১১৮-১২২।

উমরাহ ও হাজ্জ এর সংক্ষিপ্ত এবং বিস্ত ারিত বর্ণনা

صفة العمرة والحج إجمالاً
একনজরে উমরাহ ও হাজ্জ এর কার্যাবলী

একনজরে উমরাহ এর কার্যাবলী

(ক) পূর্বে ইহরামের প্রস্তুতি নিয়ে মীকাত হতে আল্লাহুম্মা লাব্বাইক উমরাতান বলে ইহরাম বাঁধবে।

(খ) মাক্কায় পৌঁছে পবিত্র হয়ে কা'বায় সাত চক্কর তাওয়াফ ও দুই রাকআত নামায পড়বে।

(গ) সাফা ও মারওয়ায় সাত চক্কর সাঈ করবে।

(ঘ) পুরুষের মাথা নেড়া করে বা চুল ছোট করে এবং মেয়েদের সামান্য চুল কেটে হালাল হবে।

একনজরে হাজ্জ এর কার্যাবলী

(ক) ইফরাদ ও কিরান হাজ্জের ইহরাম বেঁধে কা'বায় সাত চক্কর তাওয়াফে কদুম ও সাত চক্কর সাঈ করবে এবং তামাত্ত হাজ্জের জন্য স্বীয় বাসস্থান হতে ৮ তারিখে ইহরাম বাঁধবে।

(খ) ৮ তারিখে মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর নামায পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবস্থান করবে।

(গ) ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর আরাফায় যাওয়া এবং যোহর হলে এক আযানে দুই ইকামাতে একত্রে যোহর ও

আসর কসর নামায পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করবে।

(ঘ) মুযদালিফায় এক আযানে দুই ইকামাতে মাগরিব ও ইশা পড়ে রাত্রি যাপন করে ফজর নামায পড়ে ফর্সা হলে সূর্যোদয়ের আগেই মিনায় রওয়ানা দিবে।

(ঙ) মিনায় পৌঁছে বড় স্থানে সাতটি পাথর মেরে কুরবানী করে মাথার চুল নেড়া বা কেটে প্রথম হালাল হয়ে কা'বায় তাওয়াফ ও সাঈ করে পূর্ণ হালাল হবে।

(চ) ১১, ১২ ও ১৩ই রাত্রি মিনায় যাপন করা এবং প্রত্যহ সূর্য ঢলার পর তিনটি স্থানে (৩ ^ ৭) ২১টি পাথর মারবে।

(ছ) বিদায় এর পূর্ব মূহুর্তে বিদায় তাওয়াফ করবে।

صفة العمرة والحج تفصيلا
উমরাহ ও হাজ্জ এর বিস্তারিত বিবরণ

উমরাহ ও হাজ্জ এর কার্যক্রম শুরু হয় ইহরাম এর মাধ্যমে, ইহরাম এর দু'টি অংশ- ইহরামের প্রস্তুতিগ্রহণ ও ইহরাম বাঁধা। আসুন আমরা প্রথমে ইহরামের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হই।

ইহরামের প্রস্তুতিগ্রহণ/الاستعداد للإحرام :

১। কোন মুসলিম ব্যক্তি উমরাহ বা হাজ্জ এর ইচ্ছা পোষণ করলে ইহরাম বাঁধার পূর্বে নখ, চুল ইত্যাদি কেটে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল, তবে যদি সে কুরবানী করার ইচ্ছা করে তাহলে যুল হিজ্জা মাসের চাঁদ দেখা দিলে অবশ্যই নখ, চুল কাটা বন্ধ রাখবে।[১০৩] বরং

---

[১০৩] সহীহ মুসলিম হা/৫১১৯।

এজন্য চাঁদ দেখার আগেই পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। মীকাত যদি কাছে হয় এবং সেখানে অযু গোসলের ব্যবস্থা থাকে তাহলে মীকাতে গিয়ে অযু-গোসল করে ইহরামের পোষাক পরিধান করবে। আর যদি মীকাতে সে ব্যবস্থা না থাকে অথবা আকাশ পথে আসার কারণে মীকাতে অবতরণ সম্ভব না হয় তাহলে প্লেনে/বাহনে আরহণের পূর্বেই ইহরামের নিয়্যাতে গোসল করে ইহরামের পোষাক পরিধান করে ইহরামের প্রস্তুতিগ্রহণ করবে। এমনকি মেয়েদের হায়েয বা নিফাস দেখা দিলে তারাও গোসল করে নিবে।[১০৪] অতঃপর মীকাতে পৌঁছলে বা মীকাত বরাবর হলে ইহরাম বাঁধবে।

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ

[১০৪] সহীহ মুসলিম হা/২৯৫০।

(í) হাজ্জ-উমরার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় ২ বা ৪ রাকআত নামায পড়ে বের হওয়া।[১০৫]

(í) তাকবীর ধ্বনী, মিছিল, শ্লোগান ইত্যাদির মাধ্যমে হাজীকে বিদায় দেয়া।

(í) নাবী-রাসূল ও নেক্কার ব্যক্তির কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করা। বরং সফর হবে শুধু হাজ্জ-উমরার উদ্দেশ্যে।

ইহরাম বাঁধা/الإحرام

২। উমরাহ ও হাজ্জের প্রথম রোকন হল ইহরাম বাঁধা, যা সম্পর্কে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। মূলত উমরাহ ও হাজ্জের কার্যক্রম

[১০৫] সিলসিলা যয়ীফাহ হা/৩৭২।

শুরু করার আন্তরিক নিয়্যাত করাকেই ইহরাম বাঁধা বলা হয়। নিয়্যাত না করে শুধু কাপড় পড়ে প্রস্তুতি নেয়াকে ইহরাম বাঁধা বলা হয় না। উমরাহ ও হাজ্জের ইহরামের জন্য অন্তরে নিয়্যাত করবে এবং মৌখিকভাবে হাদীসে বর্ণিত শব্দগুলো পাঠ করবে। শুধু উমরাহ করলে অন্তরে ফরয বা নফল উমরাহ এর নিয়্যাত করবে এবং মুখে পাঠ করবে : لَبَّيْكَ عُمْرَةً (লাব্বাইকা উমরাতান) অথবা لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً (লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান)। তামাত্তু হাজ্জ হলে উমরার জন্য ঐ বাক্যগুলো পাঠ করবে এবং অন্তরে নিয়্যাত করবে তামাত্তু হাজ্জের উমরাহ, অতঃপর ৮ তারিখে হাজ্জের ইহরাম বাঁধবে। কিরান হাজ্জ হলে অন্তরে নিয়্যাতের সাথে পাঠ করবে : لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (লাব্বাইকা উম্‌রাতান ওয়া হাজ্জান) অথবা لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً وَحَجًّا (লাব্বাইকা

আল্লাহুম্মা উম্‌রাতান ওয়া হাজ্জান)। ইফরাদ হাজ্জ হলে অন্তরে নিয়্যাতের সথে পাঠ করবে : **لَبَّيْكَ حَجًّا** (লাব্বাইকা হাজ্জান) অথবা **لَبَّيْكَ اللّهُمَّ حَجًّا** (লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান)। আল্লাহুম্মা শব্দটি সহ এবং ছাড়া দু'ভাবেই সহীহ হাদীসে প্রমাণিত অতএব দু'ভাবেই পড়া সঠিক হবে।[১০৬]

২। ইহরাম বাঁধার সময় অসুস্থতা বা অন্য কোন সমস্যার কারণে হাজ্জ ও উমরাহ সম্পন্ন করতে সম্ভব নাও হতে পারে এরূপ আশঙ্কা হলে ইহরামে শর্ত ব্যবহার করা ভাল। পূর্বের কথাগুলোর সাথে বলবে : **إِنْ حَبَسَنِى حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي** (যদি আমি কোন বাঁধার সম্মুখীন হই তাহলে [আল্লাহ] যেখানেই আমাকে

[১০৬] [illegible] শব্দটিসহ সহীহুল বুখারী হা/১৫৭০, আল্লাহুম্মা ছাড়া সহীহ মুসলিম হা/২৯৯৫।

বাঁধাগ্রস্ত করবেন সেটাই আমার (ইহরাম হতে) হালাল হওয়ার স্থান)[১০৭]। এ শর্ত ব্যবহারে সুবিধা হল যেখানে বাঁধাগ্রস্ত হবে সেখানে চুল কেটে হালাল হয়ে গেলে আর কিছু করতে হবে না।

৩। ইহরামের সলাত : ইহরামের জন্য কোন সালাত সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়নি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জের ইহরাম ফরয সলাতের পর বেঁধেছেন।[১০৮] অতএব এরূপ যদি কারো সুযোগ হয় তাহলে ভাল। অবশ্য এটি কোন নির্ধারিত সুন্নাত নয়। কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বাহনে আরোহণ করেন

---

[১০৭] সহীহুল বুখারী হা/৫০৮৯, সহীহ মুসলিম হা/২৯০৩।

[১০৮] সহীহ মুসলিম হা/২৯৪১।

তখন তিনি ইহরামের বাক্যগুলো পাঠ করেন।[১০৯]

তাই উত্তম হল মীকাতে যখন বাহনে আরোহণ করবে তখনই ইহরাম বাঁধবে। অনুরূপভাবে মীকাতেরও কোন সালাত নেই। শুধুমাত্র মাদীনার মীকাত যুল হুলাইফার মাসজিদে দুই রাকআত সালাত পড়ার নিয়ম রয়েছে এজন্য যে, সে স্থানটি ওয়াদী আকীকে অবস্থিত। সেখানে দুই রাকআত সালাত পড়ার জন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশিত হয়েছিলেন বিধায় তিনি সালাত পড়েছেন।[১১০] অতএব শুধুমাত্র যুল হুলাইফায় ঐনিয়্যাতে সালাত পড়বে। আর অন্য মীকাতের মাসজিদে দুখুলুল মাসজিদ দুই রাকআত পড়তে পারে। কিন্তু ইহরামের কোন সালাত নাবী

[১০৯] সহীহুল বুখারী হা/ ১৫৫২, সহীহ মুসলিম হা/২৮২১।
[১১০] সহীহুল বুখারী হা/১৫৩৪।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা কোন সাহাবী (রা.) হতে প্রমাণিত হয়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৪। মীকাতে পৌঁছে হাজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আসা কোন মহিলার হায়েয বা নিফাস শুরু হলে ভালভাবে গোসল করে নিয়ে মীকাতেই ইহরাম বেঁধে ফেলবে।[১১১] যদি বিমানে আসে তাহলে আরোহণের পূর্বে গোসল করে নিবে। একান্ত গোসল সম্ভব না হলে ঐ অবস্থায় মীকাতে ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর মাক্কায় পৌঁছেও পবিত্র না হলে কা'বায় তাওয়াফ ছাড়া হাজ্জ বা উমরার বাকী কাজ গুলো করতে থাকবে। পবিত্র হলে তারপর গোসল করে তাওয়াফ করবে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়িশাহ (রা.) কে বলেন :

---

[১১১] সহীহ মুসলিম হা/২৯৫০।

إِفعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

"অন্য হাজীদের ন্যায় হাজ্জের সব কাজ করতে থাক শুধু বাইতুল্লাহর তাওয়াফ বাকী রাখ যখন পবিত্র হবে তখন তাওয়াফ করে নিবে।[১১২]

৫। ইহরামের সময় কারো সাথে যদি ছোট বাচ্চা থাকে তারাও ইহরাম বাঁধবে। ছোট বা অপ্রাপ্ত বাচ্চা যদি নিজে নিজে নিয়্যত করতে সক্ষম হয় তাহলে নিয়্যাত করবে। আর যদি অক্ষম হয় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে নিয়্যাত করবে এবং সাথে নিয়ে হাজ্জ-উমরার কার্যাবলী পালন করবে। তবে হাজ্জ-উমরাহ করতেই হবে এমন অবশ্যক নেই। করলে সাওয়াব পাবে না করলে কোন অপরাধ নেই। অনুরূপ যেসব কাজ করতে তারা অক্ষম

---

[১১২] সহীহুল বুখারী হা/৩০৫, সহীহ মুসলিম হা/২৯১৯।

সেগুলো তাদের পক্ষে অভিভাবক করবে। মোটকথা তাদের হাজ্জ-উমরা করানোর ইচ্ছা করলে ইহরাম বাঁধা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ করতে হবে। আর না করলে কিছুই করবে না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।[১১৩]

৬। কেউ যদি অন্যের পক্ষ হতে হাজ্জ বা উমরাহ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই নিজের হাজ্জ ও উমরা আগে করতে হবে।[১১৪] অতঃপর ইহরাম বাঁধার সময় ঐ ব্যক্তির পক্ষ হতে নিয়্যাত করবে এবং বলবে : লাব্বাইক উমরাতান/লাব্বাইক হাজ্জান অথবা লাব্বাইক উমরাতান ওয়া হাজ্জান- 'আন আবী (আমার পিতার পক্ষহতে) অথবা 'আন উম্মী (আমার মাতার পক্ষহতে) অথবা 'আন...... (নাম উল্লেখ

---

[১১৩] সহীহ মুসলিম হা/৩২৫৪, দ্রঃ তাব্সীরুন্ নাসিক পৃঃ ৭৬-৭৭।
[১১৪] তাবারানী- আল-মু'জাম আস্সগীর পৃঃ ২২৬, (সহীহ) ইরউয়াউল গালীল ৯৯৪।

করবে)। বদলী হাজ্জ-উমরা পুরুষ ব্যক্তি মহিলার পক্ষ হতে এবং মহিলা পুরুষের পক্ষ হতে করতে পারে।[১১৫] সহীহ হাদীসের আলোকে বদলী হাজ্জ-উমরাহ তিন শ্রেণীর পক্ষ থেকে হতে পারে : (১) মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে, (২) অতি বৃদ্ধ আরোহণে অক্ষম এবং (৩) এমন অসুস্থ যার সুস্থতার আশা করা যায় না তার পক্ষ হতে।[১১৬] এছাড়া কোন জীবিত সুস্থ-সবল ব্যক্তির পক্ষ হতে বদলী হাজ্জ-উমরা বৈধ হবে না।

৭। পুরুষ ব্যক্তি শুধু দু'টি কাপড়ে ইহরাম বাঁধবে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

وَلِيُحْرِمْ اَحَدُكُم فِىْ إِزَرٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ

---

[১১৫] সহীহুল বুখারী হা/১৮৫৪, সহীহ মুসলিম হা/৩২৫২।

[১১৬] তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ৮৩, ফাতাওয়া আল-হাজ্জ ওয়াল উমরাহ- পৃঃ ২১-২৭।

“তোমাদের পুরুষেরা ইহরাম বাঁধবে দু’টি কাপড়ে : একটি লুঙ্গি অপরটি চাদর এবং পায়ে দু’টি জুতা।”[১১৭] ইহরামের কাপড় ময়লা হলে প্রয়োজনে পরিবর্তন অথবা পরিষ্কার করে নিতে পারবে। ইহরাম অবস্থায় গোসলও করতে পারবে, যেমন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোসল করেছেন।[১১৮] তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত না হয়। মহিলাদের ইহরামের পোষাক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে (**দ্রষ্টব্য** : ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ ৫ নং)।

৮। হাজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে মাক্কায় প্রবেশকারীকে অবশ্যই মীকাতে ইহরাম বাঁধতে হবে। যারা মীকাত এবং মাক্কার মাঝে তারা

---

[১১৭] মুসনাদে আহমাদ হা/৪৮৯৯ (সহীহ)।

[১১৮] সহীহুল বুখারী হা/১৫৫৩।

স্বীয় স্থান হতে হাজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে, আর যারা মাক্কার ভিতরে তারা স্বীয় গৃহ হতে হাজ্জের ইহরাম বাঁধবে[১১৯] এবং উমরার জন্য হারামের সীমানার বাইরে গিয়ে ইহরাম বাঁধবে।[১২০] কোন হাজ্জ বা উমরাহ পালনকারী ইহরামের স্থান অতিক্রম করে ফেললে তাকে ইহরামের স্থানে ফিরে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে, নচেত অতিক্রম করে ভিতরে ইহরাম বাঁধলে দম ওয়াজিব হবে।[১২১] কেননা মীকাত বা ইহরামের নির্দিষ্ট স্থান হতে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব।

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

(i) ইহরাম বাঁধার সময় ইজতেবা (চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে

---

[১১৯] সহীহুল বুখারী হা/১৫২৪, সহীহ মুসলিম হা/২৮০৩।

[১২০] সহীহুল বুখারী হা/১৭৮৫, সহীহ মুসলিম হা/২৯১০।

[১২১] মুয়াত্তা ইমাম মালিক ১/৪১৯ সহীহ, খালিসুল জুমান পৃঃ ৬০।

বাম কাঁধে রাখা) করা, বরং ইজতেবা হবে শুধু তাওয়াফের সময়।

(í) মীকাতে পৌঁছার বা বরাবর হওয়ার পূর্বেই হাজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধা।

(í) ইহরাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করা, বিশেষ করে ঋতুবতী নারীদের ইহরাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।

তালবিয়া পাঠ/ :

৯। ইহরাম বাঁধার পরেই যে বাক্যটি সবচেয়ে বেশী পাঠ করতে হয় তা হল তালবিয়াহ। তালবিয়াহ অর্থ হল- আল্লাহ তা'আলার আহ্বানে সাড়া দেয়া। রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জে যে তালবিয়াহ পাঠ করেছেন তা নিম্নরূপ :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ

উচ্চারণ : লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক।

"আমি উপস্থিত হে আল্লাহ! আপনার ডাকে সাড়া দিতে আমি উপস্থিত, আপনার কোন শরীক নেই আমি উপস্থিত আপনার ডাকে, নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা ও যাবতীয় অবদান একমাত্র আপনারই এবং সব রাজত্ব ও

আধিপত্য একমাত্র আপনারই, আর আপনার (কোন বিষয়েই) কোন শরীক নেই।[১২২]

এ তালবিয়াহ পাঠের মাধ্যমে মহান আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি এবং তাঁর যাবতীয় শরীক মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। প্রতিটি মুসলিম নর-নারীকে এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শির্ক মুক্ত হয়ে তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আল্লাহ তাওফীক দিন আমীন!

তালবিয়াহ অতি ফযীলতপূর্ণ বাণী, অতএব নারী-পুরুষ সকলকে বেশী বেশী পাঠ করা উচিত। পুরুষদের উচিত উচু আওয়াজে তালবিয়াহ পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

[১২২] সহীহুল বুখারী হা/১৫৪৯, সহীহ মুসলিম হা/২৮১১।

جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ

"আমার কাছে জিবরীল আসলেন অতঃপর বললেন : হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার সাহাবীদের নির্দেশ দিন তারা যেন উচু আওয়াজে তালবিয়াহ পাঠ করে।[১২৩] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন :

أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ

"উত্তম হাজ্জ হল যাতে উচু আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করা হয় এবং কুরবানী করে বেশী রক্ত ঝরান হয়।[১২৪] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশে সাহাবীগণ উচু আওয়াজে চিৎকার করে তালবিয়াহ পাঠ

---

[১২৩] সুনান নাসাই হা/২৭৫৩ (সহীহ)।

[১২৪] সহীহ আল-জামি হা/১১১২।

করতেন।[১২৫] হাজ্জের অন্যতম নিদর্শন হল তালবিয়া পাঠ। তালবিয়ার আরো ফযীলাত হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَا مِنْ مُلَبِّ يُلَبِّيْ إلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِه مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هُنَا وَهُنَا يَعْنِى عَنْ يَمِيْنِهِ,, وَشِمَالِه

"যখন কোন ব্যক্তি তালবিয়াহ পাঠ করে তখন তার সাথে সাথে ডানে-বামে গাছ-পালা, পাথর এমনকি ভূখণ্ড পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকে।"[১২৬]

---

[১২৫] আল-মুহাল্লা- ৭/৯৪ পৃঃ।

[১২৬] ইবনু খুজাইমাহ, বাইহাকী (সহীহ) মানাসিক আলবানী (রহ.) পৃঃ ১৮ ।

অতএব সর্বদা তালবিয়াহ পাঠেরত থাকা উচিত বিশেষ করে কোন উচু স্থানে উঠা এবং নিচু স্থানে নামার সময় বেশী বেশী তালবিয়াহ পাঠ করতে হয়।[১২৭]

১০। ইহরাম (মীকাত) হতে শুরু করে উমরার তাওয়াফ শুরুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ চলতে থাকবে।[১২৮] হাজ্জের ইহরাম হতে শরু করে ১০ তারিখে বড় স্থানে শেষ পাথর মারা পর্যন্ত তালবিয়াহ চলতে থাকবে।[১২৯]

---

[১২৭] সহীহ মুসলিম, সিলসিলা সহীহাহ হা/ ২০২৩।

[১২৮] সুনান আল-বাইহাকী ৫/১০৪ পৃঃ (সহীহ)।

[১২৯] সহীহ ইবনে খুযাইমাহ হা/২৮৮৭, ফতহুলবারী- ২/৫৩৩ পৃঃ।

নারী-পুরুষ সকলেই তালবিয়াহ বেশী বেশী পাঠ করবে এবং অন্য যিকির আযকার ও দু'আ-দরূদও পাঠ করতে পারবে।[১৩০]

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

(í) সমস্বরে তালবিয়া পাঠ করা (সুন্নাহ বিরোধী)

(í) তালবিয়াহ বাদ দিয়ে অন্য যিকর আযকারে ব্যস্ত হওয়া।

(í) সুন্নাতী তালবিয়াহ এর সহিত পীর-মুরশিদদের মনগড়া বাক্য বা অযীফা সংযুক্ত করা।

মাক্কাহ মুকাররামায় প্রবেশ/ دخول مكة المكرمة

---

[১৩০] মুসনাদে আহমাদ- ১/৪১৭, সহীহ হাকিম।

১১। মাক্কায় পৌঁছার পর আবাসিক হোটেলে উঠে ভালভাবে পাক-পবিত্র হবে, অসুস্থতার আশঙ্কা না থাকলে ভালভাবে গোসল করে নিবে।[১৩১] অতঃপর উমরার উদ্দেশ্যে মাসজিদে হারাম এর দিকে বের হবে।

মাসজিদে হারামে প্রবেশ/ دخول المسجد الحرام

১২। কাবার চতুর্পাশ্বে যে মাসজিদ গৃহ তাকে "মাসজিদুল হারাম" বলা হয়। মাসজিদে প্রবেশের যে আদব সেভাবেই প্রবেশ করতে হবে। প্রথমে ডান পা রেখে প্রবেশ করবে[১৩২] এবং এ দু'আ পাঠ করবে।[১৩৩]

---

[১৩১] সহীহুল বুখারী হা/১৫৭৩, সহীহ আবূ দাউদ হা/১৬৩০।

[১৩২] সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৪৭৮।

[১৩৩] উক্ত দু'আটি ভিভিন্ন হাদীসের সমন্বয়ে, দ্রঃ সহীহ মুসলিম হা/১৬৫২, আবূ দাউদ হা/৪৬৬, তিরমিযী হা/৩১৪, ইবনুস সুন্নী হা/৮৯, ইত্যাদি। তাব্‌সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ৯১।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ, ওয়াস্ সলাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আউযু বিল্লাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজ্হিহিল কারীম, ওয়া সুলত্বানিহিল কাদীম, মিনাশ্ শায়তানির রাজীম। আল্লাহুম্মাফ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিক।

অর্থ : আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি) দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর। আমি বিতারিত শয়তান হতে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর করুণাময় সত্বা এবং শ্বাশ্বত সার্বভৌম শক্তির মাধ্যমে। হে আল্লাহ!

তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও।

১৩। মাসজিদে হারামে প্রবেশ করে তাওয়াফ এর ইচ্ছা থাকলে তাওয়াফ এবং তাওয়াফের দুই রাকআত সালাতই তাহইয়াতুল মাসজিদ বা দুখুলুল মাসজিদ। আর যদি তাওয়াফের ইচ্ছা না থাকে তাহলে ফরয বা সুন্নাত সালাতে দাঁড়াবে যদি তাও না হয় তাহলে অবশ্যই দু' রাকআত দুখুলল মাসজিদ পড়বে তারপর বসবে। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন দু' রাকআত সালাত পড়া ছাড়া

যেন না বসে।[১৩৪] কা'বা প্রান্তে সর্বদাই সলাত পড়া যায়, কোন নিষিদ্ধ সময় নেই। হাদীসে এসেছে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

يَابَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لاتَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ لَيْلٍ أو نَهَارٍ

"হে আবদে মানাফের বংশধর রাত-দিন যেকোন সময় কা'বা গৃহে কেউ তাওয়াফ করতে চাইলে অথবা সালাত আদায় করতে চাইলে তোমরা তাকে বাঁধা দিও না।"[১৩৫]

১৪। মূল কা'বাগৃহ দর্শনে দু' হাত উত্তোলন করা যেতে পারে, যেমন সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হতে

---

[১৩৪] সহীহুল বুখারী হা/১১৬৩, সহীহ মুসলিম হা/১৬৫৪।

[১৩৫] সুনানু আরবাআ (সহীহ), ইরউয়াউল গালীল হা/৪৮১।

প্রমাণিত।[১৩৬] কা'বাগৃহ দর্শনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বিশেষ কোন দু'আ প্রমাণিত হয়নি তবে সাহাবী উমার (রা.) হতে প্রমাণিত নিম্ন দু'আটি বলা যায় :

اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আন্‌তাস-সালাম ওয়া মিন্‌কাস-সালাম, ফা হাইয়্যিনা রাব্বানা বিস্‌-সালাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময় এবং আপনার হতেই শান্তি আসে, অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তিময় জীবন দান করুন।[১৩৭]

---

[১৩৬] সুনান বাইহাকী ৫/৭২ পৃঃ (হাসান) দ্রঃ মানাসিক লিল আলবানী (রহ.), পৃঃ ২০।

[১৩৭] মানাসিক আলবানী (রহ)- পৃঃ ২০।

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

(i) মাসজিদে হারামে প্রবেশের সয়ম মাথা নত করে প্রবেশ করা।

(i) মাসজিদে হারামে প্রবেশের সময় প্রমাণিত দু'আ ছাড়া মনগড়া দু'আ পাঠ করা।

(i) কাবা দর্শনে অপ্রমাণিত দু'আ পাঠ করা এবং মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাব-ভঙ্গি প্রকাশ করা।

তাওয়াফে কুদুম/طواف القدوم :

১৫। তাওয়াফ সাধারণত তিন প্রকার : (ক) ফরয তাওয়াফ, যেমন- তাওয়াফে কুদুম বা উমরার তাওয়াফ এবং ১০ তারিখে

তাওয়াফে ইফাযা বা হাজ্জের তাওয়াফ। (খ) ওয়াজিব তাওয়াফ, যেমন- বিদায় তাওয়াফ, (গ) নফল তাওয়াফ, যা হাজ্জ-উমরাহ ছাড়াই করা হয়।

তাওয়াফ একটি ফযীলাত পূর্ণ ইবাদাত :

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ

“যে ব্যক্তি বায়তুল্লায় (কাবায়) তাওয়াফ করবে এবং দু’ রাকআত তাওয়াফের সালাত আদায় করবে সে একটি ক্রীতদাস আযাদ করার সাওয়াব পাবে।”[১৩৮]

কাবায় পূর্ণ তাওয়াফ হল হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত সাত

---

[১৩৮] সুনান ইবনু মাজাহ হা/২৯৫৬ (সহীহ)।

চক্কর এবং দুই রাকআত সালাত। পৃথিবীর বুকে একমাত্র কাবা ব্যতীত আর কোন তাওয়াফ করার স্থান নেই। যদি কেউ কোন মাযার, কবর, দরগা ও মাসজিদে তাওয়াফ করে তাহলে হয় বিদ'আত অথবা শির্ক হবে। আর শির্ক হলে ঈমানই বাতিল হয়ে যাবে। অতএব প্রতিটি মুসলিম নর-নারীকে সতর্ক হওয়া উচিত।

১৬। তাওয়াফ শুরু হবে হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) হতে আবার শেষ হবে পাথরের কাছে গিয়ে। এভাবে সাত চক্কর তাওয়াফ। যদি সম্ভব হয় হাজরে আসওয়াদ চুমু খাবে এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করবে।[১৩৯] সম্ভব না হলে শুধু হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাত চুমু খাবে।[১৪০] তাও সম্ভব না হলে পাথরমুখী হয়ে এক হাত তুলে ইশারা করবে স্পর্শ করলে "বিসমিল্লাহ আল্লাহু

[১৩৯] সহীহুল বুখারী হা/ ১৬১১।

[১৪০] সহীহ মুসলিম হা/ ৩০৬৫।

আকবার” বলে তাওয়াফ শুরু করবে।[১৪১] এবং স্পর্শ করতে না পারলে শুধু “আল্লাহু আকবার” বলে তাওয়াফ শুরু করবে, হাত চুমু খাবে না এবং চেহারাতেও মুছবে না।[১৪২]

হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা অতি সাওয়াবের কাজ, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : “আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে হাজরে আসওয়াদকে উত্থাপন করবেন এ অবস্থায় যে, পাথরের দু'টি চক্ষু থাকবে যা দিয়ে দেখবে এবং জিহবা থাকবে যা দিয়ে কথা বলবে। যারা পাথর স্পর্শ করেছে তাদের

---

[১৪১] সহীহুল বুখারী হা/ ১৬১২।

[১৪২] নাবী ﷺ তাকবীর বলতেন (সহীহুল বুখারী হা/১৬১৩)। ইবনু উমার (রা.) “বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার” বলতেন- বায়হাকী ৫/৭৯, তালখীসুল হাবীর ২/২৪৭ পৃঃ, দ্রঃ তাব্সীরুন্ নাসিক পৃঃ ৯৬-৯৭।

স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে।[১৪৩] তিনি আরো বলেন : “হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করাতে গুনাহসমূহ পূর্ণভাবে ঝরে যায়।[১৪৪] আরো বলেন : হাজরে আসওয়াদ জান্নাতী পাথর যা বরফের চেয়েও সাদা ছিল, মুশরিকদের অপরাধে কালো হয়ে গেছে।[১৪৫] তবে লক্ষণীয় বিষয় হল পাথর স্পর্শ ও চুমু খেতে গিয়ে মানুষকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া মোটেই বৈধ নয়। কারণ স্পর্শ করা মুস্তাহাব, আর কষ্ট দেয়া ও ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া হারাম। বিশেষ করে নারীদের বেশী সতর্ক হওয়া উচিত এবং পুরুষদের সাথে সংঘর্ষ হতে দূরে থাকা

[১৪৩] সুনান তিরমিযী, সহীহ ইবনু হিব্বান, দ্রঃ মানাসিক আলবানী পৃঃ ২১।

[১৪৪] সুনান তিরমিযী, সহীহ ইবনু হিব্বান, দ্রঃ মানাসিক আলবানী পৃঃ ২১।

[১৪৫] সুনান তিরমিযী, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, দ্রঃ মানাসিক আলবানী পৃঃ ২১

উচিত। এ জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের সতর্ক করে দিতেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ فَلا تُؤْذِ الضَّعِيْفَ، وَإِذَا اَرَدْتَ اسْتِلاَمَ الْحَجَرَ، فَإِنْ خَلاَ النَّاسُ فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلاَّ فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّرْ

"হে উমর! তুমি শক্তিশালী মানুষ, অতএব দুর্বলদেরকে কষ্ট দিও না, যদি পাথর স্পর্শ করতে চাও তাহলে দেখ মানুষ খালি হয়ে গেলে স্পর্শ কর, আর যদি না হয় (মানুষের ভিড় থাকে) তাহলে পাথর মুখী হয়ে আল্লাহু আকবার বলে তাওয়াফ শুরু কর।[১৪৬]

---

[১৪৬] সুনান তিরমিযী, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, সহীহ ইবনু হিব্বান, দ্রঃ মানাসিক আলবানী পৃঃ ২১।

কাবায় তাওয়াফের চিত্র

১৭। হাজরে আসওয়াদ হতে শুরু করে কাবাকে বামে রেখে এবং হাতিম (কাবার উত্তর পার্শে হাফওয়াল অংশ) এর বাহির দিয়ে তাওয়াফ করতে হবে। কারণ হাতিম কাবার অংশ, অতএব হাতিমের ভিতর দিয়ে তাওয়াফ করলে সেই তাওয়াফ বাতিল বলে গণ্য হবে।[১৪৭] হাজরে আসওয়াদ এর আগে যে কোণাটি রয়েছে তাকে রুকনে ইয়ামানী বলা হয়, তাওয়াফের সময় শুধু এক হাত দিয়ে

[১৪৭] ফাতাওয়াল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ- পৃঃ ৭৬।

কোণাটি স্পর্শ করা সুন্নাত। এছাড়া কাবার অন্য কোন অংশ স্পর্শ করার নিয়ম নেই। সাহাবী ইবনু উমার (রা.) বলেন :

لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

"আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বাইতুল্লাহর দুই ইয়ামানী রুকন (হাজরে আসওয়াদ ও তার পূর্বের কোণা) ছাড়া আর কোন কিছু স্পর্শ করতে দেখিনি।"[১৪৮]

রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার সময় কিছু বলবে না এবং কোন কিছু চুমু খাবে না। যদি স্পর্শ করতে না পারে তাহলে কোন ইশারা বা

[১৪৮] সহীহুল বুখারী হা/১৬০৯, সহীহ মুসলিম হা/৩০৬৬।

তাকবীরও দিবে না।[১৪৯] হাজরে আসওয়াদ চুমু খাওয়া ও স্পর্শ করা এবং রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা এটা তাওয়াফের সংশ্লিষ্ট কাজ। তাওয়াফ ছাড়া শুধু চুমু খাওয়া ও স্পর্শ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১৫০]

১৮। তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ এর মাঝে নিম্ন দু'আটি বলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে প্রমাণিত :[১৫১]

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

---

১৪৯ মানাসিক লিল আলবানী- পৃঃ ২১; তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ৯৮।

১৫০ তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ১০২।

১৫১ মুসনাদ আহমাদ হা/১৫৩৯৮, সহীহ আবূ দাউদ হা/১৬৩৫।

" হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন।"[১৫২]

তাওয়াফের সময় উক্ত দু'আ ছাড়া নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হতে অন্য কোন দু'আ সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়নি। বিভিন্ন বই-পুস্তকে প্রতি চক্করের জন্য পৃথক পৃথক দু'আ উল্লেখ করা হয়, এগুলো মানুষের বানানো দু'আ। অতএব ঐসব দু'আ বর্জন করে নিজের প্রয়োজন মত দু'আ নীরবে পাঠ করবে। আবরী দু'আ জানা না থাকলে নিজের ভাষায় দু'আ এবং যিকির

[১৫২] সূরা বাকরাহ : ২০১।

আয্‌কার, তাস্‌বীহ্‌, তিলাওয়াত ও দরূদ পাঠ করতে থাকবে।[১৫৩]

১৯। হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া কাবার কোন অংশ ছোঁয়া, চুমু খাওয়া বৈধ নয়। তবে মুলতাযামে (হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মধ্যবর্তী অংশে) বক্ষ, চেহারা ও দুই হাত রেখে দু'আ করা সাহাবী হতে প্রমাণিত যেমন- ইবনে আব্বাস (রা.) ও উরওয়া বিন যুবাইর (রা.) করতেন।[১৫৪] অতএব সুযোগ হলে এটা করা যায়।

২০। ভালভাবে পাক পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করতে হবে, বিশেষ করে মেয়েদের হায়েয,

---

[১৫৩] আহকাম মানাসিকুল হাজ্জ- ৫৫ পৃঃ; তাব্‌সীরুন্‌ নাসিক- পৃঃ ১০১-১০২।
[১৫৪] সিলসিলা সহীহাহ হা/১২৩৮।

নিফাসের অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। পবিত্রতার জন্য অপেক্ষা করবে, পবিত্র হলে তাওয়াফ করবে।[১৫৫] এছাড়াও সকলকে অযূ অবস্থায় তাওয়াফ করতে হবে, কেননা তাওয়াফ হল সালাত তুল্য। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

الطَّوَاف بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ، وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيْهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقِ إِلاَّ بِخَيْرٍ وَفِى رِوَايَة / فَأَقِلُّوْا فِيْهِ الْكَلاَمَ

"বাইতুল্লাহয় তাওয়াফ হল সালাত বা নামায, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ সালাতে কথা বলা হালাল করে দিয়েছেন, অতএব যে কথা বলবে সে যেন ভাল কথা ছাড়া অন্য কথা না

---

[১৫৫] সহীহুল বুখারী হা/৩০৫, সহীহ মুসলিম হা/২৯১৯।

বলে। অপর বর্ণনায় রয়েছে : অতএব কম কম কথা বল।[১৫৬]

২১। পুরুষদের জন্য তাওয়াফেকুদূমে আরো দু'টি পালনীয় সুন্নাত রয়েছে : ইয্‌তেবা' (الاضْطِبَاعُ) ও রমল (الرَّمْلُ)।

ইযতেবা' : চাদরের ডান পার্শ ডান বগলের নীচ দিয়ে বাম কাঁধের উপরে ফেলে দেয়া এবং ডান কাঁধ খোলা রাখা। ইযতেবা' শুধু তাওয়াফে কুদূমে এবং পূর্ণ সাত চক্করে করবে, এর আগেও নয় এবং পরেও নয়। তাওয়াফ চলাকালীন সালাতে দাঁড়ালে কাঁধ ঢেকে নিবে সালাত শেষ হলে আবার খোলা রাখবে। সপ্তম চক্কর শেষ হলে কাঁধ ঢেকে ফেলবে।[১৫৭] "রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১৫৬] সুনান তিরমিযী (সহীহ) ইরওয়াউল গালীল হা/২১।

[১৫৭] তাব্‌সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ১০৩; তাহকীক ওয়াল ইযাহ- পৃঃ ৩৭।

ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবীগণ সকলেই ইয্তেবা' করতেন।"[১৫৮]

রমল : ঘন ঘন পদে বীর বেশে দ্রুত চলা। রমল শুধু তাওয়াফে কুদূমে এবং প্রথম তিন চক্করে।" রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজ্জ-উমরার তাওয়াফেকুদূমে প্রথম তিন চক্করে রমল এবং বাকী চার চক্কর সাধারণভাবে তাওয়াফ করতেন।"[১৫৯] মূলত রমল সর্বপ্রথম শুরু হয় সপ্তম হিজরীতে, যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণসহ হুদায়বিয়ার কাযা উমরা পালন করতে আসেন তখন মাক্কার মুশরিকরা তাঁদের দেখে ঠাট্টা করে বলতে লাগল যে, দেখ

---

[১৫৮] সুনান আবূ দাউদ হা/ ১৮৮৪, সুন্নান তিরমিযী হা/৮৫৯ (সহীহ)।

[১৫৯] সহীহুল বুখারী হা/১৬০৩, সহীহ মুসলিম হা/৩০৪৯।

ইয়াসরেবের (মাদীনার) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দূর্বল-রোগা লোকেরা তোমাদের কাছে এসেছে, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফিরদেরকে বীরত্ব দেখানোর জন্য সাহাবীদেরকে প্রথম তিন চক্কর তাওয়াফে রমল করার নির্দেশ দেন।[১৬০] পরবর্তীতে বিদায় হাজ্জে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবীগণ রমল করলে সে (রমলের) বিধান বলবত থাকে।[১৬১] তাই এখনও তা পালন করতে হয়।

২২। নারী পুরুষ সকলকেই সাত চক্কর তাওয়াফ করতে হবে। তাওয়াফের গণনায় যদি সন্দেহ হয় তাহলে যে সংখ্যা ইয়াকীন বা দৃঢ়

[১৬০] সহীহুল বুখারী হা/১৬০২, সহীহ মুসলিম হা/৩০৫৯।
[১৬১] সহীহুল বুখারী হা/১৬০৩, সহীহ মুসলিম হা/৩০৪৯, ২৯৫০।

মনে হবে, সে অনুযায়ী বাকী চক্কর পূর্ণ করবে। তাওয়াফ চলাকালীন যদি জামাআত দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে যে স্থানে থাকবে সেখানে জামাআতে শরীক হবে, জামাআত শেষ হলে সাথে সাথে সেখান হতে তাওয়াফের বাকী অংশ পূর্ণ করে নিতে হবে।[১৬২]

২৩। তাওয়াফ সম্পন্ন হলে সম্ভব অনুযায়ী মাকামে ইবরাহীম এর পিছনে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) পাঠ করবে।[১৬৩]

---

[১৬২] তাব্‌সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ১০৫।

[১৬৩] হাজ্জাতুন্নাবী ﷺ- পৃঃ ৫৮।

মাকামে ইবরাহীম এর পিছনে সম্ভব না হলে যে কোন স্থানে পড়তে পারবে।[১৬৪]

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

(í) হাজরে আসওয়াদ চুমু খাওয়ার জন্য হুরাহুরি করে মানুষকে কষ্ট দেয়া। এবং হাজরে আসওয়াদ উপকার বা ক্ষতি করতে পারে এরূপ বিশ্বাস করা।

(í) হাজরে আসওয়াদকে সালাতের তাকবীরের ন্যায় দুই হাত তুলে ইশারা করা এবং পাথর স্পর্শ ছাড়াই হাত চুমু খাওয়া ও চেহারায় মুছা।

[১৬৪] তাব্‌সীরুন নাসিক- পৃঃ ১০৬।

(í) রুকনে ইয়ামানী চুমু খাওয়া এবং দূর হতে হাত দিয়ে ইশারা করা।

(í) তাওয়াফের প্রতি চক্করে বিশেষ দু'আ বলা, রমলে বা হাজরে আসওয়াদে দু'আ বলা, মীযাবের (কাবার ছাদের পানি পরার স্থানের) নিচে দু'আ করা।

(í) কাবার গেলাফ এবং দেয়াল চুমু খাওয়া, হাত মুছে চেহারা ও বুকে মালিশ করা এবং কাবার গেলাফ ধরে কান্নাকাটি ও বুকে মালিশ করা।

(í) মাকামে ইবরাহীম চুমু খাওয়া এবং হাত মুছে চেহারা ও বুকে মালিশ করা।

(í) তাওয়াফে সমস্বরে দলবদ্ধভাবে যিকির বা দু'আ করা এবং উচু আওয়াজে কান্নাকাটি ও দু'আ-দরূদ পড়া যা অন্যের জন্য বিরক্তিকর হয়।

(í) তাওয়াফের সাত চক্করেই রমল করা, এবং রমলে মানুষকে কষ্ট দেয়া।

(í) হাজরে আসওয়াদে না পৌছেই তাওয়াফ শুরু করা।

(í) তাওয়াফ শেষে দুই রাকাতের বেশী সালাত পড়া এবং সালাত শেষে দলবদ্ধভাবে দু'আ করা।

যমযমের পানি পান করা/الشرب من ماء زمزم :

২৪। তাওয়াফের সালাত শেষ করে যমযমের পানি পান করবে এবং মাথায় পানি দিবে।[১৬৫] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَاءُ زَمْزَمْ لِمَاشُرِبَ لَهُ

"যমযমের পানি যে নিয়্যাতে পানকরবে তাই পাবে।" [১৬৬] এটা শুধু পানি নয় বরং এক প্রকার খাদ্য ও ঔষধ। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ وَهِىَ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سَقْمٍ

"যমযম বরকতময় পানি এটা ক্ষুধার্থের খাদ্য এবং রোগের নিরাময়।"[১৬৭]

---

[১৬৫] মুসনাদে আহমাদ হা/১৫২৪৩ (সহীহ) সহীহাহ- হা/৮৮৩।

[১৬৬] সুনান ইবনু মাজাহ হা/৩০৬২ (সহীহ) ইরওয়াউল গালীল হা/১১২৩।

[১৬৭] আত তায়ালাসী- সহীহ, সহীহাহ হা/১০৫৬।

তিনি আরো বলেন :

خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمْ فِيْهِ طَعَامُ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءُ مِنَ السَّقَمِ

"পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ পানি হল যমযম পানি, যাতে রয়েছে ক্ষুধা নিবারণের খাদ্য এবং রোগ নিরাময়ের ঔষধ।"[১৬৮]

আয়িশাহ (রা.) হাজ্জ শেষে যমযমের পানি নিয়ে যেতেন এবং বলতেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও পানি নিয়ে যেতেন।"[১৬৯]

মূলত ইসমাঈল (আ.) এবং তাঁর মা হাজেরাকে আল্লাহ এ পানি দান করেন অতঃপর

---

[১৬৮] আল-মুখতারাহ লি-যিয়া, সহীহাহ হা/১০৫৬।

[১৬৯] সুনান তিরমিযী হা/৯৬৩, (হাসান) সহীহাহ হা/ ৮৮৩।

আল্লাহর মহানুগ্রহে তা আজও পর্যন্ত চালু রয়েছে।[১৭০]

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

(í) যমযম পানি দিয়ে গোসল করা বা শরীরের কিছু অংশ ধৌত করা।

(í) বরকতের নিয়তে যমযম দিয়ে কাপড় ধৌত করা।

(í) যমযম পানি অপচয় করা।

সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা/ السعي بين الصفا و المروة :

২৫। যমযমের পানি পান করার পর সাফ-মারওয়ায় সাত চক্কর সাঈ করতে হবে। তামাত্তু হাজ্জের ক্ষেত্রে এটা উমরার সাঈ, কিরান ও

---

[১৭০] সহীহুল বুখারী হা/৩৩৬৪।

ইফরাদ হাজ্জের জন্য এখন সাঈ করলে দশ তারিখে করতে হবে না। আবার ইচ্ছা করলে এখন না করে দশ তারিখে করতে পারে। তবে এখন করাই উত্তম, কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওয়াফের পরই সাঈ করেছেন।[১৭১] সাঈ-র জন্য পবিত্রতা শর্ত নয় তবে অযূ থাকা ভাল। মেয়েদের হায়েয, নিফাস অবস্থায় সাঈ করতে পারবে।[১৭২] সাঈ হাজ্জ বা উমরার সংশ্লিষ্ট কাজ, এটা সতন্ত্র কোন ইবাদাত নয় অতএব হাজ্জ-উমরা ছাড়া সাঈ করা চলবে না।[১৭৩]

২৬। সাঈ শুরু হবে সাফা হতে, প্রথমে সাফা এর নিকটবর্তী হয়ে (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ

---

[১৭১] সহীহ মুসলিম হা/২৯৫০।

[১৭২] সহীহুল বুখারী হা/৩০৫, সহীহ মুসলিম হা/২৯১৭।

[১৭৩] ফতহুল বারী ৩/৪৯৯ পৃঃ, তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ১১১।

مِنْ شَعَائِرِ اللهِ) (ইন্নাস সফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহ)[১৭৪] **أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِه**" (আব্‌দায়ু বিমা বাদাআল্লাহু বিহ) পাঠ করতঃ উপরে উঠে কিবলামুখী হয়ে দু'আর ন্যায় দুই হাত তুলে **"আল্লাহ আকবার"** (তিনবার) এবং-

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اَنْجزَ وَعدَه"، وَنَصرَ عَبْدَه"، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه

---

[১৭৪] সূরা বাকারাহ : ১৫৮।

উচ্চরণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ইউহ্ইউ ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু আনজাযা ওয়া'দাহু, ওয়ানাসারা আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহ্যাবা ওয়াহ্দাহু।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই- আসমান যমীনে সার্বভৌম, আধিপত্য একমাত্র তাঁরই, যিনি মহান স্রষ্টা! সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, তিনিই জীবিত করেন, তিনি মৃত্যু প্রদান করেন। সর্বস্থানে তাঁরই অপ্রতিহত ক্ষমতা- তিনিই কেবল উপাসনার যোগ্য, তিনি ছাড়া

কেউ নেই, যত প্রতিজ্ঞা- তিনি পূর্ণ করেছেন, স্বীয় বান্দাকে তিনি মদদ করেছেন এবং একাই শত্রুদলকে ধ্বংস করেছেন।

একবার পাঠ করে নিজের ইচ্ছামত আল্লাহর কাছে দু'আ করবে। এরূপ তিনবার করবে। অতঃপর মারওয়ার দিকে রওয়ানা দিবে এবং সবুজ বাতির চিহ্নিত স্থানে দৌঁড়াবে।[১৭৫] মহিলারা দৌঁড়াবে না। মারওয়ার উপরে উঠে কাবামুখী হয়ে হাত তুলে সাফার মতই তাকবীর ও দু'আ পাঠ করবে।(ইন্নাস্ সফা) আয়াতটি শুধু প্রথমবার সাফায় পড়বে আর কখনও পড়বে না।[১৭৬] সাফা হতে মারওয়ায় পৌঁছালে এক

[১৭৫] দ্রঃ হাজ্জাতুন্নাবী ﷺ পৃঃ ৫৮-৬০, মানাসিক লি-আলবানী (রহ.) পৃঃ ২৪-২৬, তাহকীক ওয়াল ইযাহ পৃঃ ৪০-৪১।

[১৭৬] কেননা নাবী ﷺ হতে শুধু প্রথমবার ছাড়া আর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

চক্কর হয়ে যাবে, আবার মারওয়া হতে সাফায় আসলে দ্বিতীয় চক্কর হবে, এভাবে মারওয়ায় ৭ম চক্কর শেষ হবে। সাফা ও মারওয়ায় যতবার উঠবে একই নিয়মে হাত তুলে তাকবীর ও দু'আ করবে।

২৭। সাঈ-র জন্য কোন নির্দিষ্ট দু'আ নেই, অতএব কুরআন পাঠ, যিকির আযকার ও দু'আ-দরূদ প্রয়োজনমত পাঠ করবে। আরবী জানা না থাকলে নিজের ভাষায় দু'আ করবে। কিছু সাহাবী (রা.) হতে নিম্ন দু'আটি প্রমাণিত হিসাবে এটা পাঠ করতে পারে।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ

উচ্চারণ : রাব্বিগফির ওয়ার্হাম, ইন্নাকা আন্তাল আ'আয্যুল্ আক্রাম।

অর্থ : "হে রব ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন নিশ্চয়ই আপনি সম্মানী ও মহৎ।[১৭৭]

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ

(í) সাঈ করা অবস্থায় পুরুষদের ডান কাঁধ খোলা রাখা।

(í) প্রতি চক্করের জন্য বিশেষ বিশেষ দু'আ পাঠ করা।

(í) সাঈ চলাকালীন জামাতে না দাঁড়ানো (বরং জামাতে দাঁড়াবে এবং বাকী অংশ সালাত শেষে পূর্ণ করবে)।

---

[১৭৭] সাহাবী ইবনু মাসউদ ও ইবনু উমরা (রা.) হতে প্রমাণিত- মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বাহ ৪/৬৮,৬৯ পৃঃ মানাসিক লি আলবানী (রহ.) পৃঃ ২৭।

(í) সাঈ শেষে দুই রাকআত সালাত পড়া।

(í) সাফা মারওয়ায় পাথর ছোঁয়া এবং চেহারা ও গায়ে মালিশ করা।

(í) পুরুষদের সাথে নারীদেরও সবুজ চিহ্নিত স্থানে দৌঁড়ানো।

চুল কেটে হালাল হওয়া/ التحلل بالحلق أوالتقصير

উমরার কাজ প্রায় সবই শেষ এখন মাথার চুল কেটে ইহরাম হতে হালাল হতে হবে এটাও উমরার ওয়াজিব কাজ। কিরান ও ইফরাদ হাজ্জে- ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবে, তারা চুল

কাটবে না। পুরুষদের জন্য মাথা নেড়া করা অথবা চুল ছোট করা উভয়ভাবে হালাল হতে পারে। মাথা নেড়া করা বেশী উত্তম, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্য তিনবার দু'আ করেছেন আর যারা চুল ছোট করে তাদের জন্য একবার দু'আ করেছেন।[১৭৮] কেনইবা উত্তম হবে না তারা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য নিজের সৌন্দর্য বিসর্জন দিয়েছেন। তবে যদি উমরাহ শেষ করেই আবার ক'দিনের মধ্যে হাজ্জ শুরু হয় তাহলে ১০ তারিখে যেন মাথা নেড়া করা যায় এজন্য উমরার পর নেড়া না করে চুল ছোট করাই উত্তম, যেমন হাসাবীগণ বিদায় হাজ্জের সময় করেছিলেন।[১৭৯] আর

[১৭৮] সহীহুল বুখারী হা/১৭২৮; সহীহ মুসলিম হা/ ৩১৪৮।

[১৭৯] সহীহ মুসলিম হা/২৯৬০।

মহিলারা তাদের মাথার চুলের অগ্রভাগ আঙ্গুলের মাথার পরিমাণ কাটার মাধ্যমে হালাল হবে। হাজীদের একজন অপর জনের চুল কেটে বা নেড়া করে দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই।[১৮০]

এভাবে উমরা হতে হালাল হয়ে অপেক্ষা করবে ৮ তারিখের। অতঃপর ৮ তারিখে হাজ্জের জন্য নতুন করে ইহরাম বাঁধবে।

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ

(í) পুরুষদের চুল ছোট করলে সম্পূর্ণ মাথার চুল ছোট করা উচিত, শুধু এক জায়গা হতে করা ঠিক নয়।

(í) নারীদের মাথার চুল কাটার সময় পুরুষদের সম্মুখে মাথা উন্মুক্ত করা ঠিক নয়।

---

[১৮০] তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ১১৪।

الإحرام بالحج فى اليوم الثامن والذهاب إلى منى/

৮ তারিখে (ইয়াউমুত তারবিয়ায়) হাজ্জের ইহরাম বাঁধা এবং মিনায় গমন

২৯। ৮ তারিখ (যুল হাজ্জ মাসে) যাকে ইয়াউমুত তারবিয়াহ বলা হয়। সেদিন সকালে আপন আপন স্থানে এবং মাক্কাবাসী আপন বাসায় পূর্বের মত ইহরামের প্রস্তুতি নিয়ে অন্তরে হাজ্জের নিয়্যাত করবে এবং মুখে لَبَّيْكَ اللهُمَّ حَجًّا (লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান) বলে হাজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং মিনার দিকে রওয়ানা হবে।[১৮১] মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর পাঁচ ওয়াক্ত যথা সময়ে

---

[১৮১] হাজ্জাতুন্নাবী ﷺ পৃঃ ৬৮।

কসর সালাত পড়বে। এমনকি মাক্কাবাসীরাও কসর পড়বে, কারণ এটা হাজ্জের বিধান।[১৮২]

উল্লেখ যে, অনেক সময় ব্যবস্থাপনার সমস্যার কারণে ৭ তারিখ দিবাগত রাতে হাজিদের মিনায় নেয়া হয়। এমনটি ঘটলে মিনায় যাওয়ার সময় ইহরাম বেঁধে যাবে।

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

(í) মিনায় যাওয়ার পূর্বে ১০ তারিখের সাঈ অগ্রীম করা।

(í) আপন বাসা তেকে ইহরাম না বেঁধে কাবা থেকে ইহরাম বেঁধে বের হওয়া।

---

[১৮২] তাব্‌সীরুন্‌ নাসিক-পৃঃ ১১৬।

(ı́) ইহরামের বাক্য ও তালবিয়া ছাড়া মনগড়া কোন দু'আ-দরূদে ব্যস্ত হওয়া।

আরাফায় অবস্থান/الوقوف بعرفة :

৩০। মিনায় ফজর সালাতের পর যখন সূর্য উদিত হবে তখন আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে এবং তালবীয়া ও তাকবীর বেশী বেশী পাঠ করবে।[১৮৩] অতঃপর নিয়ম হল আরাফায় প্রবেশের আগে নামেরা প্রান্তরে ওরানা উপত্যাকায় অবস্থান করে সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আসর সালাত পড়ে আরাফার সীমানায় প্রবেশ করবে।[১৮৪] কিন্তু এত বিশাল সংখ্যক মানুষের পক্ষে হুবহু সেভাবে সম্ভব হয়ে উঠে না, ফলে মিনা হতে সরাসরি আরাফার সীমানায়

---

[১৮৩] সহীহ মুসলিম হা/৩০৯৫।

[১৮৪] সহীহ মুসলিম হা/ ২৯৫০।

যাওয়া হয়। আশা করি ইনশাআল্লাহ এতে কোন অসুবিধা হবে না।[১৮৫] তবে কেউ যদি কাফেলা মুক্ত হয়ে একাকী হাজ্জ করে তাহলে তার চেষ্টা করা উচিত। অনুরূপ মিনা হতে সূর্য উদয়ের পর আরাফার দিকে যাওয়ার নিয়ম কিন্তু যানজোটের সমস্যার কারণে অনেককে সূর্য উদয়ের আগেই নিয়ে যাওয়া হয়। আশা করি নিরুপায় হয়ে যেতে হয় এজন্য কোন অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ।

৩১। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : (الْحَجُّ عَرَفَةُ) "আরাফায় অবস্থানই হল হাজ্জ।"[১৮৬] অতএব আরাফায় অবস্থান করা ফরয, অবস্থান ছুটে গেলে হাজ্জ

---

[১৮৫] দ্রঃ মানাসিক লি আলবানী (রহ.) পৃঃ ২৮, টিকা নং ২।
[১৮৬] সুনানে আরবাআহ- ইবনু মাজাহ হা/৩০১৫, সহীহ।

বাতিল হয়ে যাবে। আবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ওয়াজিব।[১৮৭]

অতএব সুর্য ঢোলে যাওয়া হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করার মূল সময়। প্রশ্ন হল যদি কারো পক্ষে উক্ত সময়ে আরাফায় অবস্থান সম্ভব না হয় তাহলে তার কি করণীয়? উত্তর হল : সাহাবী ওরওয়াহ বিন মুযারিরস (রা.) বলেন : আমি মুযদালিফায় জিজ্ঞাসা করলাম হে রাসূলুল্লাহ যথা সময়ে আরাফায় অবস্থান করতে পারিনি বরং অনেক রাতে আরাফায় অবস্থান করেছি এবং এখন মুযদালিফায় পৌঁছেছি অতএব আমার হাজ্জ হবে কি?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাবে বললেন :

---

[১৮৭] সহীহ মুসলিম হা/২৯৫০।

مَنْ اَدْرَكَ هذهِ الصَّلاَةَ وَاَتٰى عَرَفَاتَ قَبْلَ ذٰلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّه"

যে ব্যক্তি (মুযদালিফায় ফজরের) সালাত পাবে এবং এর পূর্বে রাতে হোক বা দিনে হোক আরাফায় অবস্থান করতে পারবে তার হাজ্জ হয়ে যাবে।[১৮৮] অতএব এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, ৯ তারিখ বা আরাফা দিবাগত মুযদালিফা রাতে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত আরাফায় কেউ অবস্থান করে মুযদালিফায় গিয়ে ফজর পড়তে পারলে তার আরাফার অবস্থানের ফরজ আদায় হয়ে যাবে, অনুরূপ সূর্য ঢোলার আগে আরাফার দিনে কেউ আরাফায় অবস্থান করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে।[১৮৯] তবে সুর্যাস্ত পর্যন্ত

---

[১৮৮] সুনান আবূ দাউদ হা/ ১৯৫০ (সহীহ)।

[১৮৯] তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ১১৯।

অবস্থান না করতে পারায় তার ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণে দম দিতে হবে।

৩২। আরাফার দিবসে সূর্য ঢোলার পর ইমাম সাহেব আরাফার খুতবা/ভাষণ প্রদান করে এক আযানে ও দুই ইকামাতে যোহরের সময়ে যোহর এবং আসর একত্রে কসর সালাত পরাবেন। যদি সম্ভব হয় ইমামের সাথে জামআতে সালাত পড়া- আল হামদুল্লিল্লাহ। সম্ভব না হলে আপন তাবুতে যোহরের সময় হলে এক আযানে ও দুই ইকামাতে যোহরের দুই রাকআত এবং আসরের দুই রাকআত কসর একত্রে জামাআতের সাথে আদায় করবে। জামআত সম্ভব না হলে একাই আদায় করবে। কারণ এটাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত এবং সাহাবীদের আমল। আর পৃথক পৃথক ওয়াক্তে এবং পূর্ণ সালাত

আদায় করা সুন্নাত বিরোধী।[১৯০] আরাফার মত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল দিনে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাত হয়ে রাসূলের সুন্নাহ বিরোধী কাজ করা কোন মুমিন ব্যক্তির জন্য শোভনীয় নয়। আল্লাহ আমাদের সর্বদাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আরাফার দিনে রোযা রাখা অত্যন্ত ফযীলাতপূর্ণ কাজ। তবে এটা যারা হাজ্জ করবে না তাদের জন্য। হাজীদের জন্য রোযা না রাখাটাই সুন্নাত।[১৯১]

---

[১৯০] সহীহ মুসলিম হা/২৯৫০।

[১৯১] সহীহুল বুখারী হা/১৯৮৮; সহীহ মুসলিম হা/ ২৬৩২।

৩৩। আরাফার দিন অত্যন্ত ফযীলাতপূর্ণ দিন। আশিয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَن يَعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَ إِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمْ الْمَلاَئِكَةَ، فَيَقُوْلُ : مَا اَرَادَ هَؤُلاَءِ ؟

"আরাফার দিনেই আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করেন, এমনকি তিনি নিকটবর্তী হয়ে আরাফাবাসীদের নিয়ে গর্ববোধ করে ফেরেশতাদেরকে বলেন : দেখ তারা কি চায়?"[১৯২]

অন্য হাদীসে এসেছে :

---

[১৯২] সহীহ মুসলিম হা/৩২৮৮।

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاؤُونِي شُعْثًا غُبْرًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আরাফাবাসীদের নিয়ে গর্ববোধ করে আকাশবাসীকে বলেন দেখ আমার বান্দারা আমার কাছে ধুলায় মলিন হয়ে এলোমেলো কেশে নত হয়ে এসেছে।[১৯৩] এভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলতে থাকে।

৩৪। অতএব যোহরের সময়ে যোহর এবং আসর শুধু ফরয কসর এক আযানে এবং দুই ইকামাতে (২ + ২) চার রাকআত সালাত পড়েই আরাফার ময়দানে দু'আ-দরূদ যিকির-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল এবং তালবিয়া

[১৯৩] মুসনাদ আহমাদ (সহীহ), মানাসিকলি আলবানী- পৃঃ ২৯।

পাঠে মগ্ন হওয়া উচিত, মূলত এটাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত।[১৯৪] সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উমার (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ خَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

"সর্বোত্তম দু'আ আরাফার দিনের দু'আ, আর আমি এবং আমার পূর্ববর্তী সকল নাবীগণ যে উত্তম কালিমা (বাণী) পাঠ করেছেন তাহল : "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু

---

[১৯৪] সহীহ মুসলিম হা/২৯৫০।

লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।"[১৯৫]

হাদীসে বর্ণিত কালিমাটি এবং তালবিয়া বেশী বেশী পড়বে। কোন তরীকা বা বিশেষ পদ্ধতিতে যিকির এবং দলবদ্ধভাবে দু'আ-দরূদ নয়। বরং একাকী কিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে, নিজের ও পরিবারের এবং সমগ্র মুসলিম উম্মার কল্যাণ কামনা করবে। এটাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত।[১৯৬] আরাফায় যদি সম্ভব হয় তাহলে জাবালে রহমতকে সম্মুখে রেখে কেবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দু'আ

[১৯৫] সুনান তিরমিযী হা/৩৫৮৫, সিলসিলা সহীহাহ হা/১৫০৩।
[১৯৬] সুনান সানাঈ হা/৩০১১ (সহীহ)।

করবে। তবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

وَقَفْتُ هٰهُنَا وعَرَفَةٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ .

"আমি এখানে (পাহাড়ের কাছে) অবস্থান করেছি তবে গোটা আরাফা প্রান্তর অবস্থান স্থল।"[১৯৭]

অতএব জাবালে রহমতে উঠা এবং পাথর ছোয়া ও চেহারা এবং গায়ে মালিশ করা বা সেখান হতে মাটি নিয়ে আসা এসবই সুন্নাত বিরোধী ও বিদ'আত, যা অবশ্যই বর্জনীয়। আরাফায় বিশেষ কোন সালাত ও দু'আ নেই, ইচ্ছামত কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ জানা না থাকলে নিজের ভাষায় দু'আ এবং তালবিয়া ও

[১৯৭] আবূ দাউদ, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদ (সহীহ), হাজ্জাতুন্নাবী ৩- পৃঃ ৭৪।

পূর্বল্লিখিত কালিমা পাঠ করতে থাকবে। **পাঠকের জন্য কুরআন ও হাদীসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দু'আ এ বইর শেষে উচ্চারণ ও অর্থসহ উল্লেখ করা হল।**

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয় সমূহ :

(í) আরাফার জন্য বিশেষ গোসল করা।

(í) বিভিন্ন তরীকার অযীফা ও বানওয়াট দু'আ দরূদ পড়া।

(í) জাবালে হরমত পাহাড়ে উঠা, পাথর চুমু খাওয়া ও চেহারায় মালিশ করা।

(í) জাবালে রহমাতের তাওয়াফ করা সেখানে ছবি তোলা।

(í) খুতবা শেষ হওয়ার পূর্বেই সালাত পড়া।

(í) যোহর-আসর এক ওয়াক্তে না পড়ে আপন-আপন ওয়াক্তে পড়া।

(í) যোহর-আসরের সুন্নাত বা অন্য কোন নফল সালাত পড়া।

(í) অনর্থক গল্প-গুজবে লিপ্ত হওয়া।

(í) বিশেষ পদ্ধতিতে যিকর ও মিলাদ করা।

(í) সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফার ময়দান ত্যাগ করা।

(í) আরাফার সীমান্তের বাইরে ঘুরাফেরা করা।

মুযদালিফায় রাত্রিযাপন/المبيت بمزدلفة :

৩৫। সূর্য ভালভাবে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করবে।[১৯৮] অতঃপর ধীরস্থির ও শান্ত-নম্রভাবে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা দিবে এবং মুযদালিফায় পৌঁছেই এক আযান ও দুই ইকামাতে মাগরিব ও ঈশা কসর সালাত (জামাআতে) পড়বে।[১৯৯] মাগরিব ও ইশার কোন সুন্নাত সালাত পড়বে না, কিন্তু বিতর সালাত পড়বে।[২০০]যদি মুযদালিফায় পৌঁছতে অর্ধরাত্রি পার হয়ে যায়, তাহলে পথেই (অর্ধরাত্রির পূর্বে) সালাত পড়ে নিবে। এ রাত্রিতে আর বিশেষ কোন ইবাদাত নেই তাই ফজর পর্যন্ত মুযদালিফায় ঘুমাবে।[২০১] কারণ

---

[১৯৮] সহীহ মুসলিম হা/ ২৯৫০।

[১৯৯] হাজ্জাতুন্নাবী ﷺ, পৃঃ ৭৫।

[২০০] মানাসিক লি আলবানী (রহ.), পৃঃ ৩০।।

[২০১] তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ১৩৮।

আগামী দিন (১০ তারিখে) সবচেয়ে বেশী ও কঠিন কাজ রয়েছে সেজন্য এ রাতে বেশী বিশ্রামের প্রয়োজন। মুযদালিফায় মাসজিদে আযান শুনে জামাতে শামিল হতে পারলে ভাল না পারলে আযান ও ইকামাত দিয়ে ফজরের জামাতে ফজরের সালাত আওয়াল ওয়াক্তে পড়ে নিবে। ফজরের সালাত যেন মুযদালিফার সীমানায় অবশ্যই হয় নিশানা-চিহ্ন দেখে তা নিশ্চিত হতে হবে।

৩৬। ফজরের সালাত শেষ করে ভালভাবে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত যিকির, তাসবীহ ও দু'আ-দরূদে মগ্ন থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ}

অর্থ : অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত হতে ফিরবে তখন মাশ‘আরুল হারামের নিকট আল্লাহর স্মরণ (যিকর) করবে আর তাঁকে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন, যদিও তোমরা এর আগে পথভ্রষ্টদের মধ্যে ছিলে।[২০২]

যদি সম্ভব হয় মাসজিদের পাশে মুযদালিফার পাহাড়ে (বর্তমান প্রায় সমতল) উঠে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর গুণগান করতঃ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দু‘আ দরূদে মশগুল হবে।[২০৩] পাহাড়ে সম্ভব না হলে মুযদালিফায় যেকোন স্থানে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দু‘আ-দরূদে মশগুল হবে।[২০৪] অতঃপর সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বেই

---

[২০২] সূরা বাকারাহ : ১৯৮।

[২০৩] সুনান আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, হাজ্জাতুন্নাবী ﷺ, পৃঃ ৭৬।

[২০৪] সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ, হাজ্জাতুন্নাবী ﷺ- পৃঃ ৭৬।

ধীর-শান্তভাবে তালবিয়া পড়তে পড়তে মিনার দিকে রওয়ানা দিবে।[২০৫]

৩৭। মুযদালিফায় অর্ধরাত পর্যন্ত (চন্দ্র অস্ত যাওয়া পর্যন্ত) থাকার পর অসুস্থ নারী ও শিশুদের মিনায় আসার জন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুমতি দিয়েছেন।[২০৬] অনুরূপ দূর্বল, অসুস্থ ও শিশুদের পরিচালক হিসাবে যে থাকবে সেও অর্ধরাত্রির পর মুযদালিফা ত্যাগ করতে পারবে। প্রসিদ্ধ সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন :

أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ε لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ

---

[২০৫] আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাজ্জাতুন্নাবী ©- পৃঃ ৭৭, মানাসিক লি আলবানী ©- পৃঃ ৩১।

[২০৬] সহীহুল বুখারী হা/১৬৭৬; সহীহ মুসলিম হা/ ৩১৩০।

"নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় পরিবারের দুর্বলদের যাদেরকে মুযদালিফার রাত্রিতে (ফজরের) আগেই প্রেরণ করেছিলেন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম।"[২০৭]

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

(í) আরাফা হতে মুযদালিফা দৌঁড়-ঝাপ করে আসা।

(í) মুযদালিফায় রাত্রিযাপনের জন্য বিশেষ গোসল করা।

(í) মুযদালিফায় বিশেষ দু'আ ও অযীফা পাঠ করা।

(í) মুযদালিফায় পৌঁছে তাড়াতাড়ি সালাত না পড়ে পাথর সংগ্রহে ব্যস্ত হওয়া।

---

[২০৭] সহীহুল বুখারী হা/১৬৭৮, ১৬৭৭ এবং ১৬৭৯-১৬৮১।

(í) মাগরিব ও ঈশার সুন্নাত-নফল ইত্যাদি সালাত পড়া।

(í) রাত্রিতে না ঘুমিয়ে জাগরণ করা।

১০ তারিখের (ইয়াউমুন্ নাহর-এর) কার্যাবলী/ أعمال يوم النحر :

৩৮। যুল হাজ্জ মাসের ১০ তারিখে মোট পাঁচটি কাজ করতে হয় যা নিম্নরূপ :

(ক) বড় জামরায় ৭টি পাথার মারা।

(খ) কুরবানী করা।

(গ) মাথা নেড়া করা বা চুল কাটা।

(ঘ) তাওয়াফে ইফাযাহ বা যিয়ারাহ করা এবং

(ঙ) সাঈ করা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এরূপ সিরিয়ালে প্রমাণিত।[২০৮] এ নিয়মে যদি করতে পারা যায়- আল হামদুলিল্লাহ।

করতে থাক কোন অসুবিধা নেই/ افعل ولاحرج

৩৯। ১০ তারিখের কাজগুলো উপরোল্লিখিত সিরিয়ালে করতে পারলে ভাল, যদি সম্ভব না হয় তাহলে বড় অপরাধ হয়ে গেছে ফলে কাফফারা দিতে হবে এমন নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়টি সহজ করেদিয়েছেন। সিরিয়াল

[২০৮] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ ইত্যাদি; দ্রঃ হাজ্জাতুন্নাবী ছ- পৃঃ ৭৯-৮৯।

রক্ষা করা অপরিহার্য করেননি। যেমন হাদীসে এসেছে :

١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

(১) সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জে (যুল হাজ্জাহ এর ১০ তারিখে) মানুষদের সামনে দাঁড়ালেন : তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল। এক ব্যক্তি বললেন : আমি না বুঝেই কুরবানীর আগে মাথা নেড়া করে ফেলেছি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাবে বললেন : এখন কুরবানী কর কোন অসুবিধা নেই। অপর একজন আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : আমি না বুঝেই পাথর মারার আগে কুরবানী করে ফেলেছি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : এখন পাথর মার কোন অসুবিধা নেই। (সাহাবী বলেন) ১০ তারিখের কাজগুলো আগে-পিছে সিরিয়াল ভঙ্গ করে করা সম্পর্কে যখনই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তখনই তিনি একই জবাব দিয়েছেন : করতে থাক কোন অসুবিধা নেই।[২০৯]

٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ .

[২০৯] সহীহুল বুখারী হা/১৭৩৬, সহীহ মুসলিম হা/৩১৫৬।

(২) সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ১০ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন জামরার (পাথর মারার স্থানের) কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন শুনলাম একজন লোক জিজ্ঞাসা করল : হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি পাথর মারার পূর্বেই মাথা নেড়া করে ফেলেছি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাবে বললেন : তুমি এখন পাথর মার কোন অসুবিধা নেই। অপর একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা করলেন : আমি পাথর মারার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাবে বললেন : এখন পাথর মার কোন অসুবিধা নেই। অপর আরেকজন আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : আমি পাথর মারার আগেই তাওয়াফ করেছি? তিনি

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাবে বললেন : এখন পাথর মার কোন অসুবিধা নেই। আমি দেখেছি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সেদিন যে বিষয়েই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তিনি সকলকেই বলেছেন : করতে থাক কোন অসুবিধা নেই।"[২১০]

٣. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ

(৩) সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ১০ তারিখে মিনায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাস করা হচ্ছে, তিনি জবাবে বলছেন :

---

[২১০] সহীহ মুসলিম হা/৩১৬৩।

কোন অসুবিধা নেই। একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন : আমি কুরবানী করার আগে মাথা নেড়া করেছি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : এখন কুরবানী কর কোন অসুবিধা নেই। অপর একজন জিজ্ঞাসা করলেন : আমি সন্ধ্যাবেলায় পাথর মেরেছি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাবে বললেন : কোন অসুবিধা নেই।[২১১]

٤. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ

[২১১] সহীহুল বুখারী হা/১৭৩৫।

قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ .

(৪) সাহাবী উসামা বিন শারীক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে হাজ্জ করার জন্য বের হলাম, তখন দেখলাম মানুষ তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে। একজন বলল : হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি তাওয়াফ করার পূর্বে সাঈ করে ফেলেছি? অথবা কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, আমি পরের কাজ আগে করেছি, অথবা আগের কাজ পরে করেছি? তিনি সবার

জবাবে বলতে লাগলেন : কোন অসুবিধা নেই, কোন অসুবিধা নেই। তবে ঐ ব্যক্তিরই সমস্যা যে কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ অন্যায়ভাবে নিয়েছে, সেই ধ্বংস হয়েছে এবং সমস্যায় নিপতিত হয়েছে।"[২১২]

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ লক্ষ করলে নিম্ন বিষয়গুলো পাওয়া যায় :

১. কুরবানীর পূর্বে মাথা নেড়া করা।

২. পাথর মারার পূর্বে কুরবানী করা।

৩. পাথর মারার পূর্বে মাথা নেড়া করা।

৪. পাথর মারার পূর্বে তাওয়াফ করা।

৫. রাতের বেলা পাথর মারা।

৬. তাওয়াফের পূর্বে সাঈ করা।

---

[২১২] সুনান আবূ দাউদ হা/২০১৫ (সহীহ), তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ১৪২।

৭. ১০ তারিখের কাজগুলো সিরিয়াল ভঙ্গ করে আগের কাজ পরে ও পরের কাজ আগে করা।

সকল সমস্যার সমাধানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটাই জবাব দিলেন : إِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ "করতে থাক কোন অসুবিধা নেই।" এতে প্রমাণিত হয় ১০ তারিখের কাজগুলো পালনে হাজ্জকারীর জন্য সিরিয়াল রক্ষা করা অপরিহার্য নয়। এবং সিরিয়ালে ত্রুটিহলে কোন কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাউকে কাফফারার নির্দেশ দেননি এমনকি এ ত্রুটির জন্য কঠিন ভাষাও ব্যবহার করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, সিরিয়াল রক্ষা করা কোন জরুরী বিষয় নয় বরং প্রয়োজনে সিরিয়াল ভঙ্গ করা বৈধ রয়েছে। এরপরও যারা সিরিয়াল রক্ষা করা ওয়াজিব বলে ফাতওয়াবাজী

করে তাদেরকে আল্লাহর বাণী স্মরণ করে দেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ}

"নিশ্চয় যার হৃদয় বা উপলব্ধি শক্তি রয়েছে অথবা মনে-প্রাণে শ্রবণ করে তার জন্য তাতেই উপদেশাবলী রয়েছে।"[২১৩]

আর যাদের হৃদয় বা উপলব্ধি শক্তি নষ্ট হয়েগেছে এবং মনে-প্রাণেও শ্রবণ করে না, তাকে সহীহুল বুখারীর হাদীস কেন কুরআন শুনালেও কোন কাজ হবে না। আল্লাহ আমাদের গোঁড়ামী বর্জন করে কুরআন ও হাদীস গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

[২১৩] সূরা ক্বাফ : ৩৭।

৪০। ১০ তারিখ সকালে ফজর সালাত মুযদালিফায় পড়ার পর ফর্সা হলে সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার দিকে রওয়ানা দিবে, পথে মুহাস্‌সির উপত্যকা[২১৪] দ্রুত গতিতে অতিক্রম করবে।[২১৫] মিনায় এসে সর্বপ্রথম বড় জামারা (পাথর মারার স্থান) যা মাক্কার দিকে সেখানে ৭টি পাথর মারবে। জামারা মুখী হয়ে মাক্কাকে বাম দিকে এবং মিনাকে ডানদিকে রেখে কাছে গিয়ে পাথর মারবে।[২১৬] প্রতিটি পাথর মারার সময় তাকবীর- (আল্লাহু আকবার) বলবে এবং শেষ পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবে। সাহাবী ফযল বিন আব্বাস (রা.) বলেন :

---

[২১৪] মুহাসসির ঐ স্থান যেখানে আবরাহার হস্তিবাহিনী বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল, হাজ্জাতুন্নাবী ৫- পৃঃ ৭৮ টিকা- ৭৯, যাদুল মায়াদ ২/২৫৬ পৃঃ।

[২১৫] সহীহ মুসলিম হা/২৯৫০।

[২১৬] মানাসিক লি আলবানী (রহ.)- ৩১ পৃঃ।

أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم مِنْ عَرَفَاتَ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ .

আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে আরাফাত হতে ফিরে আসলাম, তিনি বড় জামারায় পাথর মারা পর্যন্ত সর্বক্ষণ তালবিয়া পাঠ করে চলছেন। তিনি প্রতিটি পাথর মারার সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলছেন এবং শেষ পাথর মেরেই তালবিয়া বন্ধ করলেন।[২১৭]

পাথর হবে বড় বুটের দানার চেয়ে একটু বড় (অর্থাৎ মারবেলের গুলির মত) এবং পাথর

[২১৭] সহীহ ইবনু খুযাইমাহ হা/২৮৮৭, ফতহুলবারী ৩/৪২৬ পৃঃ।

যেন নির্দিষ্টি স্থানে পতিত হয় তা লক্ষ রাখতে হবে।[২১৮]

পাথর মারার সময় শুরু হয় (সুস্থ-মানুষের) জন্য সূর্যোদয় হওয়ার পর থেকে। এমনকি যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির সাথে যাবে সেও সূর্যোদয়ের পর পাথর মারবে আগে নয়।[২১৯] আর যারা অসুস্থ তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে পাথর মারতে পারবে কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বিশেষ অনুমতি দিয়েছেন।[২২০] সূর্যোদয় হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপের সময়।[২২১] কেউ পাথর মারতে অক্ষম

---

[২১৮] রামিউল জামারাত- পৃঃ ৯-১০।

[২১৯] সুনান তিরমিযী হা/৮৯৩; আহমাদ হা/২৮৪২।

[২২০] সহীহুল বুখারী হা/১৬৭৬; দ্রঃ যাদুল মায়াদ- ২/২৫১ পৃঃ; ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এখানে সুন্দর সমাধানমূলক আলোচনা করেছেন। দ্রঃ আল-মানহাজ লি মুরীদিল হাজ্জি ওয়াল উমরা- আল-মাজমু আল-মুফীদ- পৃঃ ১৬০।

[২২১] সহীহুল বুখারী হা/১৭৩৫।

হলে অন্য ব্যক্তি তার পক্ষে পাথর মারতে পারবে। **(হাজ্জের ওয়াজিব : পাথর মারা প্রসঙ্গ দ্রঃ)**

৪১। ১০ তারিখে জামারাতুল আকাবায় (বড় স্থানে) পাথর মারলে হালাল হয়ে যাবে। আয়িশাহ (রা.) বলেন :

طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ

"আমি রাসূলুল্লাহ কে ইহরাম বাঁধার পূর্ব মুহূর্তে সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি, অনুরূপ কাবায় তাওয়াফ করার পূর্বে জামারাতুল আকাবায় পাথর মারার পর হালাল হওয়ার জন্য সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি।"[২২২]

[২২২] সুনান নাসাঈ হা/২৬৮৬ (সহীহ) সিলসিলাহ সহীহাহ হা/ ২৩৯; হাজ্জাতুন্নাবী ② পৃঃ ৮১; বিস্তারিত দলীল দ্রঃ রামিউল

উল্লেখ্য যে, হালাল দুই প্রকার প্রথম হালাল ও দ্বিতীয় হালাল। জামারাতুল আকাবায় পাথর মারলে প্রথম হালাল হয়ে যায় এতে স্ত্রী মিলন ছাড়া ইহরামে নিষিদ্ধ সর্ববিষয় হালাল হয়ে যায়। ১০ তারিখে কাবায় তাওয়াফ এর মাধ্যমে দ্বিতীয় হালাল বা পূর্ণ হালাল হয়ে যায় আর কোন ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয় থাকে না।[২২৩]

৪২। ১০ তারিখের দ্বিতীয় কাজ হল হাদী যবাহ করা।[২২৪] হাদী- উত্তম হল উট অতঃপর গরু অতঃপর ছাগল বা দুম্বা অথবা উট বা গরুর সাত ভাগরে এক ভাগ। হাদীর বয়স ও বৈশিষ্ট্য

জামারাত- ডঃ সাঈদ আল-কাহতানী- পৃঃ ১৮, ২য় মাসআলা প্রথম মত।

[২২৩] মানাসিক লি আলবানী (রহ.) পৃঃ ৩২।

[২২৪] "হাদী" তামাত্ত ও কিরান হাজ্জে ১০ তারিখে যে পশু যাবহ করতে হয় তাকে হাদী বলা হয়। এটা ঈদুল আযহার কুরবানী নয় বরং হাজ্জের একটি ওয়াজিব কাজ।

কুরবানীর পশুর মতই হতে হবে।[২২৫] হাদী একাধিকও হতে পারে যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদী ছিল ১০০টি উট। ৬৩টি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতেই নহর (উটকে দাঁড়ান অবস্থায় শাষনালী কেটে দেয়ার মাধ্যমে যবাহ) করেছেন, বাকীগুলো আলী (রা.) নহর করেছেন।[২২৬] হাদী যথাসম্ভব নিজে যবাহ করতে পারলে উত্তম, না পারলে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল করবে।

৪৩। পশু যবাহ এর স্থান সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

---

[২২৫] দ্রঃ তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ১৪৫; মানাসিক লি আলবানী (রহ.) পৃঃ৩৫।

[২২৬] সহীহ মুসলিম হা/২৯৫০।

مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِي رِحَالِكُمْ

মিনা সম্পূর্ণটা পশু যবাহ এর স্থান, আর মাক্কার প্রতিটি পথ চলাচল ও পশু যবাহ এর স্থান, অতএব তোমরা তোমাদের বাড়ী ঘরে কুরবানী বা পশু যবাহ করতে পার।[২২৭] হাদী ও কুরবানীর সময় সর্বমোট চারদিন। ১০ম তারিখে এবং ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ

"আইয়ামে আশরীকের (১১, ১২ ও ১৩ তারিখে) প্রতিটি দিনই হাদী যবাহ করার দিন।"[২২৮]

---

[২২৭] সুনান ইবনু মাজাহ হা/৩০৪৮ (সহীহ)।

[২২৮] সহীহুল বুখরী, আবূ দাউদ, আহমাদ ও সহীহ ইবনু হিব্বান- সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৪৭৬।

অতএব সর্বমোট (১০-১৩) চার দিনে-দিন ও রাত সর্বসময় হাজ্জের হাদী যবাহ করা যায়। প্রথম দিনে (১০ তারিখে) করতেই হবে না করতে পারলে আর সুযোগ নেই এমনটি নয়।

৪৪। হাদী উট হলে কিবলামুখী করে নহর করতে হবে, আর গরু, ছাগল ও দুম্বা হলে পশুকে বাম কাতে কিবলামুখী করে শুইয়ে যবাহকারী ডান পা পশুর ডান কাতে রেখে কিবলামুখী হয়ে যবাহ করবে।[২২৯] এবং বলবে :

بِسْمِ اللهِ، اللهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا مِنْكَ وَلَكَ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

---

[২২৯] (অর্থাৎ বাংলাদেশে পশু কুরবানীর সময় দিক্ষণদিকে মাথা ও পশ্চিম দিকে পা তাহলে পশু ও যবাহকারী সকলে কিবলামুখী হতে পারবে।) আবূ দাউদ ও অন্যান্য; মানাসিক লি আলবানী পৃঃ ৩৩-৩৪; ইরওয়াউল গালীল হা/১১৩৮; সাহাবী ইবনু উমার (রা.) কিবলামুখী হয়ে যবাহ না করলে তা খাওয়া অপছন্দ করতেন। মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক হা/৮৫৮৫, সহীহ।

"বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা মিনকা ওয়া লাকা, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী।"

"আল্লাহর নামে যবাহ শুরু করছি, আল্লাহ অতি বড়, হে আল্লাহ! নিশ্চয় এটা আপনার পক্ষ হতে (নিয়ামাত) এবং আপনার জন্যই নিবেদিত। হে আল্লাহ আমার পক্ষ হতে এটা কবূল করেনিন।[২৩০]

অপর জনের হাদী যবাহ করলে- "আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী' এর পরিবর্তে "আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন......ব্যক্তির নাম উল্লেখ করবে। হাদীর গোস্ত কুররবানী পশুর গোস্তের ন্যায়, নিজে খাবে অন্যকে খাওয়াবে সম্ভব হলে বাড়ীতে নিবে যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু

---

[২৩০] সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/১১১৮।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন।[২৩১] আবার খেতেই হবে এমন কথা নয়।

৪৫। যদি কোন ব্যক্তি আর্থিক সঙ্কটের কারণে বা অন্য কোন কারণে হাদী (কুরবানী) দিতে সক্ষম না হয় তাহলে হাজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়ীতে ফিরে সাত দিন মোট দশদিন রোযা রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}

"তখন যে কেউ উমরাহ্কে হাজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে উপকার লাভ (তামাত্তু হাজ্জ) করতে

---

[২৩১] সূরা হাজ্জ : ২৮, মানাসিক লি আলবানী (রহ.) পৃঃ ৩৪-৩৫।

ইচ্ছুক, সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে এবং যার পক্ষে সম্ভব না হয়, সে ব্যক্তি হাজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনদিন এবং গৃহে ফেরার পর সাতদিন, এই মোট দশদিন সিয়াম পালন করবে।"[২৩২]

হাজ্জের দিনগুলোতে যে ব্যক্তি তিনটি রোযা রাখবে প্রয়োজনে সে ১১, ১২ ও ১৩ তারিখেও রোযা রাখতে পারবে। আয়িশাহ (রা.) ও ইবনু 'উমার (রা.) বলেন :

لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ

"আইয়ামি তাশরীক (১১, ১২, ১৩ তারিখে) শুধুমাত্র তাদের রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে যারা হাদী পায় না বা সম্ভব হয় না।"[২৩৩]

---

[২৩২] সূরা বাকারাহ : ১৯৬।

[২৩৩] সহীহুল বুখারী হা/১৯৯৭।

আর বাকী সাতটি রোযা বাড়ীতে ফিরার পর একত্রে হোক বা থেমে থেমে হোক রাখতে কোন অসুবিধা নেই।[২৩৪]

৪৬। ১০ তারিখে তৃতীয় কাজ হল মাথা নেড়া করা বা চুল ছোট করা। পুরুষদের জন্য উত্তম হল মাথা নেড়া করা আর মহিলাদের জন্য নিয়ম হল মাথার চুলের অগ্রভাগ আঙ্গুলের মাথার পরিমাণ কাটতে হবে।[২৩৫]

৪৭। ১০ তারিখের চর্তুথ কাজ হল তাওয়াফে ইফাযাহ বা তাওয়াফে যিয়ারাহ করা। এটা মূলত হাজ্জের রোকন। এ তাওয়াফে ইযতেবা এবং রমল নেই। শুধু কাবায় সাত চক্কর তাওয়াফ এবং দুই রাকআত সালাত

---

[২৩৪] তাব্‌সীরুন্‌ নাসিক- পৃঃ ১৪৬।

[২৩৫] চুল কাটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা- ২৮ নং নিয়মে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর যমযমের পানি পান করবে।[২৩৬] এ তাওয়াফের মাধ্যমে ইহরামের সব নিষিদ্ধ বিষয় হালাল হয়ে যাবে। ১০ তারিখে সম্ভব না হলে ১১, ১২, ১৩ বা পরেও করা যেতে পারে।[২৩৭] তাওয়াফের নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বর্ণিত হয়েছে ১৫ হতে ২৩ নং নিয়মে।

৪৮। ১০ তারিখের পঞ্চম কাজ হল সাফা মারওয়ায় সাঈ করা। মূলত এটা শুধু তামাত্ত হাজ্জের জন্য। আর যারা কিরান বা ইফরাদ হাজ্জ করবে তারা তাওয়াফে কুদুমের সময় সাঈ করলে ১০ তারিখে সাঈ করতে হবে না, আর না করলে ১০ তারিখে তাওয়াফের পর সাঈ করতে হবে। কেননা তামাত্ত হাজ্জের জন্য দু'টি

---

[২৩৬] মানাসিক লি আলবানী (রহ.) পৃঃ ৩৬-৩৭।

[২৩৭] তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ১৪৭।

সাঈ, কিরান ও ইফরাদের জন্য একটি সাঈ। আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন :

فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا .

যারা শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছে (তামাত্তু হাজ্জের নিয়্যাতে) তারা কাবায় তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ায় তাওয়াফ (সাঈ) করার পর হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর মিনায় হাজ্জের কাজ শেষ করে এসে পুনরায় তাওয়াফ (সাফা-মারওয়ায় সাঈ) করবে। আর যারা হাজ্জ ও

উমরার একত্রে ইহরাম বেঁধেছে (কিরান হাজ্জের নিয়্যাতে) তারা শুধু একবার তাওয়াফ (সাফা-মারওয়ায় সাঈ) করবে।[২৩৮] সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার বিস্তারিত পদ্ধতি ২৫ হতে ২৭ নং নিয়মে বর্ণিত হয়েছে। এভাবেই ১০ তারিখের কাজগুলো সম্পন্ন হয়ে যাবে।

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ

(í) পাথর মারার জন্য বিশেষ গোসল করা।

(í) পাথর মারার পূর্বে পাথর ধৌত করা।

---

[২৩৮] সহীহুল বুখারী হা/১৬৩৮; সহীহ মুসলিম হা/২৯১০; ইবনে আব্বাস হতে অনরূপ বর্ণিত- সহীহুল বুখারী হা/১৫৭২।

(í) পাথর মারার সময় "আল্লাহু আকবার" ছাড়া অন্য দু'আ পড়া এবং শয়তানকে গালি-গালাজ করা ও জুতা ছুরে মারা।

(í) হাদী বা কুরবানী না করে মূল্য সদকা করে দেয়া।

(í) ১০ তারিখের পূর্বেই হাদী যবাহ করা।

(í) মাথার কিছু অংশ নেড়া করা বা কিছু জায়গা হতে চুল ছাটা।

(í) হাজ্জের কাজ মনে করে মিনায় ঈদের সালাত পড়া।

المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

১১, ১২, ১৩ রাত্রি মিনায় যাপন করা

৪৯। ১০ তারিখ দিবাগত রাত হল ১১ রাত এরপর ১২ ও ১৩ রাত, এ তিন রাত

মিনায় যাপন করা ওয়াজিব। তবে তিন রাতের মধ্যে ১১ ও ১২ রাত যাপন করেও চলে আসতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى}

"তোমরা নির্দিষ্ট দিন সমূহে আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। অতঃপর যে ব্যক্তি দু'দিন থেকেই তাড়াতাড়ি চলে আসতে চায় তাতে কোন অপরাধ নেই। আবার যে ব্যক্তি তিন দিন থেকে দেরীতে আসতে চায় তাতেও কোন অপরাধ নেই। এসব তার জন্য যে (আল্লাহকে) সংযমী হয়ে চলে।"[২৩৯] যদি কেউ দু'দিন থেকে চলে আসতে চায় তাহলে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বেই তাকে মিনা ত্যাগ করতে

---

[২৩৯] সূরা বাকারাহ : ২০৩।

হবে। কারণ মিনায় সূর্যাস্ত হলে তাকে ১৩ রাত থাকতে হবে এবং পরদিন সূর্য ঢলার পর পাথর মেরে আসতে হবে। সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উমার (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَنْ غَرَبَتْ لَه" الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَهُوَ بِمِنَى فَلاَتَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِي الْجِمَارَ مِنَ الغَدَ .

"আইয়্যামে তাশরীকের মধ্য দিনে অর্থাৎ ১২ তারিখে যার মিনায় সূর্যাস্ত হয়ে যাবে সে যেন আগামী দিন ১৩ তারিখে পাথর মারার পূর্বে মিনা ত্যাগ না করে।"[২৪০]

তবে তিন রাত থাকা এবং তিন দিন পাথর মারা সবচেয়ে উত্তম কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করেছেন। রাতের

---

[২৪০] মুয়াত্তা মালিক- ১/৪০৭ পৃঃ; তাবসীরুন নাসিক- ১৫৩ পৃঃ; মানাসিক লি আলবানী (রহ.) পৃঃ ৩৮, ১নং টিকা।

অধিকাংশ অর্থাৎ সূর্যাস্ত হতে ফজর পর্যন্ত পূর্ণ সময়ের অর্ধেকের বেশী সময় থাকলে রাত যাপন বলে গণ্য হবে।[২৪১] রাত যাপনের হুকুম দলীলসহ হাজ্জের ওয়াজিব পরিচ্ছদে আলোচনা করা হয়েছে।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবায় হাজীদের পানি পানের ব্যবস্থাপনার জন্য আব্বাস (রা.) কে এবং উটের রাখালদের বিশেষ ওযরে মিনায় রাত্রি যাপন না করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[২৪২]

رمي الجمرات في أيام التشريق

১১, ১২, ১৩ তারিখে পাথর নিক্ষেপ করা

---

[২৪১] তাব্‌সীরুন্‌ নাসিক- পৃঃ ১৫২ ।

[২৪২] সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম, সুনানে আরবা- ইরওয়াউল গালীল হা/১০৭৯, ১০৮০।

৫০। ১১, ১২, ১৩ তারিখে প্রতিটি পাথর মারার স্থানে ৭টি করে মোট ২১টি পাথর মারতে হবে। এ দিনগুলোতে পাথর মারার সময় হল সূর্য ঢোলে যাওয়ার পর হতে মাগরিব পর্যন্ত। সূর্য ঢোলার পূর্বে পাথর মারলে তা কখনই সঠিক হবে না তাকে পুনরায় পাথর মারতে হবে।[২৪৩] শেষ সময় মাগরিব পর্যন্ত। তবে বিশেষ প্রয়োজনে রাতে মারা জায়েয রয়েছে।[২৪৪] পাথর নিক্ষেপের সময় লক্ষ রাখতে হবে পাথর নির্দিষ্ট হাউজে পতিত হয় কিনা। সেখানে যেন পতিত হয় সেভাবে মারতে হবে।[২৪৫] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[২৪৩] হাজ্জর ওয়াজিব সমূহের আলোচনা হয়েছে, বিস্তারিত দ্রঃ "রামিউল জামারাত" এ প্রসঙ্গে- পৃঃ ২৬-৪৬।

[২৪৪] বায়হাকী ৫/১৫১ পৃঃ; সিলসিলা সাহীহাহ হা/২৪৭৭।

[২৪৫] রমিউল জামারাত- পৃঃ ৯-১০; তাবসীরুল নাসিক- পৃঃ ১৫৬ ।

সাল্লাম) এর সুন্নাতী নিয়ম হল : প্রথম (ছোট) স্থানে সাতটি পাথর মারার পর একটু সামনে ডান দিকে গিয়ে কেবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দু'আ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় (মধ্যম) স্থানে সাতটি পাথর মারার পর একটু সামনে বামদিকে গিয়ে কেবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দু'আ করবে এর পর বড় স্থানে সাতটি পাথর মেরে চলে আসবে, সেখানে কোন দু'আ করবে না।[২৪৬] পাথরের পরিমাণ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। পাথর মারতে অক্ষম হলে অন্য জন তার পক্ষে মেরে দিতে পারে। ১২ বা ১৩ তারিখে পাথর মারা হলে মিনার কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। এরপর মাক্কায় চলে আসবে।

[২৪৬] সহীহুল বুখারী হা/১৭৫৩।

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয় সমূহ :

(í) সূর্য পশ্চিমে ঢোলার পূর্বেই পাথর নিক্ষেপ করা।

(í) এক বারেই সাতটি পাথর নিক্ষেপ করা।

(í) বড় স্থানে পাথর নিক্ষেপের পর প্রথম দু'টির ন্যায় দু'আ করা।

বিদায় তাওয়াফ/طواف الوداع :

৫১। হাজ্জের সর্বশেষ কাজ হল বিদায় তাওয়াফ করা। সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لَا

يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

.

"হাজ্জ শেষে মানুষ বিভিন্ন পথে বাড়ী ফিরতে লাগল, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : কাবায় সর্বশেষ তাওয়াফ না করে যেন কেউ বিদায় না হয়।"[২৪৭]

অতএব মাক্কাহ হতে দেশে ফিরার পূর্ব মুর্হূতে বিদায় তাওয়াফ (৭ চক্কর ও ২ রাকআত সলাত) পালন করা ওয়াজিব। অবশ্য ঐ মুর্হূতে কোন মহিলা যদি ঋতুবতী হয় তাহলে তার জন্য বিদায় তাওয়াফ প্রযোজ্য নয়। সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم رَخَّصَ لِلحَائِضِ أَنْ تَصْدِرَ قَبْلَ أَنْ

---

[২৪৭] সহীহুল বুখারী হা/১৬৩৪, সহীহ মুসলিম হা/৩১৭৭।

تَطُوْفَ، إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ طَوَافَ الإِفَاضَةِ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঋতুবতী নারীদের বিদায় তাওয়াফ না করেই যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, যদি ঐ নারী পূর্বেই তাওয়াফে ইফাযাহ বা যিয়ারাহ করে থাকে।[২৪৮]

অতএব প্রমাণিত হল যে, ঋতুবতী নারীদের বিদায় তাওয়াফ করতে হবে না এবং এজন্য কোন কাফফারাও দিতে হবে না যদি তাওয়াফে ইফাযাহ করে থাকে। কিন্তু যদি তাওয়াফে ইফাযাহ না করে এবং বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে ফলে অপেক্ষা করারও কোন সুযোগ নেই। তাহলে এমতাবস্থায় ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করবে, অযূ করবে ও পবিত্র কাপড় পরবে এবং কাবা চত্তরে যেন

[২৪৮] মুসনাদে আহমাদ (সহীহ), ইরওয়াউল গালীল- হা/১০৮৬।

অপবিত্র কিছু না পরে সেজন্য ভালভাবে কাপড় ব্যবহার করবে, অতঃপর কাবায় গিয়ে শুধু তাওয়াফ করে বের হয়ে আসবে, কোন সালাত পড়বে না, সাঈ বাকী থাকলে সাঈ করবে।[২৪৯]

কোন ব্যক্তি যদি তাওয়াফে ইফাযাহ যথাসময়ে করতে না পারে এবং তার বিদায় মুহূর্তও ঘনিয়ে আসে তাহলে একই নিয়্যাতে তাওয়াফে ইফাযাহ ও বিদায় তাওয়াফ করতে পারবে। এরপর সাঈ করলেও কোন অসুবিধা হবে না। ওয়াল্লাহু আলাম।[২৫০]

তাওয়াফ শেষে বিদায় মুহূর্তে সাধারণভাবেই মাসজিদে হারাম হতে বের হবে। প্রথমে বাম পা বের করবে এবং এদু'আ বলবে :

---

[২৪৯] আহকাম মানাসিক হাজ্জ ও উমরাহ লি শাইখিল ইসলাম- পৃঃ ৬১ এবং ৫৯ নং টিকা।

[২৫০] তাব্‌সীরুন্‌ নাসিক- পৃঃ ১৬৩।

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

(আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদ ওয়া সাল্লিম, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাযলিক) কখনও পিছন দিকে হেঁটে বের হবে না এটা সুন্নাহ পরিপন্থী।[২৫১]

সম্ভব অনুযায়ী যমযমের পানি নিয়ে আসবে এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের খাওয়াবে ও গায়ে পানি দিবে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করতেন।[২৫২]

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ

(1) শেষ দিন পাথর মারার পূর্বেই বিদায় তাওয়াফ করা।

---

[২৫১] মানাসিক লি আলবানী (রহ.) পৃঃ ৪১।

[২৫২] সুনান তিরমিযী (হাসান) সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৮৮৩

(ί) বিদায় তাওয়াফের পর মাক্কায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করা।

(ί) বিদায় মুর্হূতে পিছপায় বের হয়ে আসা।

পঞ্চম অধ্যায়/الباب الخامس

الموضوعات للمؤمنات
মহিলাদের বিশেষ বিষয়সমূহ

আমরা এ বইয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে হাজ্জ ও উমরার বিষয়সমূহ আলোচনার সময় মহিলাদের বিশেষ বিষয়সমূহও দলীল সহকারে আলোকপাত করেছি এরপরও পাঠক/পাঠিকার সুবিধার্থে মহিলাদের বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে এখানে তুলে ধরা হল :

১। হাজ্জ ও উমরাহ ফরযের জন্য মহিলাদের বিশেষ শর্ত হল সাথে মাহরাম

থাকতে হবে।[২৫৩] এছাড়া তাদের উপর হাজ্জ-উমরাহ ফরযও নয় এবং হাজ্জ-উমরার উদ্দেশ্যে বের হওয়া জায়েযও নয়।[২৫৪]

২। মহিলাদের ইহরামের প্রস্তুতি পুরুষদের মতই তবে তাদের ইহরামের জন্য সাধারণ পোশাকই থাকবে শুধু হাত মোজা এবং চেহারায় নেকাব ব্যবহার নিষিদ্ধ।[২৫৫] অবশ্য সম্মুখে অপরিচিত পুরুষ আসলে মাথার ওড়না দিয়ে চেহারা ঢেকে নিবে। মীকাত হতে ইহরাম বাঁধার সময় ঋতুবতী হলে ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে আন্তরিকভাবে নিয়্যাত করে মৌখিক হাজ্জ-উমরার বাণী ও তালবিয়া পাঠ করবে।[২৫৬] মীকাত অবতরণ সম্ভব না হলে

---

[২৫৩] সহীহুল বুখারী হা/১৮৬২; সহীহ মুসলিম হা/৩২৭২।

[২৫৪] এ শর্তের বিস্তরিত আলোচনা এবং মাহরামের বর্ণনা হাজ্জ ও উমরার ষষ্ঠ শর্তে দ্রঃ।

[২৫৫] সহীহুল বুখারী হা/১৮৩৮।

[২৫৬] সহীহ মুসলিম হা/২৯৫০।

বাহণে উঠার পূর্বেই গোসল করে নিবে। মোটকথা সর্বাবস্থায় মীকাত ইহরাম ছাড়া অতিক্রম করবে না।

৩। মাক্কায় পৌঁছে পবিত্র হয়ে পুরুষদের ন্যায় একই নিয়মে তাওয়াফ করবে শুধু ইযতিবা এবং রমল করবে না কারণ এ দু'টি শুধু পুরুষদের জন্য।[২৫৭] সম্ভব অনুযায়ী অপর পুরুষদের হতে আড়ালে চলবে এবং নিরবে দু'আ-দরূদ পাঠ করবে। আর মাক্কায় পৌঁছার পর যদি ঋতুবতী হয় অথবা পূর্ব হতেই ঋতুবতী থাকে তাহলে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এমতাবস্থায় তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে সে ইহরাম অবস্থায় রয়েছে। পবিত্র হলে উমরার তাওয়াফ করবে। যদি কেউ

[২৫৭] আল-মুগনী- ৩/৩৩৪ পৃঃ।

যুল হিজ্জার ৮ তারিখে মাক্কায় পৌঁছে তাহলে তাওয়াফ ছাড়া হাজীদের ন্যায় বাকী সবকাজ (মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায়) করতে থাকবে।[২৫৮]

৪। উমরার ইহরাম হতে হালালের জন্য এবং ১০ তারিখে মহিলারা মাথার চুলের অগ্রভাগ আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ কাটবে, নিজের চুল নিজেও কাটতে পারবে। মুযদালিফায় অসুস্থ মহিলারা অর্ধ রাত্রির পর মিনায় চলে আসতে পারবে এবং মিনায় পৌঁছলে বড় জামারায় পাথর মারতে পারবে।[২৫৯]

৫। বিদায় তাওয়াফের সময় কোন মহিলা ঋতুবতী হলে তাকে বিদায় তাওয়াফ করতে

---

[২৫৮] সহীহুল বুখারী হা/৩০৫; সহীহ মুসলিম হা/২৯১৯।

[২৫৯] বিস্তারিত দ্রঃ ৩৬ এবং ৩৯ নং নিয়ম।

হবে না।[২৬০] যদি কোন ঋতুবতী মহিলার তাওয়াফে ইফাযাহ বাকী থাকে এবং সফরের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে এমতাবস্থায় ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করবে, অযূ করবে ও পবিত্র কাপড় পরবে এবং কাবা চত্তর যেন অপবিত্র না হয় সেজন্য ভালভাবে কাপড় ব্যবহার করবে অতঃপর কাবায় গিয়ে শুধু তাওয়াফ করে বের হয়ে আসবে। কোন সালাত পড়বে না এবং সাঈ বাকী থাকলে সাঈ করবে।[২৬১]

---

[২৬০] সহীহুল বুখারী হা/১৭৫৫; সহীহ মুসলিম হা/৩২২০।

[২৬১] আহকাম মানাসিক হাজ্জ ও উমরাহ- পৃঃ ৬১ এবং ৫৯ নং টিকা।

زيارة المسجد النبوى بالمدينة

মাদীনায় মাসজিদে নাববী যিয়ারত

১। মূলত মাদীনায় যিয়ারত হাজ্জ ও উমরার কোন অংশ নয় এবং মাদীনাহ যিয়ারতের কোন নির্দিষ্ট সময়ও নেই, বৎসরের সব সময় মাদীনার মাসজিদ যিয়ারত করা যায়। মাদীনাহ যিয়ারত কোন ফরয বা ওয়াজিবও নয় বরং মুস্তাহাব। শুধু মাদীনাহ যিয়ারতের জন্য দূর হতে আসা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য হাজ্জ ও উমরার সফরেই মাদীনাহ যিয়ারতের সুযোগ নেয়া হয়। যদি কারো পক্ষে মাদীনাহ যাওয়া সম্ভব না হয় বা কেউ না যায় তাহলে হাজ্জ-উমরায় কোন প্রকার ত্রুটি বা অপরিপূর্ণতা হবে না।

২। মাদীনাহ যিয়ারতের নিয়্যাত বা উদ্দেশ্য হতে হবে মাসজিদে নাববী যিয়ারত, মসজিদে নাববীতে সালাত আদায়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবর যিয়ারত নয়। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

মাত্র তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না ; ক) মাসজিদে হারাম (কাবা) খ) আমার মাসজিদ (মাসজিদে নাববী) ও গ) মাসজিদে আকসা (বায়তুল মাকদাস)।[২৬২]

[২৬২] সহীহুল বুখারী হা/১১৮৯; সহীহ মুসলিম হা/৩৩৮৪।

অতএব উল্লেখিত তিনটি মাসজিদ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন মাসজিদ, কবর, মাযার ও দরগায় বেশী সাওয়াবের নিয়্যাতে বা ইবাদাতের নিয়্যাতে সফর করা শরীয়ত সম্মত নয়।

সতুরাং মাদীনায় যিয়ারতের নিয়্যাত হতে হবে মাসজিদে নাববী যিয়ারত এবং সেখানে বেশী সাওয়াবের জন্য সালাত আদায়। বস্তুতঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবর যিয়ারতের উৎসাহ, তাকিদ ও ফাযীলত সম্পর্কিত যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে সবই মাউযু' বা জাল অথবা অতি দূর্বল হাদীস যা ইসলামী শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। পাঠকের ধোকা হতে সতর্কতার জন্য কয়েকটি বহুল প্রচলিত জাল হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল :

ক) مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ

"যে ব্যক্তি হাজ্জ করল কিন্তু আমার যিয়ারত করল না সে যেন আমার প্রতি রুঢ়তা প্রদর্শন করল।"[২৬৩]

খ) مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ مَمَاتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ

"যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করে সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করে।[২৬৪]

গ) "مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَه شَفَاعَتِيْ"

"যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে।"[২৬৫]

---

[২৬৩] জাল হাদীস দ্রঃ সিলসিলাহ যঈফাহ- হা/৪৫।
[২৬৪] জাল হাদীস দ্রঃ যঈফ আল-জামি হা/৫৫৫৩।
[২৬৫] জাল হাদীস দ্রঃ যঈফ আল-জামি হা/৫৬০৭।

ইত্যাদি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর যিয়াতর সম্পর্কিত বহু জাল হাদীস রয়েছে যা হতে বাঁচার জন্য একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর যিয়ারাতের বিশেষ ফযীলত ও নির্দেশনামূলক কোন সহীহ হাদীস নেই।[২৬৬] বরং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরকে কেন্দ্র করে অনেক সতর্কবাণী এসেছে যেমন :

তিনি বলেন :

لاَتَتَّخِذُوا قَبْرِيْ عَيْدًا

[২৬৬] তাহকীক ওয়াল ইযাহ- পৃঃ ৯০-৯১।

"তোমরা আমার কবরকে ঈদে পরিণত কর না।"[২৬৭]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন :

«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .

"হে আল্লাহ আমার কবরকে এমন প্রতিমা বানাইও না যার ইবাদাত করা হয়। ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর কঠিন গযব যারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে সালাত ও ইবাদাতের স্থলে পরিণত করে নিয়েছে।[২৬৮]

---

[২৬৭] মুসনাদ আবূ ইয়ালা (১/৩৬১-৩৬২) হা/৪৬৯, যিয়া আল-মাকদামী (২/৪৯) হা/৪২৮; সুনান আবূ দাউদ হা/২০৪২।

[২৬৮] মিশকাত হা/৭৫০ (সহীহ) আসসামার আল-মুসতাত্বব-১/৩৭১।

অতএব মাদীনায় যিয়ারতের নিয়্যাত হবে শুধু মাসজিদে নাববী যিয়ারত এবং সেখানে সালাত আদায়, কেননা সেখানে সালাত আদায় অনেক ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

"আমার এ মাসজিদে সালাত আদায় করলে মাসজিদে হারাম ছাড়া অন্য সকল মাসজিদে সালাতের চেয়ে হাজার গুণ বেশী ফযীলতপূর্ণ।[২৬৯]

৩। মসজিদে নাববী যিয়ারতের শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি হল : প্রতিটি মাসজিদের ন্যায় প্রথমে ডান পা রেখে প্রবেশ করবে এবং বলবে :

[২৬৯] সহীহুল বুখারী হা/১১৯০; সহীহ মুসলিম হা/৩৩৭৫।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আ'উযু বিল্লাহিল 'আযীম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীমি ওয়া সুলত্বানিহিল ক্বাদীমি মিনাশ্ শায়ত্বানির রজীম, আল্লাহুম্মাফ্‌তাহ্ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

'আল্লাহর নামে, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি, আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট বিতাড়িত শয়তান হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাঁর চিরস্থায়ী রাজত্বের এবং মর্যাদাপূর্ণ

চেহারার মাধ্যমে। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।[২৭০]

অতঃপর মাসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত দুখুলুল মাসজিদ সালাত পড়েব। যদি সম্ভব হয় রাওযায় পড়বে। না হলে যে কোন স্থানে পড়বে। রওযায় পড়তেই হবে এমন কথা নয়।

উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর কবরকে রওযা বলে সম্বোধন করা হয় এটা ভ্রান্ত ধারণা এবং হাদীস পরিপন্থী কথা কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَابَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

---

[২৭০] উক্ত দু'আটি বিভিন্ন হাদীসের সমন্বয়ে, দ্রঃ সহীহ মুসলিম হা/১৬৫২; আবূ দাউদ হা/৪৬৬; তিরমিযী হা/৩১৪; ইবনুস সুন্নী হা/৮৯ ইত্যাদি; তাব্সীরুন্ নাসিক- পৃঃ ৯১, তাহকীক ওয়ালইযাহ- পৃঃ ৭৭।

"আমার বাড়ী এবং আমার মেম্বার এর মধ্যবর্তী অংশটুকু জান্নাতের রওযা (বাগিচা) সমূহের একটি রওযা।"[২৭১]

অতএব রওযা ভিন্ন স্থান এবং কবর ভিন্ন স্থান। রওযা স্থানে মাসজিদের কার্পেটের চেয়ে ভিন্ন রং এর কার্পেট বিছান রয়েছে। সে স্থানটির নাম হল রওযা। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে অথবা সাহাবীগণও রওযা বলেননি বরং তাঁরা করব বলেছেন। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

لاتَتَّخِذُوا قَبْرِيْ عَيْدًا وَلابُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَإِنَّ تَسْلِيْمَكُمْ يَبْلُغُنِيْ .

"তোমরা আমার কবরকে ঈদে পরিণত কর না এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ে ফেল না। আর আমার উপর সালাত (দরূদ) পেশ কর,

---

[২৭১] সহীহুল বুখারী হা/১১৫৯; সহীহ মুসলিম হা/১৩১৯।

তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছান হয়।"[২৭২]

অতএব রওযাকে রওযা এবং কবরকে কবর বলা উচিত। নামবিকৃতি করে সুন্নাহ পরিপন্থী কর্ম হতে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহ তাওফীক দান করুন আমীন!

৪। মাসজিদে নাববী যিয়ারতে গেলে সম্ভব অনুযায়ী যত পারা যায় সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ার চেষ্টা করতে হবে, কারণ অন্য মাসজিদে এক হাজার বার পড়লে যে নেকী হয় সেখানে একবার পড়লে সে নেকী হবে। পঞ্চাশ হাজার সম্পর্কে যে হাদীসে বলা হয়েছে সে হাদীস সহীহ নয়। কিন্তু প্রচলিত সমাজে যে ৪০ ওয়াক্ত বা আট দিনের প্রচলন রয়েছে এটা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীদের সুন্নাহ সম্মত নয় এবং এর

---

[২৭২] মুসনাদ আবূ ইয়ালা (১/৩৬১-৩৬২) হা/৪৬৯, যিয়া আল-মাকদামী (২/৪৯) হা/৪২৮; সুনান আবূ দাউদ হা/২০৪২।

স্বপক্ষে কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।[২৭৩] অতএব এরূপ চিন্তা বিদ‘আত হতে মুক্ত নয়। বরং হাজীদের সুযোগ হলে মাসজিদে হারামে (কাবায়) বেশী বেশী সালাত আদায় করা উচিত কারণ মাসজিদে নাববীতে একশত ওয়াক্তের সমান মাসজিদে হারামে এক ওয়াক্ত যা অন্য মাসজিদে এক লক্ষ ওয়াক্তের সমান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا

“আমার এ মাসজিদে সালাত আদায় করলে মাসজিদে হারাম ছাড়া অন্য সকল মসজিদের

---

[২৭৩] সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৩৬৪; দ্রঃ বয়ানু মা ইয়াফআল-হু আল-হাজ্জ ওয়াল মুতামির- পৃঃ ২২৭ মা‘আ আল-মাজমূ‘ আল-মুফীদ। মানাসিক লি আলবানী (রহ.), পৃঃ ৫৯।

সালাতের চেয়ে হাজার গুণ বেশী ফাযীলতপূর্ণ, আর মাসজিদে হারামের সালাত আমার মাসজিদের চেয়ে একশত গুণ বেশী ফাযীলতপূর্ণ।"[২৭৪] মাসজিদে নাববীর চেয়ে একশত গুণ অর্থ অন্য মাসজিদের চেয়ে একলক্ষ গুণ। অন্য বর্ণনায় এসেছে :

.....وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ

".......মাসজিদে হারামের সালাত অন্য মাসজিদের চেয়ে একলক্ষ গুণ বেশী ফাযীলতপূর্ণ।"[২৭৫]

অতএব মাদীনায় ৪০ ওয়াক্তের জন্য বসে না থেকে মাসজিদে হারামের একলক্ষ গুণ সাওয়াব ও বেশী বেশী নফল তাওয়াফের সুযোগ নেয়া উচিত। আল্লাহ তাওফীক দিন আমীন!

---

[২৭৪] মুসনাদে আহমাদ- ৪/৫ পৃঃ; সহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৬২০।

[২৭৫] মুসনাদে আহমাদ- ৩/৩৪৩ পৃঃ; ইবনু মাযাহ হা/১৪০৬।

৫। মাসজিদে নাববীতে যিয়ারতে গেলে পাশ্ববর্তী আরো চারটি স্থান যিয়ারত শরীয়ত সম্মত। অর্থাৎ দূরদেশ হতে সেগুলো যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর শরীয়ত সম্মত নয়, কিন্তু যখন মাদীনায় কেউ যাবে বা সেখানে থাকবে তখন তার জন্য ঐ চারটি যিয়ারত শরীয়ত সম্মত হবে। (ক) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ বাকর (রা.) ও উমার (রা.) কবর যিয়ারত, (খ) বাকী' কবরস্থান যিয়ারত (গ) শুহাদায়ে অহুদ কবরস্থান যিয়ারত ও (ঘ) মসজিদে কুবা যিয়ারত বা সেখানে দু'রাকাআত সালাত।

ক) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর যিয়ারত : কবর যিয়ারত সাধারণত কবরবাসীকে সালাম ও মঙ্গল কামনা করা এবং আখেরাতের ভয়ভীতি স্মরণ করা মূল উদ্দেশ্য, কবরবাসীর কাছে কোন চাওয়া বা আবেদন নিবেদন পেশ করা কখনও নয়।

অতএব নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর যিয়ারতের জন্য বাবুস সালাম বা পশ্চিম দিক থেকে ভদ্র-নম্রতার সাথে কবরের কাছে গিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের দিকে লক্ষ করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ (আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ) বলে সালাম পেশ করবে, এর একটু পরে আবূ বাকর (রা.) এর কবর, সেখানে বলবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ (আস-সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর) এরপর উমার (রা.) এর কবর সেখানে বলবে : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ (আস সালামু আলাইকা ইয়া উমার) এরপর সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসবে। কবরমুখী হয়ে কোন দু'আ করবে না বরং দু'আ করবে কিবলামুখী হয়ে।

কবর যিয়ারতের আগে বা পরে বা যেকোন সময় কবরের দেয়াল চুমুখাওয়া, স্পর্শ করে চেহারা

ও গায়ে মুছা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা সাহাবায়ে কিরাম কখনও এরূপ করেননি ফলে এ সবকর্ম বিদ'আত, এমনকি বরকত লাভের আশায় এবং নিজের জীবনের কল্যাণ কামনার্থে এরূপ করলে শির্কের পর্যায়েও পৌঁছে যেতে পারে। অতএব অজ্ঞ মানুষের দেখাদেখি এবং আবেগবসতঃ এসব কর্ম হতে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। অনুরূপ কবর যিয়ারতের সময় মাথানত বা নামাযের ন্যায় হাত বেঁধে দাঁড়ান উচিত নয়। কারণ এরূপ ভাব-ভঙ্গিতে শুধু আল্লাহর কাছেই দাঁড়াতে হয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও সাহাবীদের (মৃত্যুর পর) অসিলায় দু'আ করা জায়েয নেই।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর যিয়ারতের সময় অনেক ব্যক্তি অন্যের সালাম পৌঁছায় বা অনেকে হাজীদেরকে বলেন : সালাম পৌঁছানোর জন্য। এটা সম্পূর্ণ সুন্নাহ পরিপন্থী এবং বোকামী ছাড়া কিছুই নয়, সুন্নাহ পরিপন্থী এজন্য

যে, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এরূপ সালাম প্রেরণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না অথচ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পর তারাই আমাদের অনুকরণীয় ব্যক্তি। আর হাজীদের মাধ্যমে সালাম প্রেরণ বোকামী এজন্য যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ
يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

"আল্লাহ তা'আলার বিশেষ একদল ফেরেশতা রয়েছে যারা পৃথিবীতে বিচরণরত, তারা আমার উম্মাতের সালাম আমার কাছে পৌঁছায়ে দেন।"[২৭৬]

এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে সালাম পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশেষ একদল ফেরেশতাকে দায়িত্বশীল

---

[২৭৬] মুসনাদ আহমাদ ১/৩৮৭; সুনান নাসাঈ হা/১২৮৩; হাকিম- ২/৪২১ (সহীহ)।

করেছেন। অতএব এরপরও কোন মানুষকে সালাম পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া আল্লাহর সাথে অশোভনীয় আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরদিক হল কোন ব্যক্তির সালাম স্বয়ং ফেরেশতা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পৌঁছালে সেটা উত্তম না মানুষ পৌঁছালে উত্তম? অতএব মানুষের মাধ্যমে সালাম পৌঁছানো বোকমী ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ আমাদের এসব বোকামী বর্জন করার মানসিকতা দান করুন। আমীন!

(খ) বাকী' বকরস্থান যিয়ারত : কবর যিয়ারত শরীয়ত সম্মত ইবাদাত হিসাবে মাদীনায় পৌঁছার পর বাকী' কবরস্থান (যেখানে অসংখ্য সাহাবীর কবর রয়েছে এবং এখনও মুসলিমদের কবর দেয়া হয়) যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কবর যিয়ারাতের জন্য প্রথমে সালাম পেশ করবে :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ .

উচ্চারণ : আস্ সালামু আলাইকুম আহ্লাদ্ দিয়ারি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমিন ওয়া ইন্না- ইন্শা আল্লাহু লা লা-হিকূন, নাস্আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আ'-ফিয়াহ।

"হে মুমিন-মুসলিম গৃহ (কবর) বাসী আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ইন্শা আল্লাহ আমরাও আপনাদের সাথে অবশ্যই মিলিত হব। আমাদের এবং আপনাদের সকলের জন্য আল্লাহর কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করছি।[২৭৭]

এরপর কবরবাসীর জন্য একাকীভাবে দু'আ করতে পারে। তবে কবরবাসীর কাছে বা তাদের অসীলায় কোন আবেদন নিদেবন করা বৈধ নয়। এবং কবরস্থানের দেয়াল, মাটি ইত্যাদি কিছু ছোঁয়া, চেহারায় মালিশ করা বা বরকতের উদ্দেশ্যে মাটি নিয়ে আসা সম্পূর্ণ হারাম।

(গ) শুহাদায়ে অহুদ কবরস্থান যিয়ারত : অহুদ প্রান্তে যে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা.)

---

[২৭৭] সহীহ মুসলিম হা/৯৭৫।

শাহাদাত বরণ করেছেন, সেখানেই তাদের দাফন করা হয়েছে। বাকী কবরস্থানের মতই তাঁদের কবর যিয়ারত করা শরীয়ত সম্মত।

(ঘ) মসজিদে কুবা যিয়ারত : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায় মাসজিদে কুবা যিয়ারত করতেন এবং দুই রাকআত সালাত পড়তেন।[২৭৮]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ,, ثُمَّ أَتٰى مَسْجِدَ قُبَاءِ فَصَلّٰى فِيْهِ صَلَاةً كَانَ لَه" كَأَجْرِ عُمْرَةٍ

যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে পবিত্র হয়ে মাসজিদে কুবায় এসে সালাত পড়বে সে একটি উমরার সাওয়াব পাবে।[২৭৯]

---

[২৭৮] সহীহুল বুখারী হা/১১৯৪; সহীহ মুসলিম হা/১৩৯৯।

[২৭৯] মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৮৭ পৃঃ; সুনান ইবনু মাজাহ হা/১৪১২।

অতএব মাসজিদে কুবা যিয়ারতের নিয়ম হল স্বীয় গৃহে পবিত্র হয়ে মাসজিদে এসে দুই রাকআত দুখুলুল মাসজিদ সালাত পড়েব।

মাদীনায় মাসজিদে নাববী যিয়ারাতের পর উল্লেখিত চারটি স্থান যিয়ারত শরীয়ত সম্মত। অবশ্য মেয়েদের জন্য (ক–গ) পর্যন্ত কবর যিয়ারত ঠিক নয়।[২৮০]

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

(í) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের উদ্দেশ্যে মাদীনায় সফর করা।

(í) হাজীদের মাধ্যমে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরে সালাম ও আবেদন-নিবেদন পাঠান।

---

[২৮০] সুনান আবূ দাউদ হা/৩২৩৬; সুনান তিরমিযী হা/৩২০; সুনান নাসাঈ হা/২০৪৫, সুনান ইবনু মাজাহ হা/১৫৭৫।

(í) মাদীনায় প্রবেশের জন্য বিশেষ গোসল করা।

(í) মাসজিদে সলাত না পড়েই কবর যিয়ারত করা।

(í) কবরকে কেন্দ্র করে সালাতের ন্যায় দাঁড়ান এবং মাসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় নতভাব হওয়া।

(í) মাসজিদে দু'আর সময় কবর মুখী হওয়া এবং কবর হতে জওয়াবের আকাঙ্খা করা।

(í) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীদের ওয়াসীলায় আল্লাহর কাছে দু'আ করা।

(í) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে শাফায়াত বা অন্যকিছু আবেদন করা।

(í) কবর বা ঘরের দেয়াল ইত্যাদি চুমু খাওয়া, স্পর্শ করা এবং বরকতের উদ্দেশ্যে ছোয়া।

(í) কবরমুখী হয়ে সালাত আদায় করা।

(í) কবরের পার্শে বসে কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির করা।

(í) প্রতি সালাতের পরে কবরে সালাম দিতে যাওয়া।

(í) জাহান্নাম ও মুনাফিকী হতে মুক্তির উদ্দেশ্যে ৪০ ওয়াক্ত সালাত পড়া।

(í) মসজিদে নাববী যিয়ারতের পর কুবা মসজিদ ছাড়া অন্যান্য মসজিদ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া।

(í) প্রতিদিন বাকী' কবরস্থানে যিয়ারত করা এবং মসজিদ ফাতিমা-আলী ইত্যাদিতে গিয়ে সালাত পড়া।

(í) মসজিদে নাববী হতে পিছপায় বের হয়ে আসা।

দু‘আ ও যিকর/الأدعية والأذكار

হাজী সাহেবানদের হাজ্জ ও উমরার বিভিন্ন সময়ে একান্তে আল্লাহ তা‘আলার কাছে মুনাজাতের জন্য পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের কতিপয় দু‘আ ও যিকর নিম্নে প্রদত্ত হল :

{رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

১. “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো।”[২৮১]

---

[২৮১] সূরা আ'রাফ : ২৩।

{رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}

২. "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ হতে এটা গ্রহণ করুন, নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন, এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করুন, আর আমাদেরকে হাজ্জের আহকাম বলে দিন এবং আমাদের তাওবাহ কবূল করুন, নিশ্চয় আপনি তাওবাহ কবূলকারী করুণাময়।"[২৮২]

[২৮২] সূরা বাকারাহ : ১২৭-১২৮।

{رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ}

৩. "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও; হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দু'আ কবুল কর। হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করুন।"[২৮৩]

{رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ - وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ - وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ}

---

[২৮৩] সূরা ইবরাহীম : ৪০-৪১।

৪. "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান করুন এবং সৎকর্ম পরায়ণদের সাথে আমাকে মিলিয়ে দিন। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী (বিখ্যাত) করুন। এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন!"[২৮৪]

{رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ}

৫. "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।"[২৮৫]

{رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ}

৬. "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান প্রদান করুন; নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।"[২৮৬]

---

[২৮৪] সূরা শু'আরা : ৮৩-৮৫।

[২৮৫] সূরা সফফাত : ১০০।

{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ }

৭. “হে আমার প্রতিপালক! আমাদের এবং আমাদের সেসব ভাইদেরকে ক্ষমা করুন যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং মু’মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন না। হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।”[২৮৭]

{رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

৮. “হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব আমাদের

---

[২৮৬] সূরা আলু-ইমরান : ৩৮।
[২৮৭] সূরা হাশর : ১০।

অপরাদ ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিন।"[২৮৮]

{حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}

৯. "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই আমি তাঁরই উপর নির্ভর করছি, আর তিনি হচ্ছেন মহা আরশের মালিক।"[২৮৯]

{رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ }

১০. "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা (সন্তানহীন) ছেড়ে দিও না এবং আপনিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।"[২৯০]

---

[২৮৮] সূরা আলু-ইমরান : ১৬।

[২৮৯] সূরা আত-তাওবাহ : ১২৯।

[২৯০] সূরা আম্বিয়া : ৮৯।

{رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي}

১১. "হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।"[২৯১]

{رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}

১২. "হে আমার প্রতিপালক! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন, আমরা তা বিশ্বাস করি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করছি; অতএব

[২৯১] সূরা ত্বা-হা : ২৫-২৮।

সাক্ষীদের সাথে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন।"[২৯২]

{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}

১৩. "হে আমার প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আমাদের অপরাধ ও আমাদের বাড়াবাড়ি ক্ষমা করুন ও আমাদের চরণসমূহ সুদৃঢ় করুন এবং অবিশ্বাসীদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।"[২৯৩]

{رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}

---

[২৯২] সূরা আলু-ইমরান : ৫৩।
[২৯৩] সূরা আলু-ইমরান : ১৪৭।

১৩. “হে আমার প্রতিপালক! আমায় অধিক জ্ঞান দান কর।”[২৯৪]

{رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ}

১৪. “হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দায়া করুন, দায়লুদের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।”[২৯৫]

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ }

১৫. “হে আমার প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন।”[২৯৬]

---

[২৯৪] সূরা ত্বা-হা : ১১৪।

[২৯৫] সূরা মু'মিনুন : ১১৮।

[২৯৬] সূরা বাকারাহ : ২০১।

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}

১৬. "হে আমার প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা না জেনে ভুল করি তজ্জন্যে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, হে আমার প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেরূপ ভার অর্পণ করেছিলেন, আমাদের উপর তদ্রূপ ভার অর্পণ করবেন না; হে আমদের প্রভু! যা আমাদের শক্তির অতীত ঐরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেন না এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের দয়া করুন; আপনিই আমাদের

অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।"[২৯৭]

{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}

১৭. "হে আমার প্রতিপালক! আমাদের পথপ্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহান দাতা।"[২৯৮]

{رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ}

---

[২৯৭] সূরা বাকারাহ : ২৮৬।

[২৯৮] সুরা আলু-ইমরান : ৮।

১৮. "হে আমার প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের উপর দয়া করুন, আপনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।"[২৯৯]

{رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا . إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا}

১৯. "হে আমার প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি দূরীভুত করুন; নিশ্চয়ই ওর শাস্তি তো আঁকড়ে থাকার জিনিস। অবস্থান ও বসবাসের স্থান হিসেবে ওটা কত নিকৃষ্ট!"[৩০০]

{رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}

---

[২৯৯] সূরা মু'মিনুন : ১০৯।
[৩০০] সূরা ফুরক্বান : ৬৫-৬৬।

২০. “হে আমার প্রতিপালক! আমাদের জন্যে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্যে চক্ষুশীতলকারী এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে ইমাম করুন।”[৩০১]

{رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا}

২১. “হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন, আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করবেন না।”[৩০২]

---

[৩০১] সূরা ফুরক্বান : ৭৪।
[৩০২] সূরা নূহ : ২৮।

{رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

- وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ }

২২. “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেন না। আর আমাদেরকে আপনার নিজ রহমাতে এ কাফিরদের (কবল) হতে মুক্তি দিন।”[৩০৩]

{رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا

وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .}

২৩. “হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার বস্তুতে

---

[৩০৩] সূরা ইউনুস : ৮৫-৮৬।

পরিণত করবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩০৪]

{رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ}

২৪. "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যেন আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্যে এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং

---

[৩০৪] সূরা মুমতাহিনা : ৫।

আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করুন!”[৩০৫]

{لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}

২৫. আপনি ছাড়া কোন (সত্য) মা‘বুদ নেই, আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো অত্যাচারীদের একজন।”[৩০৬]

{رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ - وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ}

২৬. “হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার

[৩০৫] সূরা নামল : ১৯।

[৩০৬] সূরা আম্বিয়া : ৮৭।

আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের (শয়তানদের) উপস্থিতি হতে।"[৩০৭]

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

২৭. উচ্চারণ : সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লা-হিল 'আযীম।

অর্থ : "পাক-পবিত্র আল্লাহ, তাঁরই প্রশংসা বর্ণনা করছি, যিনি সর্বদোষমুক্ত মহান ও মহীয়ান।"[৩০৮]

لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،

২৮. উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা- ইয়্যাহু লাহুন নি'মাতু

---

[৩০৭] সূরা মু'মিনূন : ৯৮।

[৩০৮] সহীহুল বুখারী হা/৬৬৮২।

ওয়ালাহুল ফাযলু ওয়ালাহুস সানা-উল হাসানু লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিসীনা লাহুদদীনা ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থ : "আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই, আমরা তাঁকে ছাড়া অপর কারও 'ইবাদাত করি না, যত নি'আমাত ও অনুগ্রহরাশি রয়েছে সমস্তই তাঁরই প্রদত্ত। আর তাঁরই জন্য উত্তম প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, একমাত্র তাঁরই জন্য দীনকে সম্পূর্ণ খালেস ও নির্ভেজাল করি, যদিও এটা কাফিরদের নিকট অপছন্দীয়।[৩০৯]

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّٰه

২৯. উচ্চারণ : লা- হাওলা ওয়ালা- কূওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হি।

[৩০৯] সহীহ মুসলিম হা/১৩৭১।

অর্থ : "কারও শক্তি নেই দুঃখ-কষ্ট ফেরাবার এবং কারও ক্ষমতা নেই সুখ-শান্তি প্রদানের, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।[৩১০]

« اللهُـمَّ أَصْـلِحْ لِـى دِينِـىَ الَّـذِى هُـوَ عِصْمَةُ أَمْرِى وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيهَا مَعَاشِـى وَأَصْـلِحْ لِـى آخِرَتِـى الَّتِـى فِيهَـا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِى فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرٍّ ».

৩০. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আসলিহ লী-দীনী আল্লাযী হুয়া 'ইসমাতু আমরী ওয়াআসলিহ লী দুনইয়া- ইয়া আল্লাতী ফীহা- মা'আশী ওয়া

[৩১০] সহীহুল বুখারী হা/৬১৩, সহীহ মুসলিম হা/৭০৩৯।

আসলিহ আ-খিরাত আল্লাতী ফীহা- মা'আ'দী ওয়াজ 'আলিল হায়া-তা যিয়া-দাতাল লী ফী কুল্লি খাইরিন ওয়াল মাওতা রা-হাতাল লী কুল্লি শাররিন।

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমার দীনকে আমার জন্য পরিশুদ্ধ করে দাও- যার ভিতর রয়েছে আমার সমুদয় কাজে আত্মরক্ষার নিশ্চিত উপায়। আর সংশোধন করে দাও আমার পার্থিব জীবনকে যার ভিতর রয়েছে আমার জীবিকা, আর আমার আখিরাতকে তুমি করে দাও বিশুদ্ধ যেখানে আমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর আমার আয়ুকে প্রত্যেক ভাল কাজে বর্ধিত করার উপকরণ কর এবং মৃত্যুকে

যাবতীয় অমঙ্গল হতে অব্যাহতি পাবার কারণ বানিয়ে নাও।"[৩১১]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلِعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ .

৩১. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হামমি ওয়াল হুযনী ওয়াল 'আজযি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি ওয়াযাল'ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা ও উদ্বেগ হতে, অক্ষমতা ও অলসতা হতে, কৃপণতা ও ভীরুতা হতে আর আশ্রয় চাচ্ছি ঋণের গুরুভার ও মন্দ লোকদের প্রাধান্য থেকে।"[৩১২]

---

[৩১১] সহীহ মুসলিম হা/৭০৭৮।

[৩১২] সহীহুল বুখারী হা/৬০০২।

اَللَّهُمَّ اسّتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ وَ احْفَظْنِيْ مِن بَيّنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شَمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ .

৩২. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাসতুর ‘আওরা-তী ওয়া আ-মিন রাওআতী ওয়াহফাযনী মিমবাইনা ইয়াদাই-ইয়া ওয়ামিন খালফী ওয়াআন ইয়ামীনী ওয়াআন শিমালী ওয়ামিন ফাওকী ওয়া আ‘উযু বি‘আযমাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী।

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমার গোপন দোষসমূহ তুমি ঢেকে রাখ, আমাকে ভয়-ভীতি হতে সংরক্ষণ কর, আমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে দৃশ্য এবং অদৃশ্যভাবে আমাকে তুমি নিরাপদ রেখ আমার ডানে-বামে এবং আমার ঊর্ধ্বদেশ

হতে আর তোমার আশ্রয় চাই আমার নিম্নেদেশে মাটি ধ্বসে মৃত্যুবরণ হতে।[৩১৩]

اللهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ »

৩৩. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী মা-ক্বাদ্দামতু ওয়ামা আখখারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা- আ'লানতু ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহি মিন্নী আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়াআনতাল মুআখখিরু ওয়া আনতা 'আলা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষামা করে দাও যে অন্যায় আমি পূর্বে করেছি, যা

[৩১৩] আবূ দাউদ হা/৫০৭৪, সহীহ।

আমি পরে করেছি, যে অপরাধ আমি গোপনে করেছি, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি আর যে গুনাহ সম্পর্কে তুমি আমা অপেক্ষা বেশী জান। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা আগিয়ে আন আর যাকে চাও পিছনে হটিয়ে দাও এবং তুমিই সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।"[৩১৪]

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.

---

[৩১৪] সহীহ মুসলিম হা/৭০৭৬।

৩৪. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাস সাবা-তা ফিল আমরি ওয়াল 'আযীমাতা আলার রুশদি ওয়া আসআলুকা শুকরা নি'মাতিকা ওয়াহুসনা 'ইবাদাতিকা ওয়া আসআলুকা ক্বালবান সালীমান ওয়ালিসা-নান সা-দিক্বান ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা-তা'লামু ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি মা-তা'লামু ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা- তা'লামু ইন্নাকা 'আল্লা-মুল গুয়ূব।

অর্থ : "হে আল্লাহ! তোমার নিকট দীনের কাজে আমি চাই অনড়-অবিচলতা, সৎপথে দৃঢ় নিষ্ঠা, আর তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার নি'আমাতের শুকরগুযারী, আর তোমার 'ইবাদাত সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার তাওফীক, আমি তোমার নিকট আরও চাই- নির্ভেজাল প্রশান্ত হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ বাকশক্তি আর প্রার্থনা জানাই সেই মঙ্গলের জন্য যা তুমি

আমার জন্য ভাল জান, আর আশ্রয় প্রার্থনা করি সেই অনিষ্ট হতে যে সম্পর্কে তুমি সুবিদিত, আর আমি ক্ষমা চাই সেই অন্যায় অপকর্ম হতে যা তুমিই জান, নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।”[৩১৫]

« اللهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ »

---

[৩১৫] মুসনাদে আহমাদ হা/১৭১৫৫, হাসান।

৩৫. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরযি ওয়া রাব্বাল 'আরশিল 'আযীম। রাব্বানা- ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়্যিন ফা-লিকাল হাববি ওয়াননাওয়া মুনযিলাততাওরাতি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল কুরআনি, আ'উযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়্যিন আনতা আখিযুন বি-নাসিয়াতিহী আনতাল আউয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইয়ূন ওয়া আনতাল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইয়ূন ওয়া আনতায যা-হিরু ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইয়ূন ওয়া আনতাল বা-তিনু ফালাইসা দূনাকা শাইয়ূন ইকযি 'আন্নিদ দাইনা ওয়াআগনিনী মিনাল ফাক্বরি।

অর্থ : "হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক, মহান আরশের রব্ব এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক, বীজ এবং আঁটিকে চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব

ঘটাও তুমি! তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং কুরআন কারীমের নাযিলকারী তুমি, তোমার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে। যার সব কিছু তোমারই হাতে ধারণ করে আছ। তুমিই আদি- তোমার পূর্বে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না; তুমিই অন্ত- তোমার পরে কোন কিছুই নেই, থাকবে না; তুমি প্রকাশ্য- সকল বস্তুর উপর বিজয়ী, তোমার উপরে কিছুই নেই। তুমি গোপন- তুমি ছাড়া কো বস্তুর অস্তিত্ব নেই- হতে পারে না। আমার যত ঋণ আছে- তুমি হে প্রভু! তা পরিশোধ করে দাও। আর আমাকে দারিদ্র্য হতে মুক্তি দিয়ে বেনিয়াজ করে দাও।"[৩১৬]

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ

---

[৩১৬] সহীহ মুসলিম হা/৭০৬৪।

بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ »

৩৬. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল 'আজযি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুবনি ওয়াল হারামি ওয়াল বুখলি ওয়া আ'উযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি।

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি ভীরুতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্যের অপারগতা এবং কৃপণতা হতে আর তোমারই আশ্রয় চাই কবরের 'আযাব হতে এবং জীবন-মরণের ফিতনা হতে।[৩১৭]

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التُّقَى وَالْهُدَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

---

[৩১৭] সহীহ মুসলিম হা/৭০৪৮।

৩৭. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস আলুকাল হুদা-ওয়াততুক্বা ওয়াল ‘আফা-ফা ওয়াল গিনা- ।

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই হিদায়াত, সংযম, পবিত্র স্বভাব এবং অভাবশূন্যতার নি‘আমাতের ।[৩১৮]

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه و سلم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه و سلم اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا

---

[৩১৮] সহীহ মুসলিম হা/৩৯০৪ ।

مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا .

৩৮. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খায়রি কুল্লিহী ‘আ-জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী মা- ‘আলিমতু মিনহু ওয়ামা- লাম আ‘লাম ওয়া আ‘উযুবিকা মিনাশশাররি কুল্লিহী ‘আ-জিলিহী ওয়া ‘আ-জিলিহী মা আলিমতু মিনহু ওয়ামা লাম আ‘লাম ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা- সাআলাকা মিনহু ‘আবদুক ওয়া নাবিইয়ূকা মুহাম্মাদুন সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আ‘উযুবিকা মিনশাররি মা ‘আ-যা মিনহু ‘আবদুকা ওয়া নাবিইয়ূকা মুহাম্মাদুন সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া মা কাররবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও ‘আমালিন ওয়া আসআলুকা আন তাজ‘আলা কুল্লা কাযা-ইন তাকযীহি লী খাইরা।

অর্থ : " হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, নিকট দূরবর্তী কল্যাণ যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যে সম্পর্কে আমি অনবহিত। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে- যা সন্নিকটে এবং যা দূরে অবস্থিত- যে বিষয়ে আমি অবহিত এবং যে বিষয়ে আমি অনবহিত। আর আমি তোমার নিকট সে কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী যার প্রার্থনা জানিয়েছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর আমি সে অকল্যাণ হতে তোমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করি যে অকল্যাণ হতে তোমার নিকট পানাহ চেয়েছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং এমন সব কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি যা জান্নাত

নিকটবর্তী করবে। এবং আরো প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার ব্যাপারে সকল প্রকার সিদ্ধান্ত মঙ্গলময় করবে।”[৩১৯]

اللهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا ».

৩৯. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আতি নাফসী তাকওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আনতা খাইরু মান যাক্কাহা আনতা ওয়ালিইউহা ওয়া মাওলাহা আল্লা-হুম্মা ইন্নি আ‘উযুবিকা মিন ‘ইলমিন লা ইয়ানফা‘উ ওয়া মিন কালবিন লা ইয়াখশা‘উ ওয়া মিন নাফসিন লা তাশবা‘উ ওয়া মিন দা‘ওয়াতিন লা ইউসতাজাবু লাহা।

---

[৩১৯] মুসনাদে আহমাদ হা/২৫১৮০, সহীহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে দাও তোমার ভয়-ভীতি ও তাকওয়া পরহেযগারী আর কলুষমুক্ত কর আমার অন্তরটাকে নিষ্কলুষ করার সর্বোত্তম সত্ত্বা যে একমাত্র তুমিই। তুমিই তার ওয়ালী এবং মালিক মুখতার। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এমন 'ইলম হতে যা কোন উপকারে আসে না, এমন হৃদয় হতে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না, এমন অন্তর হতে যা কোন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ হতে যা কবূল হয় না।[৩২০]

اَللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

৪০. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়াআগনিনী বি-ফাযলিকা 'আম্মান সিওয়াক।

---

[৩২০] সহীহ মুসলিম হা/৭০৮১।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার নিষিদ্ধ বা হারাম বস্তু হতে আমাকে দূরে রাখ তোমার হালাল বস্তুর মাধ্যমে, আর তুমি ব্যতীত অন্য সবকিছু হতে আমাকে তোমার অনুগ্রহ রাশি দ্বারা বেনিয়াজ করে দাও।[৩২১]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

---

[৩২১] তিরমিযী হা/৩৫৬৩, হাসান।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থসমূহ

১। ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা

২। সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও চার ইমামের অবস্থান

৩। শবে মে'রাজ : করণীয় ও বর্জনীয়

৪। খুতবা ও ওয়ায শিক্ষা

৫। ইসলাম শিক্ষা সিরিজ সমূহ

كلمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين .

أما بعد :

فقد قال الله تعالى : {**وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ**} وقال সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : « أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا » . رواه مسلم

فالحج ركن من أركان الإسلام فعلى المسلم أن يوديه حق الأداء وهذا الكتاب المسمى بـ " **أحكام الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب و السنة وآثار الصحابة**" من ضمن سلسلة تعليم الإسلام في ضو الكتاب والسنة الصحيحة، يتحدث عن مناسك الحج و العمرة ومايتعلق بهما على ضوء المصادر الأصلية كما قال رسول الله

خذوا عنى : সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম مناسككم . وأيضا يتحدث عن الموضوعات الخاصة بالمؤمنات من أمور الحج والعمرة ، و زيارة المسجد النبوي ، و فيه بيان الأخطاء التى يقع فيها كثير من الناس فى الحج و العمرة والزيارة . وإيراد الأدعية والأذكار من الكتاب و السنة الصحيحة .

فنرجو أن الحاج والمعتمر والزائر البنغالي يستطيع به أن يودي مناسكه كما أمر في الشريعة إن شاء الله تعالى . ونسأل الله أن يتقبل هذا الكتاب و ينفع به الإسلام والمسلمين ويجزي كاتبه و ناشره. و صلى الله على نبينا محمد و على اله وصحبه أجمعين ▯